Suitable for the Higher Classes of H. E. Schools.

ভারত প্রসঙ্গ।

[মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে সঙ্কলিত]

BHARAT PRASANGA.

COMPILED AND EDITED BY

ABINASH CHANDRA BANERJEE.

AUTHOR OF TRANSLATION ON A NEW METHOD, ESSAYS AND LETTERS, CONVERSATION ON COMMON THINGS, INFANT COMPOSITION, COMPOSITION ON PRACTICAL METHOD, POPULAR POEMS, COMMON PHRASES, AND HOW TO USE THEM, শৈশব সহচর &c. &c.

PUBLISHED BY

GIRIJA MOHAN MAULLIK.

ORIENTAL LIBRARY,

25/2. Cornwallis Street, Calcutta.

1920.

Price 12as. only.

Printed by K. C. Chakravartty
Girish Printing Works,
51-2-6, Sukea Street, Calcutta.

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃষ্ঠা ।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায় ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

সূচনা।

মহাভারত অতি বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যজাতির পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠন করিয়া আসিতেছে। ভারতের যে গৃহে গমন কর সেই গৃহেই দেখিতে পাইবে, মহাভারত কেবল কাব্য নহে, ধর্ম্ম-গ্রন্থরূপে আদৃত ও পূজিত। গৃহে গৃহে নরনারী শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া ইহা পাঠ করে, শ্রবণ করে, এবং ইহা হইতে জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে। এ গ্রন্থের এত আদর কেন হইল ? কেন ইহা এত পুরাতন হইয়াও চিরনূতন ? ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে। যে সকল জীবনপ্রদ মহাসত্য ইহাতে বর্ণিত এবং বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্নরূপে বিকশিত হইয়াছে, তাহা কখনই পুরাতন হইবার নহে। জগতে কত সুন্দর অট্টালিকা, কত মনোহর প্রাসাদ, কত সুশোভন মন্দির পুরাতন হইল, ভগ্নাবশেষে পরিণত হইল, কিন্তু মানব অন্তরে প্রকাশিত সত্য কখনও পুরাতন হইল না ; পক্ষান্তরে যত দিন যাইতেছে ততই তাহারা উজ্জ্বলতর হইয়া নিখিল মানবহৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যের চরণে আত্মোৎসর্গ, ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব, আনুগত্য এবং শক্তি সত্ত্বেও ক্ষমা ও সংযম, ভীষ্মের স্থির-প্রতিজ্ঞতা, মহামতি বিদুরের সদাশয়তা ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতা চিরদিনই জগতে পূণ্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করিবে, কদাপি নিষ্প্রভ হইবে না।

কমনীয় কণ্ঠহারে গ্রথিত মণিরাজির মধ্যে মধ্যমণি যেমন সর্ব্বাপেক্ষা দ্যুতিমান্, মহাভারতে বর্ণিত মরকত সদৃশ অত্যুজ্জ্বল সত্যরাজির মধ্যে একটী সত্য তেমনই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও প্রভাবসম্পন্ন। পুত্রশোককাতরা গান্ধারীর মুখ হইতে ইহা নিঃসৃত। রাজ্ঞী শোকাগ্নিতে দহ্যমানা হইয়াও ইহার স্মরণ ও মনন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেছেন। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"—ইহাই মহাভারতের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা। ধর্ম্মপথগামী পাণ্ডবগণের বিজয়ে এবং পাপপথবিচারী কৌরবগণের পরাজয়ে এই মহাসত্যই প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চিত্রে যেমন কোন এক বিশেষ দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আনুষঙ্গিকরূপে অন্যান্য দৃশ্যও অঙ্কিত হয়, সেইরূপ এই মহাসত্য পূর্ণরূপে বিকশিত করিবার উদ্দেশ্যেই মহাভারতরূপ মহাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; আনুষঙ্গিকরূপে অন্যান্য সত্যও চিত্রের শোভা-সম্পাদনার্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে এক অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন চিত্রকর এই অতীব মনোমোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এ চিত্র যে নিরীক্ষণ করে সেই মুগ্ধ হয়, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অনিমেষে ইহার দিকে চাহিয়া থাকে। ভারতের বহু গৌরব তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু মহাভারত ইহার কাব্য-গৌরবের মর্ম্মরস্তম্ভস্বরূপ হইয়া চিরদিন বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমরা প্রায়শঃ আক্ষেপ করি যে, আমাদের জাতীয়-জীবনের কোন যথাযথ ইতিহাস নাই। আক্ষেপ যে একান্ত অমূলক একথা বলিলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না। কিন্তু কেবল

সময়ক্রমানুযায়ী ঘটনা সমূহের সন্নিবেশই ইতিহাস নহে। যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তৎতৎ কালীন ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক আচারপদ্ধতি ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য অবগত হওয়া যায়, সেই সকল গ্রন্থই প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস; কারণ ইহা হইতে এক দিকে যেমন পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য দিকে তেমন জাতীয় উত্থান-পতনের মূলীভূত অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলী অবগত হইয়া সাবধানে ও সন্তর্পণে জাতীয় জীবনপথে অগ্রসর হওয়া যায়; এইরূপে ইতিহাসে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা করিতে পারা যায়। এই অর্থে মহাভারত প্রাচীন ভারতের এক বিস্তৃত ইতিহাস। মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে তৎকালীন ভারতের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা মনঃশ্চক্ষুর সমীপে ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হয়। অতএব মহাভারত এতদ্দেশীয় কাব্যের মধ্যে মহাকাব্য, ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস।

মহাভারত সমগ্রভাবে সুকুমারমতি বালকগণের পাঠোপযোগী নহে। সেই জন্য যে মূল ঘটনা অবলম্বন করিয়া মহাকবি "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" এই মহাসত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই সারগর্ভ ঘটনা তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে, বাল্যেই তাহাদের অন্তরে এই মহাসত্য অঙ্কিত হইয়া যাইবে, এবং ভবিষ্যতে তাহারা বাল্যশিক্ষাপ্রভাবে সহজে সত্যানুগত পুণ্য-জীবন যাপন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

ভারত-প্রসঙ্গ।



প্রথম অধ্যায়।



বাল্য-ক্রীড়া।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন সর্ব্বাপেক্ষা ক্রূর, দুর্ম্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ছিল। দুরাত্মা, ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, "কুন্তীর মধ্যমপুত্র বৃকোদর বলবান্, বিক্রমশালী ও শৌর্য্যযুক্ত ; এই দুরাত্মা একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে, অতএব যখন ভীম পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া আমরা অনায়াসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব।" পাপাত্মা দুর্য্যোধন মনে মনে এইরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রন্ধ্রান্বেষণে সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার আশয়ে জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসন-বিরচিত ও কম্বল-নির্ম্মিত বিচিত্র গৃহ-সকল প্রস্তুত করাইল। ঐ সকল গৃহ অশেষবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যুন্নত পতাকাসমূহে সুশোভিত করিল। তদনন্তর গঙ্গার পুলিনদেশে উদক্-ক্রীড়ন-কালে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাককার্য্যনিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল। তাহারা তাহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডব-দিগের নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিল, "চল, আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া উদ্যানবনশোভিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করি।" সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন অপরিমিত শৌর্য্যশালী কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কেহ নগরা-কার রথে, কেহ বা দেশজ অত্যুৎকৃষ্ট গজে আরোহণ পূর্ব্বক উদ্যান-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উদ্যান সুধাধবলিত রাজযোগ্য গৃহ, বলভি, গবাক্ষ ও জলযন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত; সৌধকারগণ গৃহসকল সম্মার্জ্জিত ও চিত্রকরেরা সুচিত্রিত করিয়াছে; সুশীতল জলপূর্ণ বৃহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসমূহ শোভা পাইতেছে। উদ্যানের সমুদয় জলভাগ সুকোমল কমলসমূহে ব্যাপ্ত এবং স্থলভাগ বিবিধ স্থলজ পুষ্পে সমাকীর্ণ ছিল।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ সেই উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া

তথায় উপবেশন পূর্ব্বক তত্রস্থ ভোগ্যবস্তুসকল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকৌতুকমনে আহার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দিতে লাগিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই অবসরে ভীমসেনকে বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, ভ্রাতার ন্যায় মিষ্টবাক্য কহিতে কহিতে, ভীমের বক্ত্রে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল। সরলহৃদয় ভীমসেন, খাদ্য যে বিষমিশ্রিত তাহা জানিতে না পারিয়া, সাতিশয় প্রীতি-পূর্ব্বক উহা ভক্ষণ করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। তদনন্তর যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়া পরমাহ্লাদে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তাঁহারা সকলে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিহার-গৃহে গমন পূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেবল একাকী ভীমসেন বিষভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্য প্রযুক্ত একান্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছদেশে শয়নমাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইলেন। দুর্য্যোধন ইত্যবসরে তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল।

ভীমসেন কালকূট-প্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগভবনে সমুপস্থিত ও নাগকুমারগণের

উপর নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রস্থ তীব্রবিষ বিষধরগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ভীষণ দশন দ্বারা দংশন করিতে লাগিল। সর্পগণের জঙ্গমবিষ দ্বারা ভীম-শরীরস্থ স্থাবর কালকূট-বিষের তেজ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্পগণের দংশনে ভীমের দৃঢ় কলেবর ক্ষীণ হইল, কিন্তু তাঁহার দেহের ত্বক্ এমন কঠিন যে, উহাতে বিন্দুমাত্র দংশনচিহ্ন হইল না।

অভিষেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঋজুতা, অনৃশংসচার, ভৃত্যানুকম্পা, স্থির সৌহার্দ্দ প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে নিজ পিতার মহীয়সী কীর্ত্তি অপেক্ষাও অধিকতরা কীর্ত্তিলাভ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভগবান্ বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশংবদ হইয়া রহিলেন। অর্জ্জুন প্রগাঢ়দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন। লক্ষ্যবেধে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল; তিনি ক্ষুরপ্র, নারাচ, ভল্ল, বিপাটন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রনিক্ষেপ

বিষয়ে সম্যক্ লাঘব ও সৌষ্ঠব জন্মিয়াছিল। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য বলবান্ আর কেহই নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

ন্যায়পর সহদেব উশনঃপ্রণীত নীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশংবদ হইয়া রহিলেন। ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের প্রীতিভাজন নকুল দ্রোণাচার্য্যোপদেশে বিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিচিত্র যোদ্ধা ও অতিরথ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেন।

পাণ্ডবদিগের বাহুবল অলৌকিক বিবেচনা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদয় সাধুভাব নিতান্ত দূষিত হইল। তিনি তদ্বিষয়িণী বলবতী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

মন্ত্রণা।

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবলপরাক্রান্ত ও অর্জ্জুনকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা বিদুরের উপদেশানুসারে কোন অসদুপায় উদ্ভাবন করিতেন না, কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার করিতেন। এদিকে যাবতীয় পুরবাসীরা

পাণ্ডবগণকে অশেষ-গুণ-সম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কি সভামণ্ডলে, কি চত্বরে, একত্র হইলেই কহে, "মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন? সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাব্রত, শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না; অতএব আমরা যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকেই রাজ্যে অভিষেক করিব। সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যশীল, কারুণ্যসম্পন্ন ও বেদবেত্তা; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণসমেত ধৃতরাষ্ট্রের যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন।" মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইল, এবং সত্বর স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী দেখিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে; রাজ্যভোগপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। হে নরনাথ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে। দেখুন, পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন, আপনি জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ

করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে রহিবে; আমরা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাজবংশসম্ভূত হইয়াও জনগণের নিকট হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। পর-পিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে; অতএব, হে রাজন্! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন পরামর্শ করুন। হে মহারাজ! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবাধ্য হউন না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্ব লাভ করিতে পারিতাম।"

প্রজ্ঞাচক্ষু নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এবং কণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দোলাচলচিত্ত ও যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল, "হে তাত! যদি আপনি সুনিপুণ কোন কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদিগ হইতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।"

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের, বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না

এবং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিতেন। তাহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, লোকবিখ্যাত এবং পৌরগণের প্রিয়। এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন; আমি কি প্রকারে তাঁহাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পারিব? পাণ্ডু পূর্ব্বে অমাত্যবর্গ, সৈন্যগণ এবং তাহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম-যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনার্থে অবশ্যই আমাদি াকে সবংশে বিনাশ করিবে।"

দুর্য্যোধন কহিল, "হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মানপ্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবে। এক্ষণে সমুদয় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে ত্বরায় বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন। আমরা সমুদয় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর, কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এ স্থানে আগমন করিবেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু, বৎস! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকালমধ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপাচার্য্য—ইহাঁরাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না। ধর্ম্মশীল

কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে সহ্য করিবেন না। অতএব যদি আমরা বিনা অপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ও ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই বা আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন ?”

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে তাত ! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয় পক্ষেই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ হইবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে ; যাহা হউক, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না ; অতএব, মহাশয় ! যাহাতে পাণ্ডুনন্দনগণ মাতৃসমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবত নগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন। হে রাজন্ ! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিবারাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না। তাহারা আমার হৃদয়ে ঘোর শোকাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছে ; আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাণ করুন।”

বারণাবত গমন।

অনন্তর অনুজগণসমবেত দুর্য্যোধন ধন ও সমুচিত সম্মান-প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদয় প্রজাগণকে বশীভূত করিল। একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় আসীন হইয়া কহিল, “বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয়; তাহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন; এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানাদিগেদশ হইতে জনগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়াছে।” দৈবদুর্ব্বিপাক অখণ্ডনীয়। মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের তথায় গমন করিতে সাতিশয় বাসনা জন্মিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবতগমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে বৎসগণ! সকলে প্রত্যহ আমার নিকট কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, তন্মধ্যে বারণাবত নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়; অতএব যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর। কিছুদিন পরমসুখে তথায় বাস করিয়া পুনরায় হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিও।”

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায়

বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা "যে আজ্ঞা, মহাশয়" বলিয়া তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বথামা, ভূরিশ্রবা, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপোধন পুরোহিত ও পৌরদিগের নিকটে গমন করিয়া দীনভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমরা পরমপূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও পরমরমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন; আপনাদের আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন "হে পাণ্ডুনন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে।" পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাবতীয় শুভকর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন।

জতু-গৃহ-নির্ম্মাণ-পরামর্শ।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্ত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। দুর্ম্মতি, পুরোচননামা সচিবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, “হে পুরোচন! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিশাল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে; অতএব ইহা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমা ভিন্ন আমার এমন বিশ্বস্ত সহায় আর কেহই নাই; অতএব, হে তাত! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিতেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না। সুনিপুণ উপায় দ্বারা আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর; যাহা বলিতেছি, কোন ক্রমে যেন তাহার অন্যথা না হয়। অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার আদেশানুসারে বিহারার্থ বারণাবত নগরে গমন করিবে। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার চেষ্টা পাও। নগরে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্তদেশে সুসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃশালা-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে; তাহাতে শণ ও সর্জ্জরস প্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে। মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে। চতুর্দ্দিকে শণ, তৈল, জতু, কাষ্ঠ প্রভৃতি

আগ্নেয়দ্রব্য সমুদয় রক্ষা করিবে ; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গুপ্তভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে, পাণ্ডবগণ বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন গৃহ আগ্নেয় বলিয়া কোনক্রমে বুঝিতে না পারে। গৃহ নির্ম্মিত হইলে সুহৃদ্‌গণসমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে অতি সমাদরে ও সম্মানপূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে। উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যা প্রদান করিবে যে, পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হয়েন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নি প্রদান করিবে। বারণাবত-নগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে, অকস্মাৎ অগ্নি সংযোগে নগর দগ্ধ হইতেছে। হে ধীমন্! তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না।”

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন করিল এবং তথায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল।

পাণ্ডবগণের বারণাবত গমন।

পাণ্ডবগণ পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি সমুদয় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন, সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাঁহারা মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং সমুদয় প্রজাগণকে বিনয়নম্রবচনে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডু-নন্দনগণের দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "কুরুকুলকলঙ্ক মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছে? দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহাঁরা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্ঠাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাঁদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যে অধিকার প্রদান করিলেন না। মহাত্মা ভীষ্মই বা কি প্রকারে পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনরূপ নিতান্ত অধর্ম্ম্য ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন? পূর্ব্বে শান্তনুনন্দন নরপতি বিচিত্রবীর্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে পালন

করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সুরলোকে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে; অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই রম্য হস্তিনানগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হই।” ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্য-শ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, “নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃতুল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে পালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারা আমাদিগের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন; কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন।” তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর “তথাস্তু” বলিয়া পাণ্ডব-গণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত মন্ত্রণার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, “যে ব্যক্তি অভিজ্ঞ, তাঁহার উচিত এই যে, যাহাতে আপদ্ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করেন। তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্যনাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ইহা জানে,

সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে; যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ, সে পথ বা দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারে না এবং অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না। আমি এই কথা মাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুবিদ্বান্ বিদুরের এই কথা শুনিয়া "বুঝিলাম" এই মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সবিষাদচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, "বৎস! ক্ষত্তা জনতামধ্যে গুপ্তভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন এবং যাহা শ্রবণ করিয়া তুমিও তাঁহাকে 'বুঝিলাম' বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, আমরা ত তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে আমাদিগকে সবিস্তর প্রকাশ করিয়া বল, শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।" যুধিষ্ঠির মাতৃ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিনীত বচনে কহিলেন, "মাতঃ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, 'দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তোমরা অত্যন্ত

সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদয় পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে, ও সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই অচিরাৎ রাজ্যলাভ করিতে পারিবে।' আমি তাঁহার উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর 'বুঝিয়াছি' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম।" তদনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টমদিবসে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

জতুগৃহে প্রবেশ ও অবস্থান।

অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজাবৃন্দ পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমন-বার্ত্তা শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্ত্যশ্বরথ প্রভৃতি বিবিধ যান আরোহণে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে রাজকুমারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া অমরসমাজমধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাঁহারাও তাহাদিগকে যথোচিত বিনয়-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম-রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারিগণের ভবনে, তৎপরে

রথীদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন-সমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নির্দ্দিষ্ট সুরম্য হর্ম্ম্যে গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যা প্রভৃতি সমুদয় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল। এইরূপে পুরোচন কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করিলেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ-করণ মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিতে অনুরোধ করিল। ঐ অশিব-বিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিল। মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহপ্রবেশানন্তর ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দেখ ভাই! এই গৃহ ঘৃত ও জতুমিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহ-নির্ম্মাণ-দক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পিগণ শণ, সর্জ্জরস এবং ঘৃতাক্ত মুঞ্জ, বল্লজ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দগ্ধ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আগ্নেয়-গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণ-ধীশক্তি-

সম্পন্ন পিতৃব্য বিদুর শক্রুগণের আকার এবং ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।”

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভ্রাতঃ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এইস্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা অপ্রমত্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব; নচেৎ যদি পুরোচন অণু-পরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। ঐ পাপাত্মা পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; ও কি অধর্ম্ম, কি লোকনিন্দা, কিছুতেই ভীত নহে। হে বৃকোদর! দেখ, এই শক্রনির্ম্মিত জতুগৃহ দগ্ধ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা ‘এই অধর্ম্ম কে করিল? এবং কি নিমিত্তই বা এ ঘটনা ঘটিল’ বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন, কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্ব্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ; সে সহায়বান্ আমরা অসহায়; সে ধনবান্, আমরা নির্ধন; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে; অতএব

আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া, এ স্থান হইতে গুপ্তভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে নানা দেশ ভ্রমণ করিলে পলায়ন কালে কোন পথই আমাদের অবিদিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হুতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ঐ গহ্বরমধ্যে এরূপ গুপ্তভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যে পাপাত্মা পুরোচন বা অন্য কেহ যেন তাহা জানিতে না পারে।”

পাণ্ডব-সমীপে খনকের আগমন।

ইতিমধ্যে এক দিবস বিদুরের সখা এক খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে নিবেদন করিল, “হে মহাত্মগণ! আমি খনক, পরমহিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিতসাধন করিতে আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন; এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব। দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিরার মানসে পুরোচনকে

কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন যে, তিনি আগমনকালে ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও 'বুঝিলাম' বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।"

সত্যপরায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, "সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়-ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, মহাত্মা বিদুরের প্রিয়বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিদুরের ন্যায় আমাদেরও পরম সুহৃৎ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর। দুরাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনবান্ ও সহায়বান্; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই জতুগৃহের রন্ধ্র-মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র এরূপ কৌশলে রাখিয়াছে যে, আমরা এই গৃহে থাকিয়া, কোনক্রমে অগ্নি হইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোনক্রমেই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। ধর্ম্মশীল বিদুর দুর্য্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকটে তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদ্গ্রস্ত

হইয়াছি ; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ্ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।”

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে “তথাস্তু” বলিয়া বহুযত্নসহকারে পরিখা-খননচ্ছলে সেই গৃহের মধ্যে এক মহাগহ্বর প্রস্তুত করিল। পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে কবাট দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া উপরিভাগে মৃত্তিকা দ্বারা এরূপ সমতল করিয়া রাখিল যে, সহসা দর্শন করিলে উহার নিম্নভাগে যে গহ্বর আছে তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, রজনীযোগে খনক-কৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। পাণ্ডবগণের এই গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম সুহৃৎ খনক ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

পাণ্ডবগণের

পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সংবৎসর পূর্ণ হইলে দুর্ম্মতি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে কহিলেন, “হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা

পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; আমরা কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

ক্রমে রজনী অধিকা হইল; নগরস্থ সকল নরনারী নিদ্রায় অভিভূত; তৎকালে সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া, অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত খনক-নির্ম্মিত গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হুতাশনের উগ্রতাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরজন জাগরিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "দেখ, দুরাত্মা পুরোচন পাণ্ডবদ্বেষী পাপাত্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে নিরপরাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এক্ষণে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুরাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে; পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ব্বুদ্ধি!

দুরাত্মা পরমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ করাইল।” বারণাবতনগরস্থ জনগণ দহ্যমান জতুগৃহের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

এ দিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গহ্বর দিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রাত্রি-জাগরণ, তাহাতে আবার গৃহদাহ-ভয়। ভীম ব্যতীত সকলে দ্রুতগমনে অশক্ত হইয়া পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরুগণ ভগ্ন এবং পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর হইতে বনে পলায়ন করিলে, মহাত্মা বিদুর একজন সুবিশ্বস্ত পুরুষকে তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া দেখিল যে, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাণ করিতেছেন। অলৌকিক-ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বিদুর অগ্রেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টা বুঝিতে পারেন, পরে তাঁহার চরও তাহা বুঝিতে পারে, এই কারণে সে তাঁহার প্রিয় হইয়াছিল; সুতরাং বিদুর তাহাকেই পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথীকূলে

মনোমারুতগামিনী চন্দ্রপতাকাশালিনী বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদের বারণাবতে আসিবার সময়ে বিদুর যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন সেই সাঙ্কেতিক বাক্যে প্রতীতি জন্মাইয়া কহিল, "হে মহানুভব! সর্ব্বার্থবেত্তা মহাত্মা বিদুর আপনাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন, যে, আপনারা কর্ণ, ভ্রাতৃসমবেত দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজয় করিবেন। হে মহাত্মন্! এক্ষণে এই তরঙ্গসহা সুখগামিনী তরণী উপস্থিত, ইহাতে আরোহণ করিয়া আপনারা নিঃসন্দেহে এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে পারিবেন।"

অনন্তর নাবিক মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণকে সাতিশয় ব্যথিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। গমনকালে নাবিক কহিল, "মহাত্মা বিদুর উদ্দেশে আপনাদিগকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিয়াছেন যে, গমনকালে পথে যেন কোন বিপদ্ না ঘটে।" বিদুরপ্রেরিত নাবিক এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তরিত করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিল। পাণ্ডবগণ বিদুরকে আপনাদিগের প্রণাম জানাইতে কহিয়া নাবিককে বিদায় দিলেন। নাবিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, পাণ্ডবগণও মাতৃসমভিব্যাহারে অতি সত্বরে তথা হইতে গমন করিলেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

অনন্তর পাণ্ডবেরা নানাস্থান ভ্রমণ ও অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়া উৎকোচ-তীর্থে ধৌম্যাশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। বেদবিত্ত ধৌম্য বন্য ফলমূল প্রদান ও পৌরহিত্যস্বীকার দ্বারা পাণ্ডবদিগের সৎকার করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ংবরে দ্রৌপদী, রাজ্যলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহারা ধৌম্যের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে নাথবান্ মনে করিলেন। পাণ্ডবেরা সেই উদারধী বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিতের অনুকম্পায় যাগপ্রিয় ও সর্ব্বধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবগণের অবিচলিত উৎসাহ, অপ্রতিহত বলবীর্য্য, মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-সন্দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী-দর্শন মানসে জননী সমভিব্যাহারে মহোৎসবসময় দ্রুপদ-জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ংবরদিদৃক্ষু কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিবেন?" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাশয়! আমরা পঞ্চসহোদর একত্র হইয়া জননী সমভিব্যাহারে একচক্রা নগরী

হইতে আসিতেছি।” ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, “তোমরা অদ্যই পাঞ্চালদেশে চল। পাঞ্চলেশ্বরভবনে মহাসমৃদ্ধ স্বয়ংবর হইবে। আমরা তথায় যাইবার মানসেবহির্গত হইয়াছি। ভাল হইল, সকলে একসঙ্গে যাইব। অদ্য পাঞ্চালদেশে অত্যদ্ভুত মহোৎসব হইবে। মহারাজ যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদি হইতে এক অতি সুন্দরী দুহিতা উৎপন্না হইয়াছে। সেই কমলনয়না দ্রোণশত্রু ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপলগন্ধ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই স্বয়ংবরা দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিব এবং মহোৎসব সন্দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইব। অদ্য তথায় নানা দিগ্দেশ হইতে যজ্বা, ভূরিদক্ষিণ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, পবিত্রস্বভাব, মহাত্মা, যতব্রত, তরুণবয়স্ক, অতি সুন্দর, মহারথ, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কত শত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত, বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ, স্বয়ংবর-সন্দর্শন এবং মহোৎসবজনিত আনন্দানুভব করিয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক নট, নর্ত্তক ও নানাদেশীয় মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবে; আপনারাও কৌতুকাক্রান্ত-চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া, প্রদত্ত দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহণপূর্ব্বক, আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপবান্, কৃষ্ণার নয়ন-

পথের পথিক হইলে তিনি অবশ্যই আপনাদিগের অন্যতমকে বরমাল্য প্রদান করিবেন। আপনার এই মহাভুজ, দর্শনীয় ভ্রাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি অপরিমিত দ্রবিণরাশি জয় করিতে পারিবেন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যে আজ্ঞা, আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ংবর ও তজ্জনিত মহোৎসব সন্দর্শনে গমন করিব।”

পাণ্ডবেরা এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজ পরিরক্ষিত দক্ষিণ-পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। গমনকালে বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি দ্বৈপায়নকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন, এবং তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক, নানা-বিষয়ক কথোপ-কথনান্তে, অনুজ্ঞাত হইয়া, দ্রুপদভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে রমণীয় বনসুশোভন সরোবর তাঁহাদিগের নয়নপথে পতিত হইল, সেই সেই স্থানে উপবিষ্ট ও গতক্লম হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়সম্পন্ন, বিশুদ্ধস্বভাব, প্রিয়ংবদ পাণ্ডুতনয়েরা ক্রমে ক্রমে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইয়া নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞসেনের মনে অভিলাষ হইয়াছিল যে, পাণ্ডুতনয় কিরীটীকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু তিনি একথা কাহাকেও অগ্রে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক দৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন এবং কৃত্রিম

আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করাইয়া দিলেন যে, "যে ব্যক্তি এই শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রেম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব।"

এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংবরদিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণসমভিব্যাহারী দুর্য্যোধন প্রমুখ কুরুবর্গ সমুপস্থিত হইলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে শতশত ব্রাহ্মণগণ আসিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ংবর-দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন এবং পৌরজনেরা মহাকোলাহল দর্শনমানসে মণ্ডপসন্নিকটস্থ শিশুমার বৃক্ষোপরি অরোহণ করিল। নগরের প্রাগুত্তরপ্রান্তবর্ত্তিনী এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ংবর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী তুষারমণ্ডিত হিমালয়শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম-ভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার-সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গসমুদয় সুগঠিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারি দ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আপণ ও দুগ্ধফেননিভ শয্যাসকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে

বাদ্যোদ্যম হইতেছে, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে।

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক তত্রত্য বিমান-শ্রেণীতে সমাসীন হইলেন এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সমাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌরবৃন্দ ও জানপদগণ দ্রৌপদীদর্শনার্থ পরার্দ্ধমঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণসমভিব্যাহারে আসনপরিগ্রহপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর র.জসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। রত্নোপকরণ ও সুনিপুণ নর্ত্তকগণের অভিনয় দ্বারা সভার মনোহারিত্ব দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদা অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনী মালা হস্তে নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণ-গণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং তুর্য্যাজীবদিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে কহিলেন—"হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"

সমস্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রনিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। তাঁহারা রূপ, যৌবন, কুল, শীল ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত

হইয়া মদস্রাবী হৈমবত মাতঙ্গযূথের ন্যায় ঈর্ষা-কষায়িত-লোচনে পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণা-সন্দর্শনে 'দ্রৌপদী আমারই হইবে' বলিয়া রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যেমন দেবগণ পর্ব্বতরাজপুত্রী উমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সমাগত সভাস্থ ভূপালগণ সেইরূপ দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। রঙ্গস্থলস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্যসন্দর্শনে তদ্গত-হৃদয়ে নিরন্তর কেবল তাহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রুপদরাজ-কুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধুবান্ধবের প্রতিও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলভদ্র, জনার্দ্দন, বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদুপ্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চপাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল-সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণাতে মন-প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা ঈর্ষাকষায়িতলোচন ও রোষপরবশ হইয়া অধর দংশনপূর্ব্বক আরক্তনয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গ-বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্য, বিদেহরাজ ও যবনাধিপ

প্রভৃতি অনেকানেক রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবান্ প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য-প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে জ্যা-সংযুক্ত করা দূরে থাকুক, কার্ম্মুক সজ্য করিব, এরূপ মনে করিতেও তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। সুবিক্রান্ত নরেন্দ্রগণ ধনুঃস্পর্শ মাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন।

ধনুর্দ্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের উদ্যম বিফল হইল দেখিয়া সত্বরে ধনুঃ উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। পাণ্ডুতনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায় দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সমবেত সমস্ত মহীপাল পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদ্যতায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিন বিধূননপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনাঃ হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর

মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, "যাহাতে ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিংবা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভচপলতা প্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর।" কেহ কেহ কহিলেন, "আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না এবং আমরাও রাজগণের দ্বেষ্য হইব না।" কেহ কেহ কহিলেন, "এই পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত, গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি কখনই বিফলপ্রযত্ন হইবেন না। ইহাঁর মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়,

দুর্য্যোধন, শল্য, শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনু সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমেষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন; পরে ছিদ্র দ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধূনন পূর্ব্বক মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তূর্য্যবাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়-শব্দ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে ধার্ম্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন; কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্রপ্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্যদান ও শুভ্রবসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ বিজয়লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণপরিপূজ্যমান হইয়া পত্নীসমভিব্যাহারে রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া বিদুরের প্রীতির পরিসীমা রহিল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! ভাগ্যবলে কৌরবেরা বিজয়লাভ করিয়াছেন।" ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন, "কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর! কি শুভ সমাচারই প্রদান করিলে!" তৎকালে সেই প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকেই বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যেন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহার সমীপে আনয়ন করেন। বিদুর তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন, দ্রুপদরাজ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিয়াছন। সেই স্বয়ংবর-প্রদেশে তুল্যবলশালী অনেকানেক বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। তাঁহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে। যখন সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ক্ষেমবান্, মিত্রবান্ এবং মহাবলপরাক্রান্ত বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমার দুরাত্মা পুত্রদিগের আর নিস্তার নাই। সবান্ধব দ্রুপদের সহিত মিত্রতা করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয় কৃতকার্য্য হইতে বাসনা না করে?" বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।"

অনন্তর দুর্য্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "তাত! বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোন প্রকার দোষ কীর্ত্তন করিতে পারিব না; অতএব আমাদিগের অভিলাষ যে, বিজনপ্রদেশে আপনাকে নিবেদন করি। এ আপনার কীদৃশী ইচ্ছা, বিপক্ষের বৃদ্ধিকে আপন বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন? বিদুরের নিকট সপত্নদিগের স্তুতি করিতেছেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ করিতেছেন না। হে তাত! শত্রুদিগের বল ব্যাহত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। এক্ষণে আপনার উত্তম সময় উপস্থিত, অতএব এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যক যে, তাহারা যেন আমাদিগের পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।"

কর্ণের উক্তি।

কর্ণ কহিলেন, "দুর্য্যোধন! তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। কৌশল দ্বারা তাহাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করা নিষ্ফল। পূর্ব্বেও তুমি অতি সূক্ষ্ম উপায় দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহ-চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। যখন পাণ্ডবেরা শৈশবাবস্থায় সহায়বিহীন হইয়া এই স্থানেই বর্ত্তমান ছিল, তুমি তৎকালেও তাহাদিগের কোন হানি করিতে পার নাই। এক্ষণে ত তাহারা বৈদেশিক ও সহায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রবল হইয়াছে; অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি উক্ত উপায়কলাপ দ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার ব্যসনেও কলুষিত করিতে পারিবে না। তাহারা দৈববলে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া পিতৃপিতামহ-পদের উপযুক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উপস্থিত করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যে দ্রৌপদী তাদৃশী দীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছেন, অধুনা সেই দ্রৌপদী তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন, এ কথাও কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। পতি প্রতি তাঁহার বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপাদন করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না। পাঞ্চালেশ্বর পরম-ধার্ম্মিক ও ব্রত-পরায়ণ; তাঁহার অর্থস্পৃহা নাই; তাঁহাকে অর্থরাশি প্রদান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার পুত্রও গুণবান্

ও পাণ্ডবগণের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত; অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবেরা উপায়সাধ্য নহে। অতএব হে তাত! পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। আপনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হউন। অস্মৎপক্ষ প্রবল ও পাঞ্চাল-পক্ষ হীনবল থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে প্রহার করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব! যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ রাজ্যে প্রভূত বাহন, অসংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য লাভ না করিতেছে, যে পর্য্যন্ত পাঞ্চালরাজ মহাবল-পরাক্রান্ত স্বীয় পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর না হইতেছেন এবং যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ যাবৎ পাণ্ডবগণের রাজ্য লাভের নিমিত্ত যাদব-বাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজসদনে সমাগত না হইতেছেন, তাবৎ আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন। যদি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সমস্ত ধন-সম্পত্তি অশেষ ভোগসুখ ও রাজ্য পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, কৃষ্ণ তাহাতেও কখন পরাঙ্মুখ হইবেন না। হে মহারাজ! বিক্রমই ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দেখুন, মহাত্মা ভরত বিক্রম দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছেন এবং ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভবদীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ত্বরায় দ্রুপদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করি। তাহাদিগের প্রতি সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় প্রযুক্ত করিলেও নিষ্ফল হইবে। তাহাদিগকে পরাজয় করিতে কেবল একমাত্র বিক্রমই সাধীয়ান্ উপায় আছে,

অতএব বিক্রম প্রকাশ দ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া অখণ্ড সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে সম্ভোগ করুন। মহারাজ! বিক্রম ভিন্ন বিজয়লাভের আর কোন উপযুক্ত উপায় দৃষ্ট হয় না।”

রাধেয়বচন শ্রবণান্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে কৃতাস্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন! ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উপযুক্ত বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং তোমরা দুই জন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, কর।” অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মের উপদেশ।

ভীষ্ম কহিলেন, “পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত। আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই তুল্য। গান্ধারীতনয়দিগের সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ, কুন্তীপুত্রদিগের সহিতও আমার সেইরূপ সম্বন্ধ। হে ধৃতরাষ্ট্র! তাহারা আমার, তোমার, দুর্য্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়; সুতরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। বরং রাজ্যার্দ্ধ প্রদানপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করা উচিত; কারণ, ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃকরাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে করিতেছ, ‘ইহা আমার পৈতৃকরাজ্য’,

পাণ্ডবেরাও সেইরূপ মনে করিয়া থাকে। যদি সেই মহাযশা পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে এবং তোমাদের পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমারেরা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে ? অথবা যেমন তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্যলাভ করিয়াছ, তাঁহারাও সেইরূপ ইতঃপূর্ব্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, সৌহার্দ্দপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমাদিগের অত্যন্ত অহিত কর্ম্ম করা হইবে এবং তোমারও অতিমাত্র অকীর্ত্তি-ঘোষণা হইবে ; অতএব, হে তাত ! কীর্ত্তি-রক্ষণে যত্নবান্ হও, কীর্ত্তিই মানবজাতির অসাধরণ বল। কীর্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যাবৎ কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা। একবার কীর্ত্তি লোপ হইলে জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব হে মহাবাহো ! তোমার ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় কীর্ত্তিরক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছে, পাপাত্মা পুরোচনের দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ না হইতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তদবধি আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। কুন্তীর তাদৃশী দুরবস্থা শ্রবণে সকলে তোমাকেই দোষারোপ করিয়া থাকে ; পুরোচনকে অণুমাত্র দোষী বিবেচনা করে না ; অতএব এক্ষণে পাণ্ডবদিগের

জীবিকা-নির্দ্ধারণ ও তাহাদিগের আনয়ন তোমার দোষক্ষালনের একমাত্র উপায়। হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাহাদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যে উভয়েরই তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাহারা সকলেই একমতাবলম্বী, ধর্ম্মনিরত ও অধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ। অতএব যদি ধর্ম্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয় এবং আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে, তবে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দ্রোণাচার্য্যের পরামর্শ।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ! শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি মন্ত্রণার্থ আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও যশস্কর কথা কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত। কুন্তীপুত্রদিগকে রাজ্যভার প্রদান করাই বিধেয়, ইহা হইলে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অতএব হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্নসহ কোন এক প্রিয়ংবদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদ-সন্নিধানে প্রেরণ করুন। সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রুপদকে বলুক যে, আপনার সহিত সম্বন্ধলাভে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম সৌভাগ্য বোধ করিয়াছেন। আপনি ও দুর্য্যোধন উভয়েই এ বিষয়ে সাতিশয় প্রীত

হইয়াছেন, ইহাও যেন দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বারংবার উল্লেখ করে। তৎপরে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি ও মাদ্রীতনয় নকুল, সহদেবকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া স্বজনসম্বন্ধের ঐচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীর্ত্তন করিবে। হে রাজেন্দ্র! আপনার আদেশানুসারে ঐ পুরুষ সুবর্ণময় শুভ্র বহুবিধ আভরণ দ্রৌপদী, দ্রুপদতনয় ও কুন্তীর সহচরীদিগকে সমর্পণ করুক। দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগকে এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবদিগের আগমনের কথা উত্থাপন করুক। দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলে, তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ ও সুশোভিত সৈন্যমণ্ডলী গমন করুক। পাণ্ডবেরা আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতিগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া আপনার সহিত পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি আত্মজতুল্য পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করেন।”

কর্ণ কহিলেন, “মহারাজ! আপনি অর্থমান দ্বারা সর্ব্বদা যাঁহাদিগের সৎকার করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বকার্য্যে যাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সন্মন্ত্রণা প্রদান করিলেন না, ইহা অপেক্ষা অদ্ভূত ব্যাপার আর কি আছে? যিনি দুষ্টমনে ও প্রচ্ছন্নান্তঃকরণে অন্যকে হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হইতে পারেন? হিতার্থেই হউক বা অহিতার্থেই হউক, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ হওয়া দুর্ঘট। অর্থবান্ ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ হউন বা অকৃতপ্রজ্ঞ

হউন, বালক হউন বা বৃদ্ধই হউন, সহায়সম্পন্ন হউন বা অসহায় হউন, সর্ব্বত্র সমুদয় লাভ করিতে পারেন।

দ্রোণ কহিলেন, "কর্ণ! বুঝিলাম, তুমি কেবল অপনার মনোগত ভাবদোষে এই কথার উল্লেখ করিতেছ। হে দুষ্ট! তুমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত রাজার নিকট আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ। হে কর্ণ! আমি পরম হিতকর বাক্য কহিয়াছি, তুমি সেই বাক্যকে দুষ্ট বাক্য কহিতেছ। যদি ইহা অপেক্ষা কোন সুপরামর্শ প্রদান করিতে পার, কর, কিন্তু আমার মতে ইহার অন্যথা করিলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই।"

বিদুরের উপদেশ।

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! বান্ধবগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে সেই বাগ্‌জাল সকলই বিফল হইবে। কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না এবং দ্রোণও বহুতর শ্রেয়স্কর কথা কহিয়াছিলেন; কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তাহা হিতকর বিবেচনা করিলেন না। এই দুই পুরুষসিংহ অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান্ ও আপনার পরম মিত্র, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ইঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়ক্রমে

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আপনার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি ইঁহাদের তুল্য স্নেহ। ইহাঁরা সত্যাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে দাশরথি রাম ও গয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। ইঁহারা পূর্ব্বে কদাচ আপনাকে অহিত উপদেশ দেন নাই এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টাও করেন নাই। অতএব এক্ষণে দ্রোণ ও ভীষ্ম মহারাজের অশুভসংকল্পে মন্ত্রণা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। জীবলোকে এই দুই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইঁহারা আপনাকে কখন কুটপরামর্শ প্রদান করিবেন না, আর ইঁহারা অর্থলোলুপ হইয়া অন্য পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে মহারাজ! আপনার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই বৃত্তান্ত সম্যক্ না জানিয়া পাণ্ডবপক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, তাঁহারা কোন অংশে সাধুদর্শী নহেন। কিন্তু যদি আপনি স্বীয় সন্তানগণের রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্তঃকরণে পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে কোন দুরভিসন্ধি পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই স্বহিতানুষ্ঠান করা হইবে না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত আপনার মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করেন নাই।

হে মহারাজ! ইঁহারা যে পাণ্ডবদিগের অজেয়ত্ব কীর্ত্তন করিলেন, তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না।

আপনার মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র কি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন? অযুত-মাতঙ্গতুল্য বলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কোন্ ব্যক্তি জীবনেচ্ছাসত্ত্বে যমসদৃশ যমজ নকুল-সহদেবকে যুদ্ধে পবাজয় করিতে অগ্রসর হইবে? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহ্য করে, এমন লোক ত্রিজগতে দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষে, বাসুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চালরাজ শ্বশুর এবং মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জ্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন? অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্ত্তি তৎকৃত বলিয়া লোকবিদিত হইয়াছে, তাহার ক্ষালন করুন। পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদের সহিত আমাদিগের বৈরভাব ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলেও স্বপক্ষের মঙ্গল করা হইবে। যাদবেরা বহুসংখ্যক ও মহাবল পরাক্রান্ত, বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ, তাঁহারাও সেই পক্ষে থাকিবেন; এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, তৎপক্ষে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। হে রাজন্! যে কার্য্য সন্ধি দ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে?

মহারাজ! পৌর ও জানপদবর্গ, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি,—ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্ব্বুদ্ধি ও বালক, ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।”

বিদুরের পাঞ্চাল গমন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও মহর্ষি দ্রোণ আমাকে শ্রেয়স্কর উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাও অভ্রান্ত বটে। মহাবীর কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র, ধর্ম্মতঃ আমারও সেইরূপ পুত্রস্থানীয়, সন্দেহ নাই; মৎপুত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী; ইহাতে সংশয় কি? অতএব; হে বিদুর! তুমি যাও, সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী ও দেবীরূপিণী দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনদিগকে আনয়ন কর। আমাদিগের ভাগ্যবলেই তাঁহারা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের কি সৌভাগ্য যে, দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচন পাণ্ডবদিগের অপকার করিতে যাইয়া স্বয়ং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে!”

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রবিশারদ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্রুপদকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহারাজ দ্রুপদও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদুরকে ন্যায়ানুসারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিদুর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও যথাক্রমে বিদুরের পূজা করিলেন। মহাত্মা বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারংবার সস্নেহ কুশল-প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদপুত্রদিগকে এবং পাণ্ডবগণকে যথাদত্ত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশব ও পাণ্ডব-সন্নিধানে বিনীতবচনে দ্রুপদকে কহিলেন, “মহারাজ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপনার পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গ সকলেই শ্রবণ করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও অমাত্য-সহিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়াতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনার প্রিয় সখা ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, উদ্দেশে আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল-প্রশ্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা আপনার সহিত সম্বন্ধলাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধ তাঁহাদিগের পক্ষে যাদৃক্ প্রীতিকর হইয়াছে, রাজ্যলাভও তাদৃক্ প্রীতিকর নহে। এক্ষণে সেই সমস্ত অনুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় গমন করিতে আদেশ করুন। কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডুনন্দনদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক আছেন। কুন্তী ও পাণ্ডবেরা বহুদিবসাবধি প্রবাসে আছেন, সুতরাং ইঁহারাও রাজধানী দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী জনবৃন্দ এবং কৌরবমহিলাগণ পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে গমন করিতে আদেশ করুন। এ বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।”

রাজ্যলাভ।

দ্রুপদ কহিলেন, “হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ, কৌরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও যথেষ্ট পরিতোষ জন্মিয়াছে। আর মহাত্মা পাণ্ডবগণেরও স্বদেশগমন করা উচিত; কিন্তু আমি স্বয়ং ইঁহাদিগকে এ স্থান হইতে বিদায় দিতে পারি না। যদি মহাত্মা ষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব তথায়

গমন করিতে মানস করেন এবং ইহাঁদের পরম-প্রিয়কারী ধর্ম্মাত্মা বলদেব ও বাসুদেবের ইহাতে সম্মতি থাকে, তাহা হইলে ইহাঁরা স্বরাজ্যে গমন করুন; ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে রাজন্! আমি এবং আমার অনুজগণ আপনারই অধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য।" কৃষ্ণ কহিলেন, "পাণ্ডবগণের স্বদেশগমনে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, অথবা সর্ব্বধর্ম্মবিৎ মহারাজ দ্রুপদের যে মত, আমারও সেই মত।"

দ্রুপদ কহিলেন, "মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমার আর কি বক্তব্য আছে? মহাভাগ পাণ্ডবগণ আমার ও কৃষ্ণের উভয়েরই সুহৃৎ, বিশেষতঃ পুরুষোত্তম বাসুদেব পাণ্ডবগণের যেরূপ মঙ্গল চিন্তা করেন, স্বয়ং মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও সেরূপ করিতে পারেন না।"

পাণ্ডবগণ এইরূপে দ্রুপদ কর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্র-গমনে সমনুজ্ঞাত হইয়া, কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুর সমভিব্যাহারে পরম সুখে হস্তিনানগরে গমন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দনগণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমগনের নিমিত্ত কৌরবগণ এবং ধনুর্দ্ধর বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রেরণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত

পাণ্ডবগণ সেই সমুদয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরবাসিগণ সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইল। সমাগত যাবতীয় প্রিয়চিকীর্ষু পুরবাসিগণ নানাপ্রকারে পাণ্ডুতনয়-গণের স্তব করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, যিনি আমা-দিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে পালন করেন, এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন। ধর্ম্মাত্মার আগমনে বোধ হইতেছে যেন, সেই লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের হিতসাধনার্থে বন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। . আহা! আজ পাণ্ডুতনয়গণের পুনরাগমনে আমাদের কতই আহ্লাদ হইতেছে! আমরা যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি হোম করিয়া থাকি এবং যদি তপস্যা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ুঃ হইয়া এই নগরে বাস করুন।”

পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য গুরুজনের পাদবন্দন করিলেন। পৌরগণ তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

তাহারা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম

গ্রহণ কর। তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে, আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।”

পাণ্ডবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে গমন।

পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্যপ্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃষ্ণসমভিব্যাহারে আরণ্য-পথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর ন্যায় সুশোভিত হইল। তাঁহারা কোন পবিত্র স্থানে শান্তিকার্য্য সমাধা করিয়া নগরের পরিমাণ করিতে লাগিলেন। নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; অতি রমণীয় সৌধসমূহ সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যুন্নত; নগরমধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথ সকল সুবিভক্ত রহিয়াছে; কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুধাধবলিত বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট ভবন সমুদয় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎসমাবৃত মেঘবৃন্দের

ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে রমণীয় প্রদেশে কুবেরগৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, প্রাচীনামলক, লোধ্র অঙ্কোন, জম্বু, পাটল, কুব্জক, করবীর, পারিজাত প্রভৃতি ফলপুষ্পভরানমিত সুমনোহর বৃক্ষ-সমুদয়ে পরিপূর্ণ উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি বিবিধ সুকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে গান করিতেছে। আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর লতাগৃহ ও বিচিত্র চিত্রগৃহ-সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছজলপরিপূর্ণ, পদ্মরেণুসুবাসিত, বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী ও তড়াগ-সমুদয় উহাতে শোভা পাইতেছে। ঐ নগর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্বভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক্‌গণ এবং শিল্পোপজীবী সুনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

রাজ্যশাসন।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের অতি রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণের বাসে খাণ্ডবপ্রস্থের রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইল। মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডবনগরে রাখিয়া, তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, দ্বারবতী প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণাসমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজা যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

যেমন জীবাত্মা সুলক্ষণসম্পন্ন সৎকর্ম্মশালী পুরুষের শরীরে সুখে বাস করেন, সেইরূপ সমুদয় লোক পুণ্যকর্ম্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। নীতিমান্ ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ ও আত্মতুল্য ভ্রাতৃবর্গের প্রতি তুল্যরূপে অনুরাগী ছিলেন। রাজা স্বয়ং ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গের চতুর্থ মোক্ষের ন্যায় শোভান্বিত হইলেন। বেদাধ্যয়নশীল, যজ্ঞশীল ও শিষ্ট-প্রতিপালক ভূপালকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের কমলা অচঞ্চলা হইলেন এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইতে লাগিল। যেমন উচ্চার্য্যমান বেদচতুষ্টয় দ্বারা

জ্যোতিষ্টোমাদি মহৎ যজ্ঞ সুশোভিত হয়, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত তদ্রূপ নিরতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। যেমন দেবতারা বেষ্টন করিয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন, বৃহস্পতিতুল্য ব্রাহ্মণগণও সেইরূপ ভূপাল যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন। যেমন নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের অবলোকনে প্রজাগণের নেত্র ও হৃদয় প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের নেত্র ও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তাহারা যে দৈবাৎ তাঁহার প্রজা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিত এমন নহে, রাজাও সর্ব্বদা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতেন। ধীমান্ মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে অনুচিত, মিথ্যা, অসত্য বা অপ্রিয় বাক্য কদাচ নির্গত হইত না। মহাতেজা যুধিষ্ঠির সতত আপনার ও অন্যের হিতসাধনেচ্ছু হইয়া পরম পরিতোষে কালাতিপাত করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিপুলতেজা পাণ্ডুনন্দন সেই সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন, পরমপ্রীতিকর, প্রভূত ধনধান্যসংযুক্ত, মহাক্রতু রাজসূয় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শার্ঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক আরম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে যজ্ঞসমাপনানন্তর অবভৃথস্নান করিলে পর সমাগত সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই; আপনি নির্ব্বিঘ্নে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং আজমীঢ়বংশীয় নৃপতিগণের যশোবর্দ্ধন করিলেন। আমরা আপনার মহাযজ্ঞে আসিয়া সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করিলাম; এক্ষণে অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করি।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! এই সমস্ত মহীপতিগণ প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের নিকেতনে আগমন করিয়াছিলেন, এক্ষনে আমার অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিতেছেন, তোমরা আমাদের রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত

ইহাঁদের অনুগমন কর।” ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদেশানুসারে স্ব স্ব নগরাভিমুখী ভূপতিগণের সহিত এক এব জন গমন করিলেন। তৎপরে সমুদয় ব্রাহ্মণগণও বিধানানুসারে পূজিত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সমস্ত ভূপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে ভগবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “হে কুরু-বংশাবতংস! মহাক্রতু রাজসূয় সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি কর, দ্বারকায় গমন করি।” ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, “হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমার রাজসূয় সম্পন্ন হইল; তোমার প্রভাবেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আমার বশীভূত হইলেন ও সর্ব্বোত্তম উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন্! এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দিব? আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রসন্নমনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করি, তোমাকেও অবশ্য দ্বারকাপুরে গমন করিতে হইবে।

তদনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ-সারথি দারুক মেঘবপুনামক মনোহর রথ যোজনা করিয়া কৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। মহামতি বাসুদেব সেই গরুড়কেতন সমুপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া দ্বারবতী প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ ক্ষণকাল রথবেগ সংবরণ-

পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে রাজন্! পর্জ্জন্য যেমন সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করেন, মহাদ্রুম যেমন পক্ষিগণকে আশ্রয় প্রদান করে, তদ্রূপ তুমি অপ্রমত্তচিত্তে নিত্য প্রজাদিগকে পালন কর। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন, তদ্রূপ তোমার বন্ধুবর্গ তোমাকে আশ্রয় করুন।" এইরূপে বিবিধ কথাবসানে তাঁহারা পরস্পর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। যাদবপ্রবর কৃষ্ণ দ্বারবতী গমন করিলে কেবল রাজা দুর্য্যোধন সুবলনন্দন শকুনি সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন ও শকুনি।

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের শোভা-সমৃদ্ধি অবলোকনে পরিতাপিত হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্ম্মতি উপস্থিত হইল। তিনি মহাত্মা কৌন্তেয়গণের মহান্ মহিমা, পার্থিবগণের বশবর্ত্তিতা এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতাগণের হিতকারিতা দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি গমনকালে সেই অনুপম সভার শোভাচিন্তায় এমন নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিলেও তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন না। সুবলাত্মজ তাঁহাকে চঞ্চল দেখিয়া কহিলেন,

"দুর্য্যোধন ! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ বিষণ্ণমনে গমন করিতেছ ?" দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মাতুল ! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের শস্ত্রপ্রতাপলব্ধ এই সসাগরা বসুন্ধরাকে যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত বশংবদ এবং ইন্দ্রযজ্ঞসদৃশ সেই মহাযজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া অমর্ষভরে দহ্যমান মদীয় শরীর গ্রীষ্মকালীন স্বল্পজল জলাশয়ের ন্যায় পরিশুষ্ক হইতেছে। দেখ, যখন বাসুদেব শিশুপালকে বিনষ্ট করিলেন, তখন সেই রাজসভায় এমন কোন ভূপতি ছিলেন না, যিনি তাঁহার চরণানুগত না হইয়াছিলেন ? তৎকালে রাজগণ কৌন্তেয়-কৃত পরিভবানলে দহ্যমান হইয়াও অপরাধ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সে অপরাধ কে ক্ষমা করিতে পারে ? পাণ্ডবগণের প্রতাপে কেশবকৃত সেই অযুক্তকর্ম্ম সম্পন্ন হইল এবং নৃপতিগণ বিবিধ রত্নজাত লইয়া করপ্রদ বৈশ্যের ন্যায় ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের প্রতাপলব্ধ রাজলক্ষ্মীকে এইরূপ প্রদীপ্যমান দেখিয়া আমি অমর্ষানলে নিতান্ত দহ্যমান হইতেছি। হে মাতুল ! অধিক কি বলিব, আমার এরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি আর জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। হয় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, না হয় হলাহল ভক্ষণ করিয়া জীবন শেষ করিব, অথবা জলপ্রবেশ করিয়া এই বিষম জ্বালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কোন্ সত্ত্ববান্ পুরুষ শত্রুর উন্নতি এবং আপনার অবনতি অবলোকন করিয়া সহ্য করিতে পারেন ? আমি যখন তাদৃশী রাজশ্রী দেখিয়া পরিতপ্ত হইয়াও অদ্যাপি সহ্য করিয়া রহিয়াছি, তখন আমি না স্ত্রী,

না পুরুষ, কিছুই নহি; কারণ, স্ত্রীলোক হইলে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না; পুরুষ হইলে প্রতীকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। তাদৃক্ রাজত্ব, তাদৃশী ধনসম্পত্তি এবং তাদৃক্ যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি না সন্তাপিত হয়? বিশেষতঃ তাহাদিগের সেই রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই এবং কেহই সহকারী নাই, এই নিমিত্তই আমি মৃত্যুচিন্তা করিতেছি। যুধিষ্ঠিরের সেই মহাজনোচিত পবিত্র রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম, দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক; কারণ, আমি যাহাকে বিনাশ করিতে যত্ন করিলাম, সে দৈবের অনুকূলতা প্রযুক্ত সমুদয় অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার উন্নতির পথে আরোহণ করিল। পৌরুষাবলম্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দিন দিন হীন হইতে লাগিল। সেই শ্রী ও তাদৃশী সভা নিরীক্ষণে এবং রক্ষিগণের সেই পরিহাস শ্রবণে আমি সাতিশয় পরিতাপিত ও অসহিষ্ণু হইতেছি। অতএব হে মাতুল! আমাকে প্রাণ-পরিত্যাগে অনুজ্ঞা করিয়া পিতাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।

শকুনি দুর্য্যোধনের পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! পাণ্ডবেরা আপন অংশ ভোগ করিতেছে, তদ্দর্শনে তোমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ ক্রোধাবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। বিশেষতঃ তাহারাও বিবিধ বিধানজ্ঞ। হে অরিন্দম! পূর্ব্বেও তুমি তাহাদিগের প্রতি অনেকবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই।

পরিশেষে তাহাদিগকে অংশ প্রদানে পরিতুষ্ট করিতে হইয়াছিল। তাহারা দ্রৌপদীকে ভার্য্যা, সপুত্র দ্রুপদকে ও তেজস্বী কেশবকে পৃথিবীলাভের সহায় পাইয়াছে এবং পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আত্মপ্রতাপে সেই অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? ধনঞ্জয় হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও দিব্য অস্ত্রসমুদয় লাভ করিয়াছে এবং সেই কার্ম্মুকের সাহায্যে ও আপনার বাহুবীর্য্যে সমস্ত মহীপালকে বশংবদ রাখিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? খাণ্ডবদাহকালে ময়দানবকে অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহা দ্বারা সেই সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছে, ময়দানবের আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্করনামক রাক্ষসেরা তাহা বহন করিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? তুমি যে কহিলে, 'আমার সহায় নাই,' সে কেবল তোমার ভ্রান্তি মাত্র, কারণ, ভ্রাতৃগণ তোমার অনুগত এবং মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, রাধেয়, মহারথ গৌতম, আমি, আমার সহোদরগণ ও রাজা সৌমদত্তি, আমরা সকলেই তোমার সহায়; তুমিও এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় কর।"

দুর্য্যোধন কহিলেন; "হে রাজন্! আপনি অনুমতি করুন, আমি আপনাকেও পূর্ব্বোক্ত মহারথদিগকে সহায় করিয়া অদ্যই পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। তাহারা পরাজিত হইলেই অখণ্ড ভূমণ্ডল, সমস্ত মহীপাল ও সেই মহাধন সভা আমার

অধিকৃত হইবে।” শকুনি কহিলেন, “হে রাজন্! ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও সপুত্র দ্রুপদকে পরাজয় করা দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইঁহারা সকলেই মহারথ, মহাধনুর্দ্ধর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। হে রাজন্! যে উপায় দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহা বিশেষরূপে জানি, এক্ষণে শ্রবণ করিয়া সেই উপায় অবলম্বন কর।” দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতুল! যে উপায় দ্বারা সুহৃদ্গণের ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব, বলুন, সে উপায় কি?” শকুনি কহিলেন, “রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই, অতএব দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান কর। তিনি আহূত হইলে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। আমি অক্ষক্রীড়ায় সাতিশয় দক্ষ, ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্রীড়াশীল আর কেহই নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান কর, আমি তোমার নিমিত্ত অক্ষকৌশলে তাঁহার সেই প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিব; কিন্তু এই বিষয় তোমার পিতাকে অবগত করাও, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।” দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে মাতুল! আপনিই পিতাকে নিবেদন করুন, আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ ভূমিপালকে জানাইতে পারিব না।”

ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন।

সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমেই প্রজ্ঞাচক্ষু, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! দুর্য্যোধন বিবর্ণ, পাণ্ডুর, কৃশ, দীন ও চিন্তাপরবশ হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের শত্রুজনিত অসহ্য হৃদয়শোকের কারণ কেন অনুসন্ধান করিতেছেন না? শকুনিপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস দুর্য্যোধন! কি নিমিত্ত তুমি এত কাতর হইয়াছ, যদ্যপি আমার শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বল। তোমার মাতুল কহিতেছেন যে, তুমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছ; কিন্তু চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখিতেছি না। বৎস! প্রচুর ঐশ্বর্য্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদ্‌গণ অপ্রিয়াচরণ করেন না, রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান ও পিশিতান্ন ভোজন করিতেছ, উত্তমোত্তম তুরঙ্গ সকল তোমাকে বহন করিয়া থাকে, তবে তুমি কি দুঃখে বিবর্ণ ও কৃশ হইতেছ? মহামূল্য শয্যা, শোভাসম্পন্ন গৃহ ও স্বচ্ছন্দবিহার এই সমস্ত বস্তু দেবতাদিগের ন্যায় তোমার ইচ্ছামাত্রসুলভ, তবে তুমি কি নিমিত্ত দীনের ন্যায় শোক করিতেছ?"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে তাত! কেবল কালযাপন করিবার নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় ভোজন, পরিধান ও উগ্রতর ক্রোধধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু যে ব্যক্তি জাতক্রোধ

হইয়া আপনার প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে পারে এবং অরি-পরিভব হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে, সেই যথার্থ পুরুষ। মহারাজ! সন্তোষ, শ্রী ও অভিমানকে নষ্ট করে, আর যিনি কেবল অনুগ্রহ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া চলেন, তিনি কখনও মহত্ব প্রাপ্ত হন না। যে দিন যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমার ভোগ্যবিষয় আর আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। আমি সপত্নগণকে উন্নত ও আপনাকে হীন দেখিতেছি এবং যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী অদৃশ্য হইলেও আমার নয়নপথে স্পষ্টরূপে আভিভূ'ত হইতেছে, এই নিমিত্তই আমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছি। যুধিষ্ঠির প্রতিদিন অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ও গৃহমেধীকে তাহাদিগের এবং প্রত্যেকের ত্রিংশৎ দাসীকে ভরণপোষণ করেন। তাঁহার আলয়ে অন্যান্য দশ সহস্র ব্যক্তি স্বর্ণপাত্রে উত্তমান্ন ভোজন করিয়া থাকে, কাম্বোজেরা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কম্বল, শত সহস্র হস্তী ও ধেনু, শত সহস্র অশ্ব, ত্রিশত উষ্ট্র ও বামী প্রদান করিয়াছে। সমস্ত রাজমণ্ডলী পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইয়া সেই পৃথক্ পৃথক্ রত্নজাত রাজসূয়-যজ্ঞে কৌন্তেয়কে উপহার দিয়াছে। অধিক কি বলিব, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যাদৃশ ধনাগম হইয়াছে, আমি পূর্ব্বে কোন স্থানে সেরূপ নয়নগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই। সেই অসীম ধনরাশি সপত্নের হস্তগত দর্শন করিয়া চিন্তান্বিত হওয়াতে আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। স্বর্ণময় কমণ্ডলুধারী শত শত পথিক

ব্রাহ্মণ গোসমূহ-সমভিব্যাহারে প্রভূত বলি গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমরাঙ্গনারা যেমন অমররাজের নিমিত্ত মধুধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। বাসুদেব বহুরত্নবিভূষিত মহামূল্য শৈক্য ও প্রধান শঙ্খ গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করিলেন। শৈক্য লইয়া কেহ কেহ পূর্ব্বসাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ-সাগরে, কেহ কেহ বা পশ্চিম-সাগরে গমন করিল। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে এক একবার শঙ্খনাদ হয়; এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল, আমি মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়াছিলাম। সভাস্থান দর্শনাভিলাষী পার্থিবগণে সমাকীর্ণ হইয়া, তারকাসঙ্কুল বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। পার্থিবগণ বৈশ্যের ন্যায় রত্নজাত লইয়া ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন। মহারাজ! বলিতে কি, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী, তাহা দেবরাজেরও নাই, যমরাজেরও নাই এবং বরুণেরও নাই। সেই শ্রী দেখিয়া অবধি আমার মন এরূপ পরিতপ্ত হইয়াছে যে, আমি আর শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

শকুনির পরামর্শ।

শকুনি কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! পাণ্ডবে যে অনুপম রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ কর। আমি অক্ষবিষয়ে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, পণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ; যুধিষ্ঠিরও দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা নাই। ক্ষত্রিয়-রীত্যনুসারে দ্যূতের বা রণের নিমিত্ত আহূত হইলে অবশ্য তাহাকে আসিতে হইবে, অতএব তাহাকে আহ্বান কর। আমি কপট ক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাহার সেই দিব্য সমৃদ্ধি আনয়ন করিব সন্দেহ নাই।" দুর্য্যোধন শকুনির বচনাবসান হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "হে রাজন্! অক্ষবিৎ গান্ধার-রাজ দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্রের রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন, আপনি অনুমতি করুন।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মহপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাদের মন্ত্রী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতার অবধারণ করিব। তিনি উভয় পক্ষের হিতকর ও ধর্ম্মানুগত মন্ত্রণা দিবেন।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! বিদুর আপনাকে নিবারণ করিবেন; আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিব।" ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বিনয়গর্ভ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া তন্মতস্থ হইয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন, "শিল্পিগণকে আনাইয়া স্থূণাসহস্র শোভিত শতদ্বারবিশিষ্ট লোচনলোভনীয় এক সভা নির্ম্মাণ করাও, পরে তাহা রত্নাস্তরণ-মণ্ডিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে।" ধৃতরাষ্ট্র

দুর্য্যোধনের পরিতাপশান্তির নিমিত্ত কেবল অপত্যস্নেহের অনুরোধে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়া বহু দোষাকর জানিয়া এবং বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই নিশ্চয় করা হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া বিদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ধীমান্ বিদুর কলহের দ্বারস্বরূপ ও বিনাশের মূলস্বরূপ পাশক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া পাদ-বন্দনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজন্! আপনার এই ব্যবসায়ে অনুমোদন করিতে পারি না; যাহাতে দ্যূতের নিমিত্ত পুত্রগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহা করুন।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! যদি দেবগণ অপ্রসন্ন হন, তথাপি আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিতে কোন প্রকারে দ্যূত-জনিত অবিনয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অদ্যই তূর্ণগামি-তুরঙ্গযোজিত রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর! আমার এ ব্যবসায় বলিও না, দৈবই প্রধান, দৈব হইতেই এই ঘটনা হইতেছে।" ধীমান্ বিদুর এই প্রকার অভিহিত হইয়া চিন্তিত মনে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি কদাচ বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিও না। দ্বেষ্টা হইলে অসুখী ও নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়। তোমার তুল্য মনুষ্য অব্যুৎপন্ন, তুল্যার্থ, তুল্যমিত্র ও অদ্বেষ্টা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কখনই দ্বেষ করেন না, তুল্যাভিজন-বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া কেনই বা তুমি ভ্রাতার রাজ্যসম্পত্তিলাভে স্পৃহা করিতেছ? ভ্রান্তিক্রমেও যেন তোমার এরূপ বুদ্ধি না জন্মে। হে বৎস! এক্ষণে আর শোক করিও না। যদি তুমি ঐরূপ যজ্ঞসম্পত্তি-প্রাপ্তির ইচ্ছা কর, তবে যাজ্ঞিকেরা সপ্ততন্তুনামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করুন। তাহা হইলেই ভূপালগণ তোমার প্রীতি-সম্পাদন ও বহুমানের নিমিত্ত বিপুল বিত্ত আহরণ করিবেন। পরধন গ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অসতেরই হইয়া থাকে, ফলতঃ যিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বধনে সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই প্রকৃত সুখী। পরস্বগ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও স্বোপার্জ্জিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ, পণ্ডিতেরা ইহাই বিভবলক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যিনি বিপৎকালে নিরাকুল হইয়া থাকেন, যিনি সকল বিষয়ে সুনিপুণ ও নিত্য উত্থানশীল, এইরূপ অপ্রমত্ত ও বিনীত লোক ইহকালে শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। হে বৎস! স্ববাহুতুল্য পাণ্ডবদিগের উচ্ছেদ করিও না, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃসদৃশ, অতএব ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ

করা নিতান্ত অন্যায়। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন ও সমগ্র ভ্রাতৃধন-গ্রহণে ইচ্ছা করিও না। মিত্রদ্রোহে অতিশয় অধর্ম্ম আছে, তোমার ও পাণ্ডবদিগের একই পিতামহ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! যেরূপ দর্ব্বী সূপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই, সে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। বৃহন্নৌকা-সংযুক্ত ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় আপনি সবিশেষ জানিয়াও কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? স্বার্থসাধনে আপনার কেন অনাবধানতা দেখিতেছি? আর এই বিষয়ে কেনই বা আমাকে বিদ্বেষ করিতেছেন? আপনি যখন শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, তখন আর আমাদিগের জীবনধারণের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভাবী অর্থের সূচনা ব্যতীত আপনার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ দেখিতেছি না। যাহার পথপ্রদর্শক স্বয়ংই অনভিজ্ঞ, সে প্রতিপদেই পথভ্রষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা স্বয়ংই গমন করিতে পারে, তাহারা কেনই বা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে?

মহারাজ! আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুত্রগণের স্বকার্য্যসাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন। বৃহস্পতি লোকব্যাপার ও রাজব্যাপার এই উভয়বিধ ব্যাপারকেই পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব রাজারা সর্ব্বদা অপ্রমত্তচিত্তে স্বার্থচিন্তা করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের জয়ই প্রধান বৃত্তি, অতএব ইহা ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, আত্মব্যাপারে দোষাদোষের আশঙ্কা কি? যেমন সারথি কশাঘাত দ্বারা সকলদিকেই অশ্ব

চালনা করে, তদ্রূপ জিগীষু ব্যক্তি পরসম্পত্তি-গ্রহণাভিলাষে সর্ব্বদিকে ধাবমান হয়। যে গূঢ় কিংবা বাহ্য উপায় দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করা যায়, সেই উপায়ই শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রস্বরূপ। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহাতে কোন লেখ্য প্রমাণ নাই; যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু। সমৃদ্ধিবৃদ্ধি-বিষয়ে অসন্তোষই মূল কারণ, অতএব অসন্তোষবৃদ্ধিবিষয়ে যত্ন করাই যথার্থ নীতি।

হে মহারাজ! বিপক্ষলক্ষ্মী যেন তোমার প্রীতিকর না হয়। আমি যেরূপ কহিলাম, বীর্য্যবান্ লোকেরা এইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন; সর্ব্বত্র নীতির অনুসরণ করিলে কোন বিশিষ্ট ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অর্থবৃদ্ধির অভিলাষ করে, সে নিঃসন্দেহ জ্ঞাতিমধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কারণ, বিক্রম সত্তই বৃদ্ধি-সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে হয় পাণ্ডবরাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে শরীরপাত করিব! হে মহারাজ! আর আমার প্রাণধারণের আবশ্যকতা নাই, পাণ্ডবেরা প্রতিনিয়তই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদিগের কিছুমাত্র উন্নতি নাই।”

“মহারাজ! অক্ষবিশারদ মাতুল দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্র হইতে রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন; আপনি অনুমতি করুন।” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “আমি মহাত্মা বিদুরের শাসনানুবর্ত্তী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিব।” দুর্য্যোধন কহিলেন, “মহাশয়! বিদুর যেরূপ পাণ্ডব-

গণের হিতৈষী, সেরূপ আমার হিতাভিলাষী নহেন, অতএব তিনি আপনার বুদ্ধির অন্যথা করিবেন, সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বৎস! বলবান্ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করা কোনরূপেই আমার অভিপ্রেত নহে; কারণ, বৈরভাব হইতে বিকার জন্মে; সেই বিকার অলৌহ-নির্ম্মিত শস্ত্রস্বরূপ। বৎস! তুমি যে এই অনর্থকর সংগ্রামঘটনাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ, এই অনবধানতা হইতেই শাণিত সায়ক ও অসি নিষ্কাশিত হইবে।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা দ্যূতব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন বিকৃতি বা সংগ্রামঘটনার সম্ভাবনা ছিল না; অতএব মাতুল বচনে অনুমোদন করিয়া অদ্য সভানির্ম্মাণের অনুমতি করুন। দুরোদরক্রীড়া ক্রীড়মান ও তদনুবর্ত্তীদিগের স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, অতএব পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া করা অবৈধ নহে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "নরেন্দ্র! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা আমার শ্রেয়োবোধ হইতেছে না। তোমার অভিরুচি হয়, কর, কিন্তু যেন ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে না হয়। মেধাবী বিদুর বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশংবদ নহে, ক্ষত্রিয়ান্তক মহৎ ভয় তাহার সমীপবর্ত্তী।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুরবগাহ দৈবের প্রতিকূলতাপ্রযুক্ত দুর্য্যোধনের মতানুসারে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সহস্রস্তম্ভশোভিত, হেমবৈদূর্য্যখচিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত, তোরণস্ফাটিকা নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্ম্মাণ কর।"

সুনিপুণ শিল্পিগণ অনুমতি পাইয়া অতি শীঘ্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! স্বল্পকালের মধ্যেই সভা সুসম্পন্ন, বহুরত্নে খচিত ও বিচিত্র হেমাসনে শোভিত হইয়াছে।" তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিপ্রধান বিদুরকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সভায় সমাগত হইয়া সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হউন।"

বিদুর কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার এই প্রেষণাতে অভিনন্দন করিতে পারি না, আপনি এরূপ অনুমতি করিবেন না; ইহাতে কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! যদি দৈব প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে পরিতাপিত করিতে পারিবে না। এই জগৎ স্বতন্ত্র নহে, কেবল দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে; অদ্য শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া কুন্তীপুত্রকে আনয়ন কর।"

দ্যূত-ক্রীড়া।

অনন্তর পাণ্ডবেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কৌরব সভায় প্রবিষ্ট হইলেন; প্রবিষ্ট হইয়াই পূজার্হ পার্থিবগণের বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যথাক্রমে আসনে

উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আস্তরণসংযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে অক্ষক্ষেপ করিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেখ, কপট পাশক্রীড়া অতি পাপজনক, ইহাকে রাজনীতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না; তুমি কি কারণে দ্যূতের প্রশংসা করিতেছ? ধূর্ত্তের কপটাচারকে কেহ প্রশংসা করে না; অতএব দেখিও, হে শকুনে! তুমি যেন নৃশংসের ন্যায় অসৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজয় করিও না।"

শকুনি কহিলেন, "মহারাজ! যিনি গণনায় সুনিপুণ, ধূর্ত্ততার রীতিপদ্ধতি সমুদয় সবিশেষ জানেন, তদ্বিষয়ক বহুবিধ ইতিকর্ত্তব্যতায় আলস্যশূন্য, অক্ষক্ষেপবিষয়ে সুচতুর ও দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি কোন প্রকারেই পরাজিত হয়েন না। পণই পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনরূপ দোষ আশঙ্কা নাই; অতএব আইস, আমরা ক্রীড়া আরম্ভ করি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সমস্ত জনসমাজদর্শী মুনিসত্তম অসিত ও দেবল কহেন যে, ধূর্ত্তের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করা নিতান্ত পাপজনক কর্ম্ম, ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা দ্যূতক্রীড়া কদাচ প্রশংসনীয় নহে। আর্য্যলোকেরা মুখে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচার প্রদর্শন করেন না। অকপট

যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ। শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণের উপকার-সাধনার্থ যত্ন করাই আমাদিগের ধর্ম্ম। অতএব দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হও। হে শকুনে! আমি শঠতা করিয়া সুখ ও ধন-প্রাপ্তির ইচ্ছা করি না। ধূর্ত্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে সদাচার পরতন্ত্র হইলেও তাহার চরিত্র কদাচ পূজিত ও প্রশংসিত হয় না।” শকুনি কহিলেন, “হে যুধিষ্ঠির! ধূর্ত্ততাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের নিকট গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ স্থলে শঠতা দোষাবহ নহে। বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রধারী, দুর্ব্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে ধূর্ত্ততা দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সুতরাং এ স্থলে ঐরূপ ধূর্ত্ততা ধূর্ত্ততাই নহে। যদি তুমি আমাকে নিতান্তই ধূর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দ্যূতক্রীড়ায় একান্তই ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্যূত হইতে বিরত হও।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “দ্যূতে আহূত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার নিত্যব্রত; দ্যূতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান্, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত; অতএব বল, এই লোকসমবায়মধ্যে কাহার সহিত ক্রীড়া করিব? আর এ স্থলে অন্য অভীক কে আছে? যদি থাকে, তবে ক্রীড়া আরম্ভ কর।” এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে বিশাম্পতে! আমি সমুদয় ধন ও রত্ন প্রদান করিব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে বিদ্বন্! এক জনের প্রতিনিধি হইয়া অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত; যাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।”

দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর অনতিপ্রসন্নমনে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। সিংহ-গ্রীব, মহাতেজা, বেদবেত্তা, শূর, ভাস্বরমূর্ত্তি ভূপতিগণের মধ্যে কতকগুলি যুগলরূপে আর কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই সভা অমরাধিষ্ঠিত অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সুহৃদ্দ্যূত আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! আমি মহামূল্য সাগরাবর্ত্ত-সম্ভূত কাঞ্চনখচিত এই মণিময় হার পণ করিলাম; তুমি যাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপণের বস্তু কৈ ?"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে দ্যূতে জয়লাভ কর।" তদনন্তর অক্ষবিৎ শকুনি অক্ষ গ্রহণ করিয়া, 'আমি ত এই জিতিলাম' বলিয়া অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে শকুনে! তুমি কেবল ক্রীড়া দ্বারা আমার নিকট জয় প্রাপ্ত হইলে। পরস্পর পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছি; আইস, আমার এক লক্ষ অষ্ট সহস্র সুবর্ণপূরিত কুণ্ডী, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত-হিরণ্য আছে, তাহাই আমার পণ রহিল।"

শকুনি 'আমি ত এই জিতিলাম' বলিয়া অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে রথ ইহাঁদিগকে বহন করিয়াছে এবং কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্রসম্মত অষ্ট অশ্ব যাহা বহন করে, সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, সুচক্রশোভিত, কিঙ্কিণীজালজড়িত, মেঘসাগরনিঃস্বন, জয়শীল, সহস্র রাজরথ আমার পণ রহিল।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমার শত সহস্র তরুণী দাসী আছে, তাহারা নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কারে ও অপূর্ব্ব মাল্যদামে বিভূষিত, নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিত, সেবাকুশল ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ; হে রাজন্! আমি এইবার সেই সকল দাসীরূপ ধন পণ করিলাম।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমার সহস্র দাস আছে, তাহারা প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, যুবা এবং দিবারাত্রি অতিথিভোজন করাইতে সমর্থ; হে রাজন্! এইবার আমার সেই দাসরূপ ধন পণ হইল।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সৌবল। আমার সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে, তাহারা অতীব দান্ত, দীর্ঘকায়, রাজবহনোচিত, রণপরিচিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত, তাহাদিগের মস্তক কুসুমমালায় সুশোভিত, দন্ত সুদীর্ঘ, বর্ণ নবীন মেঘের সদৃশ এবং সকলেই পুরভেদ করিতে পারগ। হে রাজন্! আমি এইবার সেই সকল গজরূপ ধন পণ করিলাম।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর হাসিতে হাসিতে 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমার যে সমস্ত হেমদণ্ড, পতাকা-শোভিত, বিনীত-অশ্বযোজিত, যোধোপবিষ্ট, রথ ও রথী আছে; সেই সকল রথীরা যুদ্ধ করুক বা নাই করুক, প্রত্যেকে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজন্! এইবার আমার সেই ধন পণ রহিল।"

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে কৃতবৈর দুরাত্মা শকুনি 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র সুবল-নন্দনেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে যে সকল উৎকৃষ্ট ঘোটক প্রদান করিয়াছিলেন, এইবার সেই সকল আমার পণস্বরূপ।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমার নানাপ্রকার বাহনসংযুক্ত অযুত শকট ও রথ রহিয়াছে এবং মহাবল-পরাক্রান্ত বিপুলবক্ষা ষষ্টিসহস্র বীরপুরুষ রহিয়াছে; হে রাজন্! আমি তৎসমুদয় পণ রাখিলাম।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সৌবল! তাম্রপাত্র ও লৌহপাত্র-পরিবৃত চারি শত নিধি এবং পঞ্চদ্রোণিক সুবর্ণ আছে, এবার তাহাই আমার পণ হইল।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

সেই সর্ব্বস্বাপহারিণী দ্যূতক্রীড়া এইরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইলে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ সেবনে অপ্রীতি জন্মে, তদ্রূপ মদীয় উপদেশবাক্যে আপনার অরুচি হইবে সন্দেহ নাই; তথাপি যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।"

পূর্ব্বে যে পাপাত্মা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকৃত-স্বরে রোদন করিয়াছিল, সেই ভরত-কুলান্তক দুর্য্যোধন তোমাদের বিনাশের নিদানভূত সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনরূপী গোমায়ু গৃহে বাস করিতেছে, তুমি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। সুরাপায়ী ব্যক্তি সুরাপান করিয়া যে পতিত হয়, সে কি তাহা জানিতে পারে? দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্যূতমদে ৺ও

হইয়াছে, মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া অচিরাৎ তাহার যে পতন হইবে, সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

"দ্যূতক্রীড়া কলহের মূল; দ্যূত হইতে পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয়; দ্যূতই মহদ্ভয়ের হেতু। দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর শত্রুতা উৎপাদন করিতেছে। দুর্য্যোধনের অপরাধে প্রাতিপেয়, শান্তনব, ভীমসেন ও বাহ্লীক ইঁহারা সকলেই ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন। যেমন বৃষভ মত্ত হইয়া আপনার বিষাণ-ভঙ্গ দ্বারা আপনাকে রুগ্ন করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন মত্ততা প্রযুক্ত রাষ্ট্র হইতে আপনার কল্যাণ সুদূরপরাহত করিতেছে। যেমন বালনাবিক-চালিত নৌকা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি পরের চিন্তানুবর্ত্তী হইয়া চলে, সে অচিরকাল মধ্যে ব্যসনাপন্ন হয়। পণপূর্ব্বক ক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের জয়লাভ হইতেছে বলিয়া আপনি প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু অতি-পরিহাসেই সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। আপনি কেবল কথাতেই প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন, কিন্তু মন্ত্রণামূলক দুর্ব্বুদ্ধি আপনার অন্তঃকরণে নিহিত রহিয়াছে। ফলতঃ পরম-বন্ধু যুধিষ্ঠিরের সহিত কলহ করা আপনার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। হে প্রাতিপেয়! হে শান্তনব! তোমরা কৌরবগণের পরিহাসবাক্য শ্রবণ কর, কিন্তু মোহবশতঃ প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইও না। যখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অক্ষ-মদাভিভূত হইয়া ক্রোধ পরিহার করিতেছেন না, তখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি

আপনাদের এই তুমুল ব্যাপারে মধ্যস্থ হইবেন ? হে মহারাজ! আপনি বহুধনের অধীশ্বর হইয়াও মনে মনে দুরোদর বাসনা করিয়াছেন। যদ্যপি বহুধনসম্পন্ন পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলেই বা তাঁহাদের ধন লইয়া আপনাদের কি হইবে, বরং এক্ষণে পাণ্ডবগণকে লাভ করুন। সৌবলের অক্ষক্রীড়া অবগত আছি; সৌবল দ্যূতক্রীড়ায় বিলক্ষণ কপটতা জানেন; অতএব উনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন; মহাবীর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধঘটনা করিবেন না।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের নিন্দা ও তদীয় শত্রুগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক। তুমি যাহাদের প্রতি অনুরক্ত, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। তুমি আমাদিগকে বালকের ন্যায় সর্ব্বদা অবমাননা করিয়া থাক। লোকের নিন্দা ও প্রশংসার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার মনোগত বিরুদ্ধ অভিপ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমার জিহ্বাই তোমার মনের প্রতিকূল ভাব প্রকাশ করিতেছে। তুমি আমাদের পক্ষে ক্রোড়স্থিত ব্যালের ন্যায় হইয়াছ ও মার্জ্জারের ন্যায় প্রতিপালকের অহিতচিন্তা করিতেছ। লোকে কি ভর্ত্তৃহন্তা ব্যক্তিকে পাপী বলে না ? হে বিদুর! তবে তুমি কি নিমিত্ত সেই পাপে ভয় করিতেছ না ? আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়া মহৎফললাভ করিয়াছি। তুমি আমাদিগকে পরুষবাক্য কহিও না। তুমি সতত আমাদের শত্রুগণের সহিত আত্মীয়তা করিতে বাসনা কর এবং মোহবশতঃ

আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাক। লোকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই অন্যের শত্রু হইয়া উঠে। দেখ, শত্রুর নিকটে নিগূঢ় বিষয় গোপন করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য ; অতএব হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদের আশ্রিত হইয়াও কি কারণে উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ ? তুমি ইচ্ছানুসারে তিরস্কার কর, কিন্তু আর তুমি আমাদিগের অবমাননা করিও না ; আমরা তোমার মন বুঝিয়াছি, তুমি বৃদ্ধগণের সমীপে বুদ্ধিগ্রহণ কর ; যশোরক্ষা কর এবং শত্রুকার্য্যে আর ব্যাপৃত থাকিও না। হে বিদুর! তুমি 'আমি কর্ত্তা' এই মনে করিয়া আমাদের অবমাননা করিও না। আমি তোমার নিকট আপনার হিত জিজ্ঞাসা করি না। হে ক্ষত্তঃ! তুমি ক্ষমাশীলগণকে হিংসা করিও না। একজনই এই জগতের শাস্তা, দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তা নাই। সেই শাস্তা মাতৃগর্ভে শয়ান শিশুকেও শাসন করেন। জল যেমন নিম্নপ্রদেশে ধাবমান হয়, তদ্রূপ আমি সেই শাস্তার শাসনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে অনুশাসন করে, সে অমিত্র। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রতা-বিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন। যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হুতাশন উত্তেজিত করিয়াও পলায়ন না করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। হে ক্ষত্তঃ! শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ অহিতকারী মনুষ্যকে, স্বীয় আবাসে রাখিবে না। অতএব হে বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা হয়, গমন কর।

বিদুর কহিলেন, "হে রাজন্! এই প্রকার অত্যল্পমাত্র

কারণ বশতঃ যে ব্যক্তি মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, তাহার সখ্য কখন চিরস্থায়ী হয় না। রাজাদিগের চিত্ত অতি অল্পেই বিকৃত হইয়া যায়; ইহারা অগ্রে সান্ত্বনা করিয়া পশ্চাৎ মুষল দ্বারা প্রহার করে। হে মন্দমতি রাজপুত্র! তুমি আপনাকে বিজ্ঞ ও আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি অগ্রে একজনের সহিত বন্ধুতা করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি দোষারোপ করে, সেই নিতান্ত অবিজ্ঞ। এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে; কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ। যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে, সেই যথার্থ সহায়। আমি কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের ধন ও যশোবৃদ্ধি করিবার বাঞ্ছায় তোমাকে সদুপদেশ দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর।

তদনন্তর পুনরায় শকুনি 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "হে কৌন্তেয়! তুমি বহুবিধ ধন, হস্তী ও অশ্বসমুদয় এবং অনুজগণকে দুরোদর-মুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি অন্য কিছু ধন থাকে, তবে বল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে শকুনে! আমি ভ্রাতৃগণের শ্রেষ্ঠ ও দয়িত; আমি আপনাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া

ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, “তুমি স্বয়ং জিত হইয়া যৎপরোনাস্তি পাপাচরণ করিলে, অন্যান্য ধন অবশিষ্ট থাকিতে আত্মাকে পণিত করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম।” দুরাত্মা শকুনি এইরূপে কপট পাশাক্রীড়ায় মহাবীর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে পরাজয় করিল। দুরাত্মা উহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে কহিল, “হে রাজন্! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী ত এখনও পরাজিত হয়েন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সুবলনন্দন! যিনি নাতিহ্রস্বা, নাতিদীর্ঘা, নাতিকৃশা ও নাতিস্থূলা; যাঁহার রূপ লক্ষ্মীর ন্যায়; কেশকলাপ দীর্ঘ, নীল ও আকুঞ্চিত নেত্রযুগল শরৎকালীন পদ্মপত্রের ন্যায়; গাত্রে পদ্মগন্ধ; হস্তে সর্ব্বদা শারদপদ্ম শোভা পায়; যিনি অনৃশংসতা, স্বরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূতা প্রভৃতি গুণসমুদয়ে বিভূষিতা; যিনি গোপাল ও মেষপালকগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন; যাঁহার সস্বেদ মুখপঙ্কজ মল্লিকার ন্যায়; মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর

হইতে ঘর্ম্মবারি নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণপূর্ব্বক পন্নগের নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গতসত্ত্বের ন্যায় অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া 'জয় হইল কি, জয় হইল কি?' এই কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনাদির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নের পরামর্শ ও বিদুরের তিরস্কার।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবগণের প্রাণপ্রিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। অপুণ্যশীলা কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণসমভিব্যাহারে আমাদিগের গৃহ মার্জ্জন করুক।"

বিদুর কহিলেন, "রে মূঢ়! তুমি আপনাকে পাশবদ্ধ ও পতনোন্মুখ না জানিয়াই এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিতেছ। তুমি মৃগ হইয়া অনুক্ষণ ব্যাঘ্রগণকে কুপিত করিতেছ। রে

মন্দাত্মন্! ক্রুদ্ধ কালভুজঙ্গগণ তোমার মস্তকোপরি রহিয়াছে, তুমি উহাদিগকে পুনরায় কুপিত করিয়া যমালয়ে গমনের কার্য্য করিও না। দেখ, কৃষ্ণা কখনই দাসী হইবার উপযুক্তা নহেন, আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তদ্রূপ এই মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় সমূলে নির্ম্মূল হইবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া করিয়া মহৎ বৈর ও মহাভয় উৎপাদন করিতেছে। অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবে না; কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না; সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয়, এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দুর্ব্বাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক্ হইয়া অহোরাত্র তাহাকে যন্ত্রণা দেয়; পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি সেরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন! কাপুরুষেরাই শত্রুর অস্ত্রাঘাত সহ্য করে, অতএব তোমরা এই নীতিবাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিও না; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। হে দুর্য্যোধন! তুমি যেরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, পাণ্ডবগণ কি বনচর, কি গৃহবাসী, কি কৃতবিদ্য, কি তপস্বী, কাহাকেও ঐ কটূক্তি প্রয়োগ করেন না। অতি নীচ লোকেরাই ঐ প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় ঘোরতর

নরকের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। দুঃশাসন প্রভৃতি কুরুবংশীয়গণ দ্যূতক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের অনুগামী হইয়াছে। বরং অলাবু জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রস্তর ভাসমান হইতে পারে, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ কদাচ আমার সদুপদেশে কর্ণপাত করিবে না। দুর্য্যোধন লোভপরতন্ত্র হইয়া সুহৃদ্জ্জনের সদুপদেশ শ্রবণ করিতেছে না, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কুরুবংশীয়গণ অচিরাৎ সমূলে উন্মূলিত হইবে।"

দ্রৌপদীর নিগ্রহ।

মদমত্ত দুর্য্যোধন বিদুরকে 'ধিক্' এই কথা বলিয়া সভাস্থ প্রতিকামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রতিকামিন্! তুমিশীঘ্র যাইয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। বিদুর ভীত হইয়াই আমাকে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ কথা কহিলেন, বিশেষতঃ উনি আমাদের উন্নতি অভিলাষ করেন না।"

প্রতিকামী সূত দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে পাণ্ডবভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, "হে দ্রুপদনন্দিনি! যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তোমাকে জয়

করিয়াছেন; অতএব তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া পরিচারিকার ন্যায় কর্ম্ম করিতে হইবে; আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হ প্রতিকামিন্! তুমি কেন এরূপ প্রলাপবাক্য কহিতেছ? কোন্ রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাজা দ্যূত-মদে মত্ত হইয়াছেন, তাঁহার কি অন্য কোন পণ রাখিবার দ্রব্য ছিল না?" প্রতিকামী কহিল, "হে দ্রৌপদি! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন পরাজিত হইয়া অগ্রে ভ্রাতৃগণকে, তৎপরে আপনাকে এবং তৎপশ্চাতে তোমাকে দুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সুতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন? হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এ স্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও, ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।"

প্রতিকামী কৃষ্ণার বচনানুসারে সভায় গমনপূর্ব্বক ভূপতি-মণ্ডলমধ্যে সমুপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর বক্তব্য কহিতে লাগিল, "হে ধর্ম্মরাজ! দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি কাহার অধীশ্বর হইয়া তাঁহাকে দ্যূতে সমর্পণ করিয়াছেন, আর অগ্রে আপনাকে, কি তাঁহাকে দুরোদর-মুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন?" ধর্ম্মনন্দন প্রতিকামীর মুখে দ্রৌপদীর এই বাক্য শ্রবণানন্তর অস্পন্দের ন্যায় ভাল মন্দ

কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে প্রতিকামিন্! পাঞ্চালী এই স্থানে আসিয়া তাহার যাহা প্রশ্ন থাকে করুক, সভাস্থ সমুদয় জনগণ তাহার ও যুধিষ্ঠীরের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করুন।"

প্রতিকামী সূত দুর্য্যোধনের বচনানুসারে পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের ভবনে গমনপূর্ব্বক দুঃখার্ত্তের ন্যায় দ্রৌপদীকে কহিল, "হে রাজপুত্রি! সভ্যগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, বোধ হয়, এইবার কুরুকুল সমূলে উম্মুলিত হইল। পাপাত্মা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে তথায় লইয়া যাইবার মানস করিয়াছে।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সুতনন্দন! বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন। পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব। ধর্ম্ম আমাদিগের শাস্তিবিধান করিবেন। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হয়েন। হে সুতনন্দন! তুমি সভ্যগণ সমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা কর; সেই ন্যায়শালী বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মগণ যাহা কহিবেন, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।"

প্রতিকামী যাজ্ঞসেনীর সেই বাক্য শ্রবণানন্তর সভায় গমন করিয়া সভ্যগণ সমীপে তাঁহার বক্তব্য বর্ণনা করিল। সভ্যগণ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে রহিলেন, দুর্য্যোধনের আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া কেহই কিছু কহিলেন না। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া দ্রৌপদীর নিকট দূত প্রেরণ

করিলেন এবং কহিয়া দিলেন যে, 'একবস্ত্রা, পাঞ্চালী রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপে সমুপস্থিত হউন।' দূত ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে সত্বরে কৃষ্ণার ভবনে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকামীকে কহিল, "হে প্রতিকামিন্! তুমি এই স্থানে দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, কৌরবগণ তাহার সমক্ষে প্রশ্নের উত্তর করুন।" প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; কিন্তু দ্রৌপদীর ভয়ে ভীত হইয়া মান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কৃষ্ণাকে কি বলিব?" তখন দুর্য্যোধন প্রতিকামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দুঃশাসন! এই প্রতিকামী সূতপুত্র নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা, এ বৃকোদরকে ভয় করে, তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনীকে আনয়ন কর। দুরাত্মা দুঃশাসন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণমাত্র আরক্তনয়নে ত্বরায় গমন করিয়া মহারথ পাণ্ডবগণের নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিল, "হে পাঞ্চালি! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ; আমার সহিত আগমন করিয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর। হে কমলনয়নে! তুমি কুরুদিগের ভজনা কর। আমরা তোমাকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছি; সভায় আগমন কর।" দ্রৌপদী দুরাত্মা দুঃশাসনের

বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক কেশগ্রহণ করিল। আহা! যে কুন্তল-কলাপ ইতিপূর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞের অবভৃথস্নানসময়ে মন্ত্রপূত জলদ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডবগণকে পরাভূত করিয়া সেই চিকুরচয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। দুর্ম্মতি দুঃশাসন কৃষ্ণাকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভা-সমীপে আনয়ন করিল। দ্রৌপদী অতীব পীড়িতা হইয়া আত্মত্রাণের নিমিত্ত 'হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন! হা হরে! হা হর!' বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন দুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও পতিতার্দ্ধ-বসনা দ্রুপদনন্দিনী এককালে লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রে দুরাত্মন্! এই সভামধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ ইন্দ্রতুল্য আমার গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমার এরূপ অবস্থায় থাকা নিতান্ত অনুচিত। রে নৃশংসকারিন্। তুই আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না। যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হয়েন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সজ্জন-নিষেবিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়াছেন; আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাচ দোষারোপ করিতে বাঞ্ছা করি না। হে দুরাত্মন্! তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণসমক্ষে আমাকে

আকর্ষণ করিতেছিস্। ইহাঁরা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধ হয়, উহাদিগেরও ইহাতে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষাত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; যেহেতু, সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র সত্ত্ব নাই; প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুর্য্যোধনের এই অধর্ম্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন।”

দ্রৌপদী করুণস্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধকম্পিত-কলেবর ভর্ত্তৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের কোপানল উদ্দীপন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ লজ্জা ও ক্রোধে সঞ্চালিত কৃষ্ণার কটাক্ষপাতে যাদৃক দুঃখিত হইলেন, সমুদয় রাজ্য, ধন, বিবিধ বহুমূল্য রত্নজাত বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের তাদৃক দুঃখ হয় নাই। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক বিসংজ্ঞপ্রায় করিল এবং ‘দাসী দাসী’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। কর্ণ সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন; গান্ধাররাজ শকুনি তাহাতে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কেবল অন্যান্য সভাগণ সভামধ্যে কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

দ্রৌপদী কহিলেন, “এই মহাবল বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ

করায় একান্ত বিহ্বল হইয়াছি এবং কৌরবসভায় কুরুদিগকে নানাপ্রকারে অপ্রিয় কহিতেছি। পূর্ব্বে এই সকল অপ্রিয় বাক্য একবারও মুখে আনি নাই, কিন্তু এক্ষণে আর আমার অপরাধ কি?" তখন দুঃখে নিতান্ত কাতরা দ্রৌপদী সভামধ্যে নিপতিতা হইয়া এই প্রকারে আর্ত্তস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। "হায়! আমি স্বয়ম্বরকালে রঙ্গমধ্যে সমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। যাহাকে পূর্ব্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্য পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই, তাহাকে সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল। যে পাণ্ডবেরা পূর্ব্বে গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না, অদ্য সেই পাণ্ডবেরাই দুরাত্মা দুঃশাসন আমাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা অনায়াসেই সহ্য করিয়া আছেন। আমি স্ত্রীলোক ও সতী, আমার ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্ট আছে? শুনিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোককে সভামধ্যে আনয়ন করিতে নাই, কিন্তু এই অভাগিনী সভাপ্রবেশ করিয়াছে; এক্ষণে ক্ষিতিপালদিগের সেই সনাতন ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যখন পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, পার্ষতের ভগিনী, কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়াছে, তখন কৌরবদিগের পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাগত নিত্যধর্ম্ম নষ্ট হইল। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্য্যা, আমাকে দাসীই বল বা নাই বল, উভয়পক্ষেই

সম্মত আছি। এই ক্ষুদ্রাশয় কৌরবদিগের কুলকলঙ্ক দূত দুঃশাসন বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্লেশ দিতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হে ভূপালগণ! আমাকে জিত বা অজিতাই বোধ করুন, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, তাহার প্রত্যুত্তর দেন, তৎপরে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে কল্যাণি! ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন না। বলবান্ লোক ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ধর্ম্ম অভিভূত হইয়া অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছে। কার্য্যের সূক্ষ্মত্ব, গূঢ়ত্ব প্রযুক্ত এক্ষণে তোমার এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তপক্ষে কিছুই নির্ণয় হইতেছে না, কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে, অতএব বোধ হয়, অচিরাৎ ইহাদিগের বংশলোপ হইবে। কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখাভিহত হইলেও কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন না; অতএব হে পাঞ্চালি! তুমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াও যে ধর্ম্মপথ নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিতই হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা বৃদ্ধ দ্রোণাদি গতাসুর ন্যায় আহত হইয়া শূন্যশরীরে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই প্রমাণ হইবে, তুমি জিতা বা অজিতা হইয়াছ, ইনি তাহার সম্যক্ নিরূপণ করুন।"

সমস্ত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা মৌনভাবে রহিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন

দ্রৌপদীকে কহিলেন, "যাজ্ঞসেনি! এক্ষণে তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাঁরা তোমার প্রশ্নের উত্তর করিবেন। তাঁহারা তোমার নিমিত্ত এই লোকমধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন এবং ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে দাসীত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। সভাস্থ কৌরবেরা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তোমার স্বামীদিগের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া ইহাঁরা কখনই যথার্থ কথা বলিতে পারিবেন না। সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, তিনি যাহা কহিবেন, অবিলম্বে তাহা প্রতিপালন করিবেন।" সভ্যেরা কুরুরাজের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এ দিকে হাহাকারশব্দ হইতে লাগিল। কৌরবেরা ও কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ কি বলেন এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগেরই বা মত কি?"

আর্ত্তনাদ নিরস্ত হইলে ভীমসেন ভুজোত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, "যদি এই উদারস্বভাব কুলপতি ধর্ম্মরাজ প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদিগের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদ্যপি তিনি আত্মাকে পরাজিত মনে করেন, তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি সন্দেহ কি? আমার প্রভুত্ব

থাকিলে কি অদ্য পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া দুরাত্মা দুঃশাসন জীবিত থাকিতে পারে ? কি করি, ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, এই নিমিত্তই আমার ভুজবল সকলের প্রত্যক্ষ হইল না ; নতুবা আমার ভুজান্তরে নিপতিত হইলে ইন্দ্রও মুক্ত হইতে পারেন না। যদ্যপি ধর্ম্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহা হইলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিতে পারি। ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভীম ! ক্ষান্ত হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভবে।"

কর্ণ কহিলেন, "হে ভদ্রে ! এই সভামধ্যে ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণাচার্য্য এই তিন জন সবল আছেন, ইহাঁরা স্বীয় প্রভুকে দুষ্ট বলিয়া থাকেন ; স্ব স্ব ধন বৃদ্ধি করিতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু ব্যয় করেন না। আর দাস, পুত্র ও অস্বতন্ত্র নারী এই তিন জন অধম। দাসের পত্নী ও তাহার সমুদয় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপরিবারের অনুগত হও। হে রাজপুত্রি ! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নহেন। এক্ষণে যে ব্যক্তি দ্যূতে পরাজিত হইয়া তোমাকে দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ না করে, তুমি এমন একজনকে পতিত্বে বরণ কর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তুমি

দাসী হইয়াছ, আর ঐ পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে তোমার পতি নহেন। যুধিষ্ঠির আপনার জন্মের আবশ্যকতা, পরাক্রম ও পৌরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, তিনি এই সভামধ্যে দ্রুপদাত্মজাকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া রোষকষায়িত-লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই; যথার্থ আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আপনি পাঞ্চালীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া না করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুগণ এরূপ পরুষোক্তি করিতে পারিত?"

ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা দুর্য্যোধন তুষ্ণীম্ভূত অচেতনপ্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে নৃপতে! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত, এক্ষণে বল, দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না?" ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বজ্রতুল্য দৃঢ়, কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন। কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাক্রোধন ভীমসেন তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে

সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজগণসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমান গতি হইবে না।"

তখন বিদুর কহিলেন, "হে পার্থিবগণ! এই দেখ, ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈবই ভরতবংশে এই মহতী অনীতির উৎপাদন করিয়াছেন। হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ! তোমরা অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ, সভামধ্যে স্ত্রী লইয়া বিবাদ করিতেছ। তোমাদের যোগক্ষেম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল, তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণা-পরতন্ত্র হইয়াছ। হে কৌরবগণ! সভামধ্যে অধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে সমুদয় সভা দূষিত হয়, এক্ষণে আমার ধর্ম্মবাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যদ্যপি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে উনি তাঁহার যথার্থ ঈশ্বর হইতেন, কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্ননির্জ্জিত ধনের ন্যায়; অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইও না।"

অনুমতি।

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “হে রাজন্! আমরা কি করিব, অনুমতি করুন। আপনি আমাদের ঈশ্বর, আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক, তোমরা গমন কর, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, সমস্ত ধন লইয়া গমনপূর্ব্বক আপনার রাজ্য অনুশাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিয়াছ, বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক; আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমার শাসন যেন তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই। যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই ক্ষমা, অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। সুদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্যস্থান শস্ত্রপাতের লক্ষ্য নহে। যাঁহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণই দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ। সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল সৎকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকার-পরাঙ্মুখ থাকেন। অধম পুরুষেরা বিবাদস্থলে পুরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কেহ পুরুষবাক্য কহিলে মধ্যম পুরুষেরা কঠোর-বাক্যে তাহার উত্তর প্রদান করে। ধৈর্য্যশালী উত্তম পুরুষেরা কথিত বা অকথিত

সর্ব্বপ্রকার অহিত পুরুষবাক্যই পরিত্যাগ করেন। সজ্জনগণ শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন, বৈরাচরণ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিয়দর্শন হয়েন এবং কাহারও অর্থ ও মর্য্যাদা অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্য্যভাববশতঃ সেই প্রকার আচরণ করিয়াছ। হে তাত! দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিও না, তুমি গুণগ্রাহিতাগুণে তোমার জননী গান্ধারীর এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দ্যূতক্রীড়া আমার উপেক্ষিত ছিল, কেবল মিত্রগণকে পরীক্ষা এবং পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদিগের শাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধীমান্ বিদুর যাহাদিগের মন্ত্রী, সেই কুরুগণ তোমার শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা এবং সহদেবে গুরুশুশ্রূষা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে; অতএব হে বৎস! তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাত্র হউক এবং তোমার মন ধর্ম্মে অনুরক্ত হউক।”

ভারতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার অভিহিত হইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মেঘসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনুদ্যূত।

দুঃশাসন ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবেরা অনুজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে নিজ সহোদর সমন্ত্রী দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখিতমনে কহিলেন, "হে মহারথ! আমরা অতীব ক্লেশে যে সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছি, বৃদ্ধ রাজা তৎসমুদয় নষ্ট করিতেছেন, অধিকাংশ শক্রদিগেরও হস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে ভাল মন্দ যাহা হয়, তোমরা বিবেচনা কর।"

এই কথা কর্ণগোচর করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি পাণ্ডবদিগের উপর একান্ত অভিমানপরতন্ত্র হইয়া, দ্রুতগমনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিনীতবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে হিতোপদেশ প্রদানকালে যে কথা কহিয়াছিলেন, বোধ হয়, আপনি তাহা অবগত নহেন। হে শত্রুনিসূদন! সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রু সংহার করা অতীব কর্ত্তব্য। তাহারা যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আপনার অনিষ্ট-চেষ্টা করিতেছে, অতএব যদি এক্ষণে আমরা পাণ্ডবলব্ধ ধন দ্বারা প্রীতিসম্পাদন করিয়া মহীপালগণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করি, তাহা

হইলে আমাদিগের হানি কি? দেখুন, প্রাণসংহারোদ্যত ক্রোধান্বিত ভুজঙ্গদিগকে কণ্ঠ ও পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কে পরিত্রাণ পাইতে পারে? পাণ্ডবেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ ও রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় আপনার বংশনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিলাম, অর্জ্জুন তূণীর ও বর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে গমন করিতেছে এবং গাণ্ডীব ধারণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ভীম অবিলম্বে রথ-যোজনা করিয়া গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থ দ্রুতপদে নির্গত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ইহারা খড়গ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। ইহারা সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া হস্ত্যশ্ব সংহারপূর্ব্বক সৈন্য আক্রমণের নিমিত্ত নির্গত হইয়াছে। আমরা তাহাদিগের একবার অপকার করিয়াছি, আর তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। দ্রৌপদীর পরাভব-রূপ ক্লেশ কে সহ্য করিয়া থাকিবে? হে মহারাজ! আমরা বনবাস পণ করিয়া পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত পাশক্রীড়া করিব। আপনার মঙ্গল হউক, এইবারেই আমরা পাণ্ডবদিগকে নিরুত্তর করিয়া রাখিব। তাহারা বা আমরাই হই, দ্যূতনির্জ্জিত হইলে বল্কলাজিন পরিধানপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনপ্রবেশ করিব। এক বৎসর অজ্ঞাত ও দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত—এই ত্রয়োদশ বৎসর তাহারা বা আমরাই হই, পরিজনগণ-সমভি-ব্যাহারে অরণ্যে বাস করিব; অতএব আপনি দ্যূতে অনুমতি

প্রদান করুন। পাণ্ডবদিগকে অক্ষনিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে। ফলতঃ এক্ষণে দ্যূতক্রীড়াই আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য। শকুনি অক্ষবিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, হে মহারাজ! আমরা মিত্র সংগ্রহ করিয়া পরমদুর্ল্লভ মহাবল বাহিনীগণকে সৎকার পূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর ব্রতসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা আপনার ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস! তুমি অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন কর, তাহারা আসিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউক।" এই কথা কহিবামাত্র দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, ভূরিশ্রবাঃ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও বিকর্ণ প্রভৃতি সভাস্থগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! সর্ব্বত্র শান্তিসঞ্চার হউক।" তখন পুত্রবৎসল মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অর্থদর্শী সুহৃদ্‌বর্গকেও অনাদর করিয়া পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিতে অভিলাষ করিলেন।

দ্যূতক্রীড়া।

অনন্তর দুর্য্যোধন ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, এক্ষণে পিতা আদেশ করিতেছেন, আইস অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক দ্যূতারম্ভ করি।" তখন যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, "লোকে দৈব-বলে শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে, অতএব যদি পুনর্ব্বার ক্রীড়াই করিতে হয়, ভাল। ভাগ্যে যাহা আছে, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমি বৃদ্ধ রাজার নিদেশানুসারে দ্যূতে আহূত হইয়াছি; সুতরাং অক্ষদ্যূত ক্ষয়কর জানিয়াও এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না।"

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং সৌবলের মায়াবল বিলক্ষণ জানিয়াও পুনর্ব্বার দ্যূতে আসক্ত হইলেন। শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! বৃদ্ধরাজা আপনাদিগকে যে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে এক মহাধন অবধারিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আমরা আপনাদিগের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইলে রুরুচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিব। আর আমরা জয়ী হইলে আপনাদিগকে অজিন পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণার সহিত এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। হে মহারাজ! এই প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর

অতীত হইলে উভয়পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব আসুন, এক্ষণে এইরূপ পণ রাখিয়া অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ করি।”

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত সভ্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শশব্যস্ত-চিত্তে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাইতেছ; কিন্তু পরিণামে কি হইবে, বোধ হয়, ইনি বুঝিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।”

এইরূপ বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে শকুনে! মত্তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ কোন্ রাজা দ্যূতে আহূত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? আইস, এক্ষণে দ্যূতারম্ভ করি।” শকুনি কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! হিরণ্য, গো, অশ্ব, ধেনু, মেষ, অজ, গজ, সমস্ত দাস-দাসী ও কোষ, আমরা বনবাসার্থে এই সকল একত্র পণ রাখিব। পরাজিত হইলে আপনাদিগকে বা আমাদিগকেই হউক, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ স্থানে অবস্থান ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া ক্রীড়ারম্ভ করি।” তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। শকুনি অক্ষনিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার জয়লাভ হইল।

বনগমন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং যথাক্রমে অজিন উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে দুঃশাসন তাঁহাদিগকে অজিন-সংবৃত, বনবাসার্থ দাক্ষিত ও রাজ্যভ্রষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "এক্ষণে একমাত্র দুর্য্যোধনেরই রাজ্য হইল, পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া একান্ত দুরবস্থাপন্ন হইল। অদ্য পাণ্ডবেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে পতিত, সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। যে পাণ্ডবেরা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নির্জ্জিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনপ্রবেশ করিতেছে। ইহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম ও অতিভাস্বর দিব্যাম্বর বলপূর্ব্বক উন্মোচিত কর এবং পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দেও। যাহারা ত্রিলোক মধ্যে সদৃশ ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল, অদ্য তাহারাই বৈপরীত্যে আপনাদিগকে জ্ঞান করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগকে কন্যা দান করিয়া কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, কারণ, তাহারা ক্লীব। হে দ্রৌপদি! তুমি নির্দ্ধন অমর্য্যাদাভাজন অজিনোত্তরীয়সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? এক্ষণে যাহাকে ইচ্ছা হয়, পতিত্বে বরণ কর। এই সমস্ত ধনধান্যসম্পন্ন ক্ষান্ত দান্ত কৌরব সভামধ্যে সমবেত আছেন, তুমি ইঁহাদিগের

একজনকে পতিত্বে বরণ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর এইরূপ দুরদৃষ্টভাগিনী হইতে হইবে না।

এইরূপে সেই নৃশংস দুঃশাসন অশেষ পুরুষবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে ভৎর্সনা করিল। ভীমসেন তাহার নিতান্ত দুঃসহ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রে ক্রূর! পাপাচারপরায়ণ লোকে যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তুই সেই সমস্ত কথা প্রয়োগ করিতেছিস্; তুই রাজগণমধ্যে গান্ধারবিদ্যাপ্রভাবে আত্মশ্লাঘা করিলি, এক্ষণে তুই যাদৃশী বাক্যরূপ ছুরিকা দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম ভেদ করিতেছিস্, রণস্থলে আমি এইরূপে তোর চর্ম্মচ্ছেদ করিব। যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তোর অনুবৃত্তি করিতেছে, তাহাদিগকেও সত্বর যমালয়ে গমন করিতে হইবে।"

নির্লজ্জ দুঃশাসন অজিনধারী বিবাসিত ভীমসেনকে গরু গরু বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল।

ভীমসেন কহিলেন, "রে নৃশংস দুঃশাসন! শঠতাপূর্ব্বক ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া পরুষবাক্যপ্রয়োগ বা আত্মশ্লাঘা করা কি উচিত? যদি সংগ্রামে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পান না করি, তবে কুন্তীপুত্র বৃকোদর যেন পুণ্যলোকে গমন না করে। আর তোর সাক্ষাতে এই সত্য করিতেছি যে, অচিরকালমধ্যে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্র এবং কপটাচারী সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া শান্তিলাভ করিব।

পাণ্ডবগণ সভা হইতে বহির্গত হইতেছেন, পশ্চাদ্ভাগে দুর্য্যোধন ভঙ্গী করিয়া সিংহগতি ভীমসেন ও অন্যান্য কৌন্তেয়-গণের অনুকরণ করিতে লাগিল। অভিমানী ভীমসেন আপনাকে অবমানিত দেখিয়াও ক্রোধাবেগ সংবরণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইতে হইতে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "রে মূঢ়! তুমি এ সকল কার্য্য দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র করিতে পারিবে না। আমি এই সভামধ্যে পুনরায় মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, যদি আমাদের যুদ্ধঘটনা হয়, তাহা হইলে দেবতারা অবশ্যই আমাদিগকে জয়দান করিবেন আমি দুঃশাসনকে নিহত করিব এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে ও সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে বিনষ্ট করিবে আর আমিই গদাযুদ্ধে এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সংহার করিব, ইহার আপাদমস্তক ভূতলে অধিশায়িত করিব এবং সিংহের ন্যায় আমি এই উপহাসরসিক দুঃশাসনের রক্ত পান করিব।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীম! সাধু লোকের অধ্যবসায় বাক্য দ্বারা সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে যাহা হইবে, উহারা তাহা দেখিতে পাইবে।" ভীমসেন কহিলেন, "পৃথিবী দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি এই দুষ্ট-চতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবেন।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীমসেন! তোমার নিয়োগানুসারে আমি হিংসাদ্বেষ-পরবশ বক্তা ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ কর্ণকে রণস্থলে সংহার করিব। এক্ষণে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভীমসেনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমি শরদ্বারা কর্ণ ও কর্ণের অনুগত কোক-

দিগকে সংহার করিব। যে সকল রাজা বুদ্ধিমোহবশতঃ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, আমি বাণদ্বারা তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। যদি হিমালয় বিচলিত হয়, সূর্য্য নিষ্প্রভ হয়, চন্দ্রের শৈত্যগুণ অপগত হয়, তথাচ আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগকে সৎকার করিয়া যদি রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে সত্য সত্যই এই সমস্ত ঘটিবে।”

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মাদ্রীতনয় সহদেব সৌবলের বধসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “রে সৌবল! তুই এই সকলকে অক্ষ বলিয়া বিবেচনা কবিতেছিস্; ফলতঃ ইহা অক্ষ নহে, নিশিত বাণ, রণস্থলে তুই এই সমস্তকে বরণ করিয়াছিস্। ভীম তোকে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলেন, আমি সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। রে ক্রূর! যদি তুই ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে থাকিস্, তাহা হইলে আমি তোকে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে বলপূর্ব্বক হনন করিব।”

অনন্তর সহদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া নকুল কহিলেন, “যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত দ্যূত-ক্রীড়াপ্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, মুমূর্ষু কালপ্রেরিত ঐ সকল দুর্ব্বৃত্ত-দিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানু-সারে অচিরকালমধ্যে পৃথিবীকে ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্য করিব।”

এইরূপে পাণ্ডবেরা বহুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিলেন।

বিদায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "এক্ষণে আমি বৃদ্ধ পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লীক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, সকল ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয় এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণের নিকট বিদায় লইয়া চলিলাম, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" তাঁহারা লজ্জাক্রমে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিতে পারিলেন না; কিন্তু মনে মনে তাঁহার শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, "আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী, তাঁহার বনগমন করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না; বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধা, সুকুমারী এবং চিরকাল সুখে অতিবাহন করিয়াছেন; অতএব তিনি সৎকৃত হইয়া আমার আবাসে বাস করুন্। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক্।" পাণ্ডবেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আপনি পিতৃতুল্য পিতৃব্য, আমরাও আপনার একান্ত বশংবদ, আপনি যে বিষয়ে অনুমতি করিতেছেন, তাহা আমাদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য, যেহেতু, আপনি পরম গুরু। হে প্রাজ্ঞপ্রবীর! যদ্যপি আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তাহাও আদেশ করুন্।" বিদুর কহিলেন,

"বৎস যুধিষ্ঠির! নিশ্চয় জানিবে, অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কেহ জয়লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত পরাজয় হইলে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ উপস্থিত হয়। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধে জেতা, ভীমসেন অরিহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রাহী, সহদেব সংযমী, ধৌম্য ব্রহ্মবিৎ, ধর্ম্মার্থদর্শিনী দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয়দর্শন, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত; শত্রুবর্গ তোমাদিগের সৌহার্দ্দ্য বিচ্ছেদ করিতে পারে না। তোমরা সকলেরই স্পৃহণীয়। হে ভারত! তুমি পূর্ব্বে হিমাচলে মেরুসাবর্ণি কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়াছ, বারণাবতনগরে মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছ, দৃষদ্বতীতে মহাদেবের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছ এবং কল্মাষী-নদীতীরস্থিত মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য হইয়াছ। দেবর্ষি নারদ সর্ব্ববিষয়ে তোমার হিতৈষী এবং ধৌম্য তোমার পুরোহিত। হে পাণ্ডব! যুদ্ধকালীন ঋষিপ্রশংসিত স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তি পরিত্যাগ করিও না; তুমি বুদ্ধিতে পুরুরবাকে পরাজয় করিয়াছ, শক্তিতে রাজলোকাদগকে পরাভব করিয়াছ, ধর্ম্মাচরণে ঋষিগণকে অতিক্রম করিয়াছ, সন্তোষে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ, ক্রোধসম্বরণে যমকে জয় করিয়াছ, ক্ষমা গুণে পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছ। তেজে সূর্য্যদেবকে জয় করিয়াছ এবং বলে পবনকে পরাস্ত করিয়াছ। তোমাদিগের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক্। নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। হে কৌন্তেয়! তুমি সমুদয় কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছ, অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে, অবিকল সম্পাদন করিও।"

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির বিদুর কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন

যুধিষ্ঠির প্রস্থান করিলে পর, দ্রৌপদী বিষণ্ণ-মনে পৃথাসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রমদাদিগকে যথার্হ বন্দনা ও আলিঙ্গন করিয়া স্বামীর অনুগমনের প্রার্থনা করিলে পাণ্ডবান্তঃপুরে মহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। কুন্তী দ্রৌপদীকে গমনোদ্যত দেখিয়া শোকে বিহ্বলা ও সাতিশয় কাতরা হইয়া গদ্গদস্বরে অতিকষ্টে কহিলেন, “বৎসে! দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না, তুমি স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞা, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারব্রতী, তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে উপদেশ দিবার আবশ্যকতা নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম-ভাগ্যবান্, যেহেতু, তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি সর্ব্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি; তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর; পথে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইবে না। ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয় জানিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না; তুমি গুরুজন ও ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অচিরকালমধ্যে শ্রেয়োলাভ করিবে সন্দেহ নাই। বনে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণ করিও, তিনি যেন এই দুঃসহ দুঃখ পাইয়া বিষণ্ণ না হয়েন।” মুক্তবেণী দ্রৌপদী

'যে আজ্ঞা' বলিয়া একমাত্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অবিরল-বিগলিত-জলধাবাকুললোচনে অনাথার ন্যায় প্রস্থান করিলেন।

কুন্তীর বিলাপ।

তিনি অশ্রুমুখী হইয়া দীনহীনার ন্যায় গমন করিতেছেন দেখিয়া পৃথা দুঃখে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রেরা বস্ত্রাভরণ-বিহীন; মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জানম্রমুখে গমন করিতেছেন; শত্রুবর্গ হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং বন্ধুবান্ধবগণ শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পুত্রদিগকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিলেন, "হায়, কি বিধিবিপর্য্যয়! যাহারা ভ্রমেও অধর্ম্মপথে পদার্পণ করে নাই, সর্ব্বদা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর, অকপট ভক্তিসহকারে দেবার্চ্চনা করে, উদারস্বভাব ও সচ্চরিত্রের অগ্রগণ্য, তাহাদিগের এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইল! এক্ষণে কাহাকে অপরাধী করিব?"

ধর্ম্মবাদী যুধিষ্ঠির তাঁহার শোক-সন্দর্শনে কহিলেন, "জননি! শোক ত্যাগ করুন্; অমিত-পরাক্রম ভীমসেন, ক্ষিপ্রহস্ত

সব্যসাচী আপনার শোক-সন্দর্শনে সাতিশয় উত্তেজিত হইবে ও ইন্দ্রিয়গণের অদম্যতা বশতঃ ধর্ম্মের অপলাপে উদ্যত হইবে। জগতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, যে যতই বলবান্ ও চতুর হউক্, ভগবানের নিকট তৃণাদপি লঘু। একমাত্র ধর্ম্মই জীবের ইষ্ট এবং অবলম্বন। ধর্ম্মের অপলাপ করিলে ভগবান্ রুষ্ট হইবেন ও হীনবল হইতে হইবে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন আমরা চিরদিন ধর্ম্মানুগত হইয়া দীনবেশে কালাতিপাত করিতে পারি, ইহাই আমার একমাত্র কামনা। ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া নশ্বর ধনসম্পত্তির আরাধনা করা অপেক্ষা ধর্ম্মের অনুগত হইয়া অচিন্ত্য-অব্যক্তরূপী ভগবানের উপাসনা করাই গৌরবজনক। অতএব মাতঃ! কৃষ্ণাসহ ভ্রাতৃগণকে আশীস্ প্রদান করিয়া গৃহে গমন করুন্।”

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মালাপ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণাসহ পুত্রগণকে আশীস্ ও আশ্বাস দান করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

ঘোষযাত্রার পরামর্শ।

দুষ্টমতি শকুনি কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ! তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে প্রব্রাজিত করিয়াছ; এক্ষণে দেবরাজের ন্যায় একাকী এই সাম্রাজ্য ভোগ কর। সকল ভূপালই তোমার নিকট করপ্রদ

হইয়াছেন এবং তুমিও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপ্রণয়িনী লক্ষ্মীকে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্যক্‌রূপে অধিকার করিয়াছ। আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ অবলোকন করিতেছি।

তুমি স্বীয় বুদ্ধিবলে রাজা যুধিষ্ঠির হইতে রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়াছ। এক্ষণে অতি অল্প দিবস হইল, তোমার বিপক্ষেরা ক্লেশে সময় অতিবাহিত করিতেছে; সুতরাং তোমার সুখসম্ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বিলক্ষণ অবকাশ রহিয়াছে। আর অন্যান্য রাজাও তোমার নিদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত নিরন্তর উন্মুখ হইয়া আছেন। গ্রাম, নগর ও আকরে পরিপূর্ণ, শৈলকাননোপশোভিত এই সসাগরা ধরা তোমার সম্পূর্ণরূপ অধিকৃত হইয়াছে।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছ। যেমন রশ্মিমালী সূর্য্য স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে দীপ্তি পান, তদ্রূপ তুমি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে এই ধরাতলে দেদীপ্যমান হইতেছ। দ্বাদশ-রুদ্র পরিবেষ্টিত যমরাজ ও দেবগণপরিবৃত দেবরাজের ন্যায় তুমি কৌরববর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া সাতিশয় বিরাজমান হইতেছ। যাহারা তোমার আদেশ পালনে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, আমরা সেই অরণ্যবাসী পাণ্ডবদিগকে শ্রীহীন দেখিব, সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই, এক্ষণে তাহারা বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বৈতবনে এক সরোবর সন্নিধানে

বাস করিতেছে। অতএব তুমি প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগকে সমধিক সন্তপ্ত করিবার নিমিত্ত পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া তথায় গমন কর।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তাহারা রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট ও অসমৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তুমি রাজ্যেশ্বর, শ্রীমান্ ও সুসমৃদ্ধ; সুতরাং এই অবসরেই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহারা মহাভিজাত্যসম্পন্ন সকল-মঙ্গলাস্পদ নহুষতনয় রাজা যযাতির ন্যায় তোমাকে সন্দর্শন করিবে। পুরুষের লক্ষ্মীকে প্রদীপ্ত দেখিলে সুহৃৎ ও শত্রুগণের হর্ষ ও শোকসাগর একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠে। যেমন উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গারোহী ব্যক্তি জগতের সমস্ত বস্তুই অধীন ও নীচ বোধ করে, ক্ষেমাস্পদ ব্যক্তি একান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত শত্রুগণকে তদ্রূপ বোধ করিয়া থাকে। হে রাজাধিরাজ! ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে?

পুত্র, ধন ও রাজ্য লাভ করিলে যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, শত্রুদিগের দুঃখ-দর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। তুমি সফলকাম হইয়া বল্কলাজিনধারী ধনঞ্জয়কে আশ্রমস্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে এবং দিব্যাম্বরবিভূষিত তোমার প্রিয়তমা-সকল বল্কলাজিনসংবৃতা একান্ত দুঃখিতা দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে ইঁহাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্তা হইয়া ধনহীন জীবনেরও আপনার নিন্দা করিবে। অধিক কি, সে সভামধ্যে তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়া যেরূপ

বিমনাঃ হইয়াছিল, তোমার প্রিয়তমাদিগকে অবলোকন করিয়া তদপেক্ষা সমধিক বিমনাঃ হইবে, সন্দেহ নাই। কর্ণ ও শকুনি রাজা দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু পুনরায় দীনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, "হে অঙ্গরাজ! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদয় আমারও মনে জাগরূক আছে, কিন্তু পিতার নিকট হইতে পাণ্ডবগণের সন্নিধানে গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের নিমিত্ত পরিবেদন ও তাহাদিগকে সমধিক তপোবলসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন, অথবা তিনি আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও ভাবী অনিষ্টঘটনার সম্ভাবনায় আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি দিবেন না। আর পাণ্ডবগণের উৎসাদন ব্যতীত আমাদিগের দ্বৈতবনে গমন করিবারও অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

হে কর্ণ! মহামতি বিদুর দ্যূতক্রীড়ার সময় সমুপস্থিত হইলে তোমাকে, আমাকে ও শকুনিকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তোমার বিদিত আছে। আমিও সেই সকল কথা এবং অন্যান্য পরিবেদনবাক্য চিন্তা করিয়া দ্বৈতবনে গমন করিব কি না, ইহার কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণার সহিত ভীম ও অর্জ্জুনকে অরণ্যানী মধ্যে ক্লেশভোগ করিতে নিরীক্ষণ করিব মনে করাতে আমার চিত্ত নিতান্ত প্রফুল্ল হইতেছে। ফলতঃ পাণ্ডুনন্দনগণকে

বল্কলাজিনধারী দর্শনে আমার যেরূপ সুখী হইবার সম্ভাবনা, বোধ করি, সমুদয় সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিলেও তাদৃশ আহ্লাদ জন্মে না।

হে কর্ণ! আমি অরণ্য মধ্যে দ্রৌপদীকে যে কাষায়বসন-ধারিণী অবলোকন করিব, ইহার পর আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন আমাকে অসামান্য সম্পত্তিসম্পন্ন অবলোকন করে, তাহা হইলে আমার জীবন প্রফুল্ল হইবে ও আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। এখন কি করি? কি উপায়ে দ্বৈতবনে গমন করিব? কিরূপেই বা মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইব? তুমি শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত পরামর্শ করিয়া তথায় যাইবার কোন উপায় স্থির কর। আমি তথায় গমন করিব কি না, ইহা আজি স্থির করিয়া কল্য মহারাজের সমীপে গমন করিব; তোমরা যে উপায় স্থির করিবে, আমি এবং ভীষ্ম তথায় উপবিষ্ট থাকিলে পর তুমি শকুনি-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিবে। তৎপরে আমি মহারাজ ও পিতামহ ভীষ্মের বাক্যশ্রবণান্তর পিতামহকেই অনুনয় করিয়া গমনে উদ্যত হইব।"

তাঁহারা দুর্য্যোধনের বাক্যে সম্মত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, "মহারাজ! উপায় স্থির হইয়াছে, শ্রবণ কর। দ্বৈতবনে যে সমস্ত আভীরপল্লী

আছে, তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আইস, আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি। ঘোষপল্লীতে সতত গমন করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন।”

তাঁহারা দুই জনে এইরূপে ঘোষযাত্রাবিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় গান্ধাররাজ শকুনি তথায় আগমনপূর্ব্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, “হে রাজন্! আমি দ্বৈতবনে গমন করিবার এক অত্যুৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি; মহারাজের সম্মুখে উহা কহিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গমনে অনুমতি করিবেন। দ্বৈতবনে যে সমুদয় আভীরপল্লী আছে, তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আইস, আমরা এক্ষণে ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি।”

শকুনির বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারা সকলেই পরমাহ্লাদে হাস্য করিতে করিতে পরস্পরের করগ্রহণ করিলেন এবং ঐ উপায়ই স্থির করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

অনুমতি গ্রহণ।

অনন্তর কর্ণ, দুর্য্যোধন ও শকুনি অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনিও তাঁহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

সমঙ্গ নামে একজন গোপ তাঁহাদিগের বচনানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! ধেনু-সকল সমীপে রহিয়াছে।" পরে রাধেয় ও শকুনি পার্থিবশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "হে কৌরবরাজ! ঘোষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে সন্নিবেশিত আছে, গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদি-নিরূপক অঙ্ক প্রদান করিবারও উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনেরও সাতিশয় মৃগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে, অতএব গমনে অনুমতি প্রদান করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক; কিন্তু গোপগণের নিকট বিশ্বস্ত হইয়া গমন করা অনুচিত, কারণ, আমি শুনিয়াছি, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে, অতএব আমি তোমাদিগকে সে স্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি না। পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবলসম্পন্ন, সমর্থ ও মহারথ; তোমরা কেবল কপটতাচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া অরণ্য মধ্যে অনেক কষ্ট দিয়াছ। যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক, তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু ভীমসেন

মহাক্রুদ্ধস্বভাব এবং দ্রুপদরাজনন্দিনীও সাতিশয় তেজস্বিনী, কদাচ ক্ষমাপর নহেন। তোমরা হিতাহিতবিবেচনাবিমূঢ় ও অত্যন্ত গর্ব্বিত; তথায় গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ করিলেই তাহারা হয় ত তপঃপ্রভাবে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে, নতুবা অমর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। অথবা যদি তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া কোনক্রমে তাহাদিগকে পরাভব কর, তাহা হইলেও নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে। আর তাহাও সহজ ব্যাপার নহে; পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অতি সুকঠিন।

মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া সমুদয় দিব্যাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া বনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি যখন অস্ত্রশিক্ষায় সুনিপুণ হয়েন নাই, তখনই সাগরাম্বরা পৃথিবী জয় করিয়াছেন, অধুনা কৃতাস্ত্র হইয়া কি তোমাদিগকে নিহত করিবেন না? অতএব আমার বাক্যানুসারে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, পাণ্ডবদিগকে বিশ্বাস করিলেই তোমাদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যদ্যপি কোন সৈনিক পুরুষ যুধিষ্ঠিরের অপকার করে, তাহা হইলে সেই অবিবেককৃত কর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগেরই দোষ হইতে পারে। অতএব ধেনুগণের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রমাদিনিরূপক চিহ্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশ্বস্ত পুরুষদিগকে প্রেরণ কর, স্বয়ং তোমার তথায় গমন করা আমার অভিপ্রায়সিদ্ধ হয় না।"

শকুনি কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম

ধার্ম্মিক ; তিনি সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন এবং তদীয় ধর্ম্মাচারী অনুজেরাও তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে আমাদিগের প্রতি কদাচ ক্রোধ করিবেন না। মৃগয়ায় আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং ধেনুগণকে অঙ্কন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা নাই। আমরা তাঁহাদিগের আশ্রমে গমন করিব না এবং তথায় কোন প্রকার অত্যাচারও করিবার অভিলাষ নাই।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বাক্যশ্রবণানন্তর অনিচ্ছাপূর্ব্বক অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবনগমনে অনুজ্ঞা করিলেন। দুর্য্যোধন অনুমতিপ্রাপ্তিমাত্র কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ, সহস্র সহস্র মহিলা এবং মহতী সেনা-সমভিব্যাহারী হইয়া দ্বৈতবনে যাত্রা করিলেন। পৌরগণ স্ব স্ব পত্নী-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। অষ্ট সহস্র রথ, তিন অযুত হস্তী, নবতি শত অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। অসংখ্য শকট, আপণ, বণিক, বন্দী ও মৃগয়াশীল পুরুষ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে নরপতি দুর্য্যোধনের প্রয়াণ সময়ে জনতার আধিক্য হওয়াতে বর্ষাকালীন সমুদ্ধত মহাবায়ুনিস্বনের ন্যায় ঘোরতর গভীর কোলাহলধ্বনি সমুত্থিত হইল। নরপতি সেই জনতা-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া দ্বৈতবনে সমুপস্থিত হইবার দুই ক্রোশ পথ অবশিষ্ট থাকিতে এক বাসোচিত স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

আভীরপল্লী গমন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বহুতর অরণ্য অতিক্রম করিয়া পরিশেষে আভীরপল্লীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় পরিচারকদিগকে আদেশ করিবামাত্র তাহারা ছায়াবহুল মহীরুহসম্পন্ন প্রসন্নসলিলযুক্ত ও সর্ব্বগুণোপেত প্রদেশে দুর্য্যোধনের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং তাঁহারই গৃহ-সন্নিধানে শকুনি, কর্ণ ও রাজসহোদরদিগের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ প্রস্তুত করিল।

দুর্য্যোধন তথায় বাস করিয়া শত সহস্র গো সন্দর্শনপূর্ব্বক গণনা ও চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে সম্যক্ বিদিত হইলেন। পরে বৎস সকলকে যথাক্রমে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে দমনক বলিয়া নির্দ্দেশ করত বালবৎসা ধেনুসকলকেও গণনা করিলেন। অনন্তর ত্রিবর্ষবয়স্ক বৃষদিগের সংখ্যা-নিরূপণ এবং তৎসমুদয় অঙ্কিত করিয়া গোপালগণের সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পৌরজন ও বহুসংখ্যক সৈন্যগণ অমরসমূহের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর তাঁহারা মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মৃগ, মহিষ, বরাহ, গবয় ও ভল্লুকদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক বন্য মাতঙ্গগণকে নিশিত শর দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রমণীয় প্রদেশে মৃগয়া করিতে লাগিলেন। পরে গোরস পান ও অন্যান্য মাংস উপভোগ করিয়া মত্ত-মধুকরসেবিত, ময়ূরগণের

কেকারবমুখরিত, পরম-রমণীয় বন ও উপবন-সকল অবলোকন-পূর্ব্বক সপ্তচ্ছদ, পুন্নাগ ও বকুলসমাকীর্ণ অতি পবিত্র দ্বৈতবন-নামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সরোবরের চতুষ্পার্শে গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরম-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অনায়াসলভ্য বন্য উপকরণ দ্বারা দিব্যবিধানানুসারে নিজ সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর সহিত একদিবস সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন ঐ সরোবরের এক পার্শ্বে ক্রীড়ানিবাস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত শত সহস্র পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় সন্তানগণ, অপ্সরাগণ ও দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া অলকা হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় বিহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ সরোবর সমাবৃত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইলে দ্বারপালগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তখন ভৃত্যগণ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভূপালসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাজা দুর্য্যোধন ঐ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 'শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে অপমানিত কর' এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন।

গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ।

অনন্তর সেনানায়কেরা রাজার নিদেশানুসারে সরোবর-সন্নিধানে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে কহিল, "হে গন্ধর্ব্বগণ! মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন বিহার করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিতেছেন, অতএব তোমরা সত্বরে অপসৃত হও।" গন্ধর্ব্বেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, "রে মূঢ় সৈন্যগণ! তোদের রাজা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অদ্যাপি তাহার চেতনা হয় নাই; কেন না, যেমন দেবগণ বৈশ্যদিগকে আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেও আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোদেরও মৃত্যু নিতান্ত সন্নিকট। কারণ, তোরা তাহারই নিদেশানুসারে আমাদিগকে এইরূপ কহিতেছিস্। অতএব এ স্থান হইতে পলায়ন কর্, নচেৎ অদ্যই শমন-সদনে গমন করিবি।" সেনানায়কেরা গন্ধর্ব্বগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র বেগে ধার্ত্তরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিল এবং গন্ধর্ব্বগণ যাহা যাহা কহিয়াছিল, সকলে একত্র হইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে তৎসমুদয় নিবেদন করিল। প্রতাপবান্ দুর্য্যোধন, গন্ধর্বেরা তাঁহার সেনাগণকে নিবারণ করিয়াছে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা সত্বরে গমন করিয়া সেই অধার্ম্মিক অপ্রিয়কারী গন্ধর্ব্বগণকে শাসন কর। যদি সুররাজ

শতক্রতু সমুদয় দেবগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া তাহাদের সাহায্য করেন, তথাপি তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করিবে না।" দুর্য্যোধনের এইরূপ বচনশ্রবণানন্তর যাবতীয় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা বদ্ধপরিকর হইয়া সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া বলপূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ সান্ত্বনাবাদপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাহাদের বাক্য অনাদর করিয়া বনে প্রবেশ করিল।

পরাজয় ও বন্ধন।

গন্ধর্ব্বগণ যখন দেখিল যে, দুর্য্যোধন-প্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কোনক্রমেই বাক্যে নিবারিত হইবার নহে, তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অত্যাচার নিবেদন করিল। তিনিও তখন ক্রোধে অধীর হইয়া সমাগত সেনাগণকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা শীঘ্র গিয়া সেই অনার্য্যগণের শাসন কর।'

গন্ধর্ব্বগণ চিত্রসেনের অনুজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইল। কুরুসৈন্যেরা গন্ধর্ব্বগণকে বেগে ধাবমান দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর কর্ণ তাহা-দিগকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়াও রণে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

তিনি অয়োময় নিশিত শর-বর্ষণপূর্ব্বক শত শত গন্ধর্ব্বের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন; নিশিত সায়কনিক্ষেপ দ্বারা এককালে অসংখ্য গন্ধর্ব্বগণের মস্তক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ কর্ত্তৃক আহত গন্ধর্ব্বগণ শত সহস্র সংখ্যায় একত্র হইয়া পুনরায় আগমন করিল; চিত্রসেনের সেনাগমে পৃথিবীতল মুহূর্ত্তমধ্যে গন্ধর্ব্বে পরিপূর্ণ হইল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও বিকর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গম্ভীরনিঃস্বন রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে অগ্রসর করিয়া গন্ধর্ব্বসেনার উপর পুনরায় শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণও তাঁহাদিগের প্রতি শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগের শরে পীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে কৌরব-গণ আনন্দিতচিত্তে গর্ব্বভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে কৌরবগণকে বধ করিবার মানসে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইলেন এবং মায়াস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কৌরব-সেনাগণ চিত্রসেনের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হইল। দশ দশ জন গন্ধর্ব্বসেনা এক এক জন কৌরবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে

আরম্ভ করিল, তাহারা শত্রুগণের প্রহারে সাতিশয় পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে দুর্য্যোধনের সেনা সমুদয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেও মহাবীর কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সহায় করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব একত্র হইয়া কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অসি, পট্টিশ, শূল, গদা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কেহ কেহ তাঁহার রথের যুগকাষ্ঠ, কেহ কেহ বা ধ্বজ, কেহ কেহ ঈশা, কেহ কেহ বা অশ্বগণকে, কেহ কেহ সারথিকে, কেহ কেহ বা রথ-গুপ্তি, কেহ কেহ বা রথবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার রথ তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। তখন কর্ণ নিতান্ত নিরূপায় হইয়া অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং আত্মত্রাণের নিমিত্ত সত্বরে বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে অশ্বচালন পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক মহারথ কর্ণ পরাভূত হইলে কৌরবসেনা সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু দুর্য্যোধন সকলকে রণবিমুখ ও পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়াও স্বয়ং বিমুখ হইলেন না। তিনি কেবল একমাত্র সাহসসহায় হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় গন্ধর্ব্ব-সৈন্যের উপর অনবরত শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বসেনা তদীয় অচিন্ত্য শরবর্ষণ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে

নিহত করিবার মানসে রথের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল এবং রথের ধ্বজা, সারথি, যুগ, সৈন্য, অশ্ব, ত্রিবেণু ও তল্প প্রভৃতি সমুদয় বস্তু বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

মহাবাহু চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে বিরথ ও ভূতলনিপতিত অবলোকন করিয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বসকল মিলিত হইয়া রথস্থ দুঃশাসনকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিল। বিবিংশতি, চিত্রসেন বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্র ও রাজপত্নীদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ প্রস্থান করিল। এইরূপে মহীপতি দুর্য্যোধন অপহৃত হইলে তাঁহার সেনাগণ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যানযুগ্ম, শকট, আপণ, ও পূর্ব্বপলায়িত সেনা-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া কহিল, "হে পাণ্ডবগণ! গন্ধর্ব্বগণ মহারাজ দুর্য্যোধন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জন ও রাজপত্নীদিগকে বন্ধন করিয়া হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আপনারা তাঁহাদিগের অনুগমন করুন।" দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ এই কথা বলিয়া অতি দীনমনে বাষ্পাকুললোচনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইল।

ভীমসেন সেই সকল বৃদ্ধ, দীনভাবাপন্ন, যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহ-প্রার্থী, অতি কাতর, দুর্য্যোধনের অমাত্যদিগকে কহিলেন, "আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া গজ-বাজী সংগ্রহপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়-সহকারে যে কার্য্য করিতাম, আজি গন্ধর্ব্বেরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। মনুষ্যের মনোরথ-সকল সফল হয় না; তাহারা মনে মনে এক প্রকার চিন্তা করে, কিন্তু অন্য প্রকার ঘটিয়া

উঠে : কপট-দ্যূতবেদী ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণার ফল এই। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, যাহারা অক্ষম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করে, অবশ্যই তাহারা অন্য দ্বারা প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।

অদ্য গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগের সমক্ষে এই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তিও ভূমণ্ডলে আছে, আমরা স্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু অন্য লোকে আমাদিগের ভার অনায়াসে বহন করিল। যে দুর্ম্মতি মনে করিয়াছিল, আপনি পরমসুখে থাকিবে, আর আমরা শীত, আতপ, বাত ও বর্ষার নিরতিশয় ক্লেশপরম্পারায় কালযাপন করিব, অদ্য সেই অধর্ম্মচারী দুরাত্মা কৌরবের স্বভাবানুবর্ত্তী লোকেরা পরাভব প্রত্যক্ষ করুন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, কুন্তীতনয়েরা অনৃশংস, কিন্তু যে ব্যক্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে এই কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, সেই অধার্ম্মিক।"

উগ্রস্বভাব ভীম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কৌরবদিগের প্রতি এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভীমসেন! এ সময় এরূপ ব্যবহার করা পুরুষের উচিত নহে।"

ভ্রাতৃগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উপদেশ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে বৃকোদর! কৌরবগণ দুরবস্থাগ্রস্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া আমাদিগের আশ্রয় লইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে কিরূপে এই সকল কথা কহিতেছ? দেখ, জ্ঞাতি-বিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ নির্ম্মূল হইবার নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎপুরুষ-দিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতিকার করেন।

আমরা এই স্থলে বহুকাল বাস করিতেছি, দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের অবমাননাপূর্ব্বক এই প্রকার অপ্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং গন্ধর্ব্বেরা দুর্য্যোধনকে অপহরণ ও বলপূর্ব্বক অবলাগণকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে কলঙ্কার্পণ করিতেছে; অতএব এক্ষণে আত্মকুল-রক্ষা ও শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তোমরা শীঘ্র উত্থিত ও সজ্জিত হও। হে ভীম! তুমি অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে বিমোচন কর।

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ অস্ত্র-শস্ত্র পরিগ্রহপূর্ব্বক কাঞ্চন-ধ্বজশালী নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র পরিপূর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের রথ-সকল সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; তোমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া

গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন কর। হে ভীম! একজন সামান্য ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিকে স্বশক্ত্যনুসারে রক্ষা করিয়া থাকে, অতএব তোমার কথা আর কি কহিব। যদি শত্রুগণ 'আমাদিগকে রক্ষা কর' বলিয়া কোন আর্য্য ব্যক্তির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শত্রুকে রক্ষা করা বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রোৎপত্তির তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

দুর্য্যোধন বিপদাপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবলে জীবনলাভের অভিলাষ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? হে বৃকোদর! যদি আমার যজ্ঞ আরব্ধ না হইত, তাহা হইলে আমি অসন্দিগ্ধ-মনে স্বয়ং ধাবমান হইতাম। এক্ষণে তুমি সন্ধিস্থাপন করিয়া দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত কর। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও, তাহা হইলে অল্পমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্যসাধন করিবে। ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তবে সকল উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক শত্রুকে শাসন করিয়া দুর্যোধনকে পরিত্রাণ করিবে। এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি, অতএব এ সময় ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।"

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, "যদি গন্ধর্ব্বরাজ সন্ধি দ্বারা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ না করে, তাহা

হইলে আজি পৃথিবী তাহার শোণিত পান করিবে।" কৌরবগণ অর্জ্জুনের অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত ও নির্ভীক হইল।

গন্ধর্ব্বগণের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ।

রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য-শ্রবণানন্তর ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ প্রহৃষ্টবদনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিচিত্র অভেদ্য কবচ ধারণ ও বিবিধ দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা শীঘ্রগামী তুরঙ্গমসংযুক্ত মহার্ঘ রথে অরোহণপূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন! কৌরব-সৈন্য মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। জয়শীল মহারথ গন্ধর্ব্বগণ নির্ভয়চিত্তে ক্ষণকালমধ্যে সেই কাননে আগমনপূর্ব্বক রথস্থ পাণ্ডবচতুষ্টয়কে সন্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং গন্ধমাদনবাসীরা লোকপালগণের ন্যায় শোভমান সেই পাণ্ডবচতুষ্টয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে তথায় দণ্ডায়মান রহিল, পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অল্পে অল্পে সংগ্রাম হইতে লাগিল।

যখন শত্রুনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, মন্দমতি গন্ধর্ব্ব-সৈন্যগণ মৃদু যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নহে, তখন সান্ত্বনাবাদ

প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, "হে খেচরগণ! তোমরা আমার ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ কর।"

গন্ধর্ব্বগণ যশস্বী অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল, "হে তাত! আমরা অক্ষুব্ধচিত্তে একমাত্র গন্ধর্ব্বরাজের বাক্যানুসারে কার্য্য করি ও তাঁহারই শাসন প্রতিপালন করিয়া থাকি, তিনি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই কার্য্য করিব; তিনি ভিন্ন কেহই আমাদের শাসন-কর্ত্তা নাই।"

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "বল প্রকাশপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করা ও মনুষ্যের সহিত একত্র মিলিত হওয়া গন্ধর্ব্বরাজের নিতান্ত অনুচিত, অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে এই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও উহাদের পত্নীদিগকে পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ইহাদিগকে সহজে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমাদের হস্ত হইতে উহাদিগকে মোচন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।"

সব্যসাচী ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর শাণিত শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব্বেরাও পাণ্ডবগণের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

অনন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন হেমমাল্যধারী গন্ধর্ব্বেরা নিশিত শরবর্ষণ দ্বারা চারিদক্ আচ্ছন্ন করিল। পাণ্ডবচতুষ্টয়ও সহস্র

সহস্র গন্ধর্ব্ব সমবেত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বেরা শরবৃষ্টি দ্বারা কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের রথ যেমন বারংবার ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবচতুষ্টয়ের বর্ম্মও ছিন্ন ভিন্ন করিলেন; পাণ্ডবেরাও শত শত গন্ধর্ব্বদিগকে মুহুর্মুহুঃ শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন গগনচারী গন্ধর্ব্বেরা ক্ষতবিক্ষতদেহ হইয়া কোনক্রমেই তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

বলমদমত্ত ক্রোধাবিষ্ট অর্জ্জুন ক্রোধপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব যমভবনে গমন করিল। পরে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর-প্রহারে শত শত গন্ধর্ব্বকে সংহার করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

গন্ধর্ব্বগণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে উত্থিত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শরপ্রয়োগপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলে তাহারা পিঞ্জরমধ্যগত শকুন্তের ন্যায় শরজাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত গদা ও শক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই শরজাল নিবারণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা কাহার মস্তক, কাহার বা চরণ, কাহার বা বাহু শিলাবৃষ্টির ন্যায় নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে

লাগিল। উহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলস্থ অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন তাহাদিগের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন।

পরে তিনি স্থূলকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। যাদৃশ দৈত্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তদ্রূপ গন্ধর্ব্বেরা অর্জ্জুন-বাণে একান্ত দহ্যমান হইয়া উঠিল। তাহারা যখন ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন অর্জ্জুন বাণপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, পরে তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহাদের গতিরোধ করিলেন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে নিতান্ত ত্রাসিত ও ভীত দেখিয়া এক আয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই অবসরে অর্জ্জুন শর-সমূহ দ্বারা তদীয় হস্তস্থিত গদা সপ্তধা ছেদন করিলেন। তখন চিত্রসেন বিদ্যা-প্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন এবং দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিত্রসেন মায়াবলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগ সকল ব্যর্থ হইল।

মহাবীর অর্জ্জুন, অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইল নিরীক্ষণ করিয়া

ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আকাশগামী দিব্যাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্হিত ব্যক্তির বধসাধন করিবার নিমিত্ত শব্দভেদী বাণ প্রয়োগ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ নিতান্ত পীড়িত ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রিয়সখা চিত্রসেন।" তখন অর্জ্জুন যুদ্ধকাতর প্রিয়সখা চিত্রসেনকে সন্দর্শন করিয়া অস্ত্র সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য পাণ্ডবগণও স্বীয় তুরঙ্গম, শর ও ধনুঃ সকল প্রতিসংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর কুশল-জিজ্ঞাসা করিয়া রথারূঢ় হইলেন।

উদ্ধার।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বসেনাগণমধ্যে চিত্রসেনকে কহিলেন, "হে বীর! আপনি কি নিমিত্ত কৌরবগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আর কি নিমিত্তই বা সভার্য্য দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিলেন?"

চিত্রসেন কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! আমি স্বস্থানে অবস্থিতি করিয়াই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই মন্দমতি মনে করিয়াছিল যে, পাণ্ডবগণ বনমধ্যে অনাথের ন্যায় বাস করিতেছে, এই সময় আমি বিবিধ দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তি-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের দুর্দ্দশা দর্শন

করিব। আর এই সমস্ত কৌরবগণ দ্রৌপদীকে উপহাস করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল। সুররাজ ইন্দ্র উহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমাকে আদেশ করিলেন যে, 'তুমি ত্বরায় গিয়া অমাত্যসমবেত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর ; অর্জ্জুন ও তাহার ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। ধনঞ্জয় তোমার প্রিয়সখা ও শিষ্য।' হে পাণ্ডব! আমি সুররাজের বচনানুসারে এখানে আগমন করিয়া এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়াছি ; এক্ষণে ইহাকে লইয়া সুরলোকে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিব।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে চিত্রসেন! আপনি যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন, কারণ, দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা ; উহাকে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের নিতান্ত অভিপ্রেত।"

চিত্রসেন কহিলেন, "এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করা কোনক্রমে উচিত নহে। এই মন্দমতি ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীকে বঞ্চনা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার দুষ্টাভিপ্রায় জানিতে পারেন নাই। চল, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করি ; পরে তিনি যাহা কহিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে।"

অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ অজাতশত্রু সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর কৌরবগণ ও

তাঁহাদিগের অঙ্গনাগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যে সমর্থ হইয়াও এই দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধন এবং ইহার অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধব-বর্গের কোন হিংসা কর নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; তোমরা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। এই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়কে মুক্ত করাতে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইল। তোমাদের দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; আজ্ঞা কর, কি অভিলাষ সম্পাদন করিব? তোমরা স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সত্বরে গমন কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

চিত্রসেন-প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরাগণ-সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কৌরবগণ যে সমুদয় গন্ধর্ব্বকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিল, দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। পাণ্ডবগণ এইরূপে জ্ঞাতিগণ ও তাহাদের পত্নী-সমুদয়কে বিমুক্ত করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পূজা করিলে তাঁহারা তখন যজ্ঞমধ্যস্থ অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে ভ্রাতৃগণ-সমবেত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! তুমি আর কখনও এরূপ সাহস করিও না, অসমসাহসিক ব্যক্তি কদাপি সুখী হইতে পারে না। যাহা হউক্, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরমসুখে গৃহে গমন কর, অন্তঃকরণে কোন প্রকার দুঃখ চিন্তা করিও না।"

নরপতি দুর্য্যোধন, রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গমন করিলে ভ্রাতৃচতুষ্টয়সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

চরগণের প্রত্যাগমন।

ইতঃপূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ দেশে দেশে চরপ্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা নানা গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্রে পাণ্ডুতনয়গণকে অন্বেষণ করিয়া হস্তিনা-নগরে দুর্য্যোধন-সমীপে উপস্থিত হইল। দেখিল, মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহাত্মা ভীষ্ম ও মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ এবং ভ্রাতৃসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে সমাসীন আছেন। তখন তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আমরা অপ্রতিহত যত্ন সহকারে নানাবিধ লতা-গুল্ম-পাদপ-সমাবৃত বিবিধ মৃগসঙ্কীর্ণ দুরবগাহ অরণ্যানী, গিরিশিখর, দুর্গ, পাণ্ডবগণাধিষ্ঠিত মহারণ্য এবং অন্যান্য জনপদ, জনাকীর্ণ দেশ, অরাতিগণের রাজধানী সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু দৃঢ়বিক্রম পাণ্ডবগণ যে, কোন্ পথে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব আপনিই অদ্যাবধি আমাদিগের শাসন করুন। আপনার মঙ্গল হউক অথবা অনুমতি করুন, পুনরায় পাণ্ডবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

মহারাজ! আর একটি প্রিয়সংবাদ প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যে মহাবীর ত্রিগর্ত্তগণকে ভূয়োভূয়ঃ পরাভূত ও নিহত করিয়াছিল, সেই বিরাটসারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ রজনীযোগে অপরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। এক্ষণে এই প্রিয়সংবাদ, শত্রুগণের পরাভব ও আমাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত পর্য্যালোচনা করিয়া অনন্তর-কর্ত্তব্যকার্য্যে অভিনিবেশ করুন।”

রাজা দুর্য্যোধন সভাসদ্গণকে কহিলেন, “কার্য্যের গতি দুর্জ্ঞেয়, কিছুই বোধগম্য হয় না; অতএব পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখ। এই তাহাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর; এই বৎসরের অধিকাংশই অতিক্রান্ত হইয়াছে, অল্প ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সত্যব্রত পাণ্ডবগণ এই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, রোষাবেশে কৌরবগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব সত্বরে এমন কোন অপ্রতিহত প্রতিবিধানের চেষ্টা কর, যাহাতে সেই কালজ্ঞ পাণ্ডবগণ পুনরায় দীনবেশে অরণ্যানী প্রবেশ করে এবং আমার রাজ্যও চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, অনাকুল ও নিঃসপত্ন হয়।”

তখন কর্ণ কহিলেন, “মহারাজ! আর কতকগুলি ধূর্ত্ত প্রিয়কারী কর্ম্মকুশল বিনীত লোক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সুসমৃদ্ধ জনপদ, গোষ্ঠী এবং সিদ্ধগণসেবিত জনসংকীর্ণ প্রত্যেক

তীর্থ ও প্রত্যেক আকরে পাণ্ডবগণের অন্বেষণ করুক, আর যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে বিশেষরূপে অবগত আছে, তাহারাও সুসংস্কৃত বেশে নদী, কুঞ্জ, তীর্থ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম ও পর্ব্বতাদিতে ছদ্মচারী পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করুক।”

অনন্তর পাপানুরক্ত দুরাত্মা দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “মহারাজ! যে সমুদয় চরগণ আমাদিগের বিশ্বাসভাজন, তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করুক, আর মহামতি কর্ণ যাহা কহিলেন, উহা আমাদেরও অভিপ্রেত; অন্যান্য চরগণও তদনুসারে তৎপ্রদেশে গমন করিয়া তাহাদিগের বাস ও কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হউক। হয়, তাহারা অত্যন্ত গুপ্তভাবে বিচরণ, বাস ও অবস্থান করিতেছে, না হয়, সমুদ্রপারে গমন করিয়াছে, অথবা মহারণ্যে হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, কিংবা অন্য কোন দুরবস্থায় পতিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব হে মহারাজ! আপনি অনাকুলিত-চিত্তে উৎসাহ সহকারে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করুন।”

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, “পাণ্ডবগণ অসাধারণ শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; অতএব তাদৃশ মহাত্মগণ কদাপি বিনাশ বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীতিতত্ত্ব,

ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতার ন্যায় তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব ন্যায়পরায়ণ যুধিষ্ঠির অবশ্যই তাদৃশ বশংবদ ভ্রাতৃগণের হিতানুষ্ঠান করিবেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হয়েন নাই, তাঁহারা কেবল সযত্ন হইয়া সমুচিত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় পরিপূর্ণ না হইতেই যাহা আপনাদের কর্ত্তব্য থাকে, তাহা সম্পাদন করুন; পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা রীতিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাঁহারা সকলেই ধীর, শৌর্য্যশালী, দুর্জ্জেয়, দুর্দ্ধর্ষ ও তপস্বী; বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু, অতি বিশুদ্ধাত্মা, গুণবান্ ও সত্যপরায়ণ; অতএব তাঁহাদিগের অন্বেষণ করা সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ, চর ও সিদ্ধ ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারাই পুনরায় তাঁহাদিগের অন্বেষণে গমন করুন।"

ভীষ্মের উপদেশ।

আচার্য্য দ্রোণ মৌনাবলম্বন করিলে কুরুকুলতিলক শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া সাধুসম্মত ও ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন,—"পাণ্ডবেরা

সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যব্রতপরায়ণ ও বৃদ্ধমতাবলম্বী। সেই ক্ষাত্রধর্ম্মনিরত মহাবল-পরাক্রান্ত সময়াভিজ্ঞ বীর পুরুষেরা কৃষ্ণের অনুগত হইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা কদাচ অবসন্ন হইবেন না। ঐ মহাত্মারা সতত সৎপথে বিচরণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ও স্ববীর্য্যপ্রভাবে সতত পরিরক্ষিত হইতেছেন; অতএব বোধ হয়, কেহই তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

নীতিজ্ঞের নীতিজাল নিতান্ত দুরবগাহ, তথাচ আমরা পাণ্ডবগণের অবস্থানবিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যে কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত, ঈর্ষামূলক নহে। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা মাদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সত্যশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সভামধ্যে ন্যায়ানুগত যথার্থ উপদেশই প্রদান করিবে; এই নিমিত্তই আমি সদুপদেশ-প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অন্যান্য ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নিবাস-নিরূপণ-বিষয়ে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করি না। আমার মত এই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পুর বা জনপদে এই ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিতেছেন, তথাকার ভূপতিগণ অন্যায়াচরণে পরাঙ্মুখ হইবেন এবং জনগণ বদান্য. দান্ত, হৃষ্ট-পুষ্ট, প্রিয়বাদী ও লজ্জাশীল হইবে। তথায় অসূয়া, ঈর্ষা, অভিমান ও

মাৎসর্য্যের অধিকার থাকিবে না; অনবরত বেদধ্বনি শ্রুত, পূর্ণাহুতি প্রদত্ত, বহুদক্ষিণ যাগ-যজ্ঞ সমুদয় সম্পাদিত হইবে; পৃথিবী শস্যসম্পন্ন ও আতঙ্কশূন্য হইবেন, ধান্য বহু পরিমাণে জন্মিবে; ফলসমুদয় রসাল ও ধান্য-সকল সুগন্ধি হইবে, সকলে সতত সদালাপ করিবে; সমীরণ সুখস্পর্শ হইবে; কোন বস্তুই অপ্রতিকূলদর্শন হইবে না; ভয়ের লেশমাত্রও থাকিবে না; তথায় বহুসংখ্যক হৃষ্ট-পুষ্ট ধেনু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে; দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি গব্য এবং সমুদয় পানীয় ও ভোজনীয় দ্রব্যজাত সাতিশয় সুরস ও হিতজনক হইবে; রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ ও শব্দ-সকল মনোহর হইবে; সমুদয় দৃশ্য পদার্থই জনসমূহের নয়ন তৃপ্ত করিবে; দ্বিজাতিগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন এবং সকল লোকই সতত সন্তুষ্ট থাকিবে, দেবপূজা, অতিথিসৎকার, অর্থদান ও যাগ-যজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠানে সবিশেষ আদর প্রদর্শন করিবে, মহোৎসাহসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইবে, অশুভ বিষয়ে বিদ্বেষ ও শুভবিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিবে, কদাচ মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিবে না এবং সতত সৎপথেই বিচরণ করিবে।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্য, ধৃতি, দান, শান্তি, ক্ষমা, কীর্ত্তি, লজ্জা, শ্রী, তেজ, অনৃশংসতা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের একমাত্র আধার। সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, দ্বিজাতিগণও তাঁহাকে সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ নহেন। হে রাজন্! আমি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রচ্ছন্ন-বাসনিরূপণ-বিষয়ে

এইমাত্র উপদেশ প্রদান করিতে পারি। যদি আমার বাক্যে আস্থা হয়, তবে এই সমুদয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, তদবলম্বনে যত্নবান্ হও।”

কৃপাচার্য্যের পরামর্শ।

অনন্তর কৃপাচার্য্য কহিলেন, “মহারাজ! ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত। আমিও ভীষ্মের অনুরূপ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে মহারাজ! কার্য্যকুশল গূঢ়-চর দ্বারা পাণ্ডবগণের গতি-বিধি এবং বাসস্থান-নিরূপণ ও আপনার হিতকর নীতিবিধান করুন। কারণ, যিনি জীবিত থাকিতে বাসনা করেন, সর্ব্বাস্ত্রকুশল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অতি সামান্য শত্রুকেও উপেক্ষা করা তাঁহার উচিত নহে। এক্ষণে মহাত্মা পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হইলে তাঁহাদিগের অভ্যুদয় হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব আপনি স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের বল সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করুন। মহাবল-পরাক্রান্ত অমিততেজা পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইবামাত্র মহীয়সী উৎসাহ-শীলতাসম্পন্ন হইয়া উঠিবেন; অতএব আপনি পূর্ব্বেই কোষশুদ্ধি,

বলশুদ্ধি ও নীতিবিধান করুন। তাঁহাদিগের তাদৃশ অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়, সন্ধি করা যাইবে। হে রাজন্! কোন্ সময়ে কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, তাহা আমি চিন্তা করিতেছি, আপনি আপনার বল, সমুদয় মিত্র ও সৈন্য-সামন্তগণের সামর্থ্য বিবেচনা করুন। আপনার নানাবিধ সৈন্য আছে, তন্মধ্যে কে আপনার অনুরক্ত, কেই বা অননুরক্ত, তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত হউন।

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি উপায় দ্বারা বলবান্ শত্রুকে এবং বলপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে বশীভূত করুন। সান্ত্ববাদ দ্বারা মিত্রমণ্ডলী ও মিস্ট বাক্য দ্বারা সৈন্যগণকে পরিতুষ্ট করুন, তাহা হইলে আপনার কোষশুদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হইবে, আপনি অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন এবং পাণ্ডবেরাই হউক অথবা অন্য কেহই হউক, বলবান্ই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, শত্রু সমুপস্থিত হইলেই তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবেন। হে মহারাজ! যথাযোগ্য সময়ে স্বীয় ধর্ম্মানুসারে ব্যবসায়-বিনিশ্চয় করিয়া এইরূপে কার্য্য-সমাধান করিলে আপনি অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।”

পাণ্ডবগণের আত্ম-প্রকাশ।

পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বাস ও মৎস্যরাজ বিরাটের কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ স্নানান্তর শুক্লবসন ও নানাবিধ আভরণ পরিধানপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভায় আগমন করিয়া রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন। ইত্যবসরে বিরাটরাজ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত সভায় আগমন করিয়া পাবকসন্নিভ পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া রোষাভিভূত হইলেন। পরে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে কঙ্ক! আমি তোমাকে দ্যূতকারী সভ্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম; তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত অলঙ্কৃত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে?"

অর্জ্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে পরিহাসবাসনায় কহিলেন, "হে রাজন্! এই মহাতেজা দেবরাজের অর্দ্ধাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত; ইনি অতি বদান্য, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও অলৌকিক বুদ্ধিশালী; এই ধরামণ্ডলে ইঁহার অপেক্ষা অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই। ইনি পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র, ধনসঞ্চয়ে যক্ষরাজের সমকক্ষ, মহাতেজা মনুর ন্যায় প্রজাগণের অনুগ্রাহক ও প্রতিপালক; ইনি কুরুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ইঁহার কীর্ত্তি সমুদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায়

চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছে। যেমন অমরগণ সর্ব্বদা কিঙ্করের ন্যায় কুবেরের উপাসনা করেন, সেইরূপ কুরুরাজগণ ইঁহার উপাসনা করিত ; ইনি স্বাধীন ও পরাধীন সমুদয় মহীপালকেই বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ করিয়াছিলেন ; অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ইঁহার নিকটে জীবিকালাভ করিত ; ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু, অন্ধ ও প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন ; ইনি দান্ত ও জিতক্রোধ ; ইঁহার শ্রী ও প্রতাপে দুর্য্যোধন, তাহার অনুচরগণ, কর্ণ ও শকুনি নিরন্তর পরিতাপিত হইতেছে। এইরূপ অসীম গুণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহাসনের যোগ্য হইবেন না ?”

বিরাট কহিলেন, “যদি ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির, তাহা হইলে ইঁহার ভ্রাতা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এবং সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীই বা কে ? তাঁহারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, ইহা ত কেহই অবগত নহে।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে নরাধিপ ! যিনি আপনার সূপকার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বল্লবনামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি এই ভীমপরাক্রম ভীম। ইনি দ্রৌপদীর নিমিত্ত গন্ধমাদন-পর্ব্বতে ক্রোধবশ যক্ষগণকে বধ করিয়া দিব্য সৌগন্ধিক কুসুম সকল আহরণ করিয়াছিলেন। যিনি দুরাত্মা কীচকগণকে সংহার করিয়াছিলেন, ইনিই সেই গন্ধর্ব্ব। ইনি আপনার অন্তঃপুরের ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহগণকে হনন করিয়াছিলেন। যিনি আপনার অশ্বপালক তিনি এই নকুল এবং যিনি আপনার গোপালক,

তিনি এই সহদেব। ইঁহারা পরম রূপবান্ ও প্রত্যেকে সহস্র যোদ্ধার সমকক্ষ। এই অলোকসামান্য-রূপসম্পন্না পতিপরায়ণা সৈরিন্ধ্রীই দ্রুপদনন্দিনী, কীচকগণ ইঁহার নিমিত্তই নিহত হইয়াছে। আর আমিই ভীমসেনের অনুজ ও নকুল-সহদেবের পূর্ব্বজ অর্জ্জুন, আপনি আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। "হে রাজন্! সন্তান যেমন জননীর গর্ভে অবস্থান করে, সেইরূপ আমরা আপনার আলয়ে পরমসুখে অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।"

অর্জ্জুনের পরিচয়প্রদান পরিসমাপ্ত হইলে বিরাটতনয় উত্তর পুনরায় তাঁহাদিগের পরিচয়-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন, "তাত! এই যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, সিংহের ন্যায় প্রবৃদ্ধ, উন্নতনাসা-সম্পন্ন ও লোহিতায়তনেত্র পুরুষকে দেখিতেছেন, ইনি রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্তমাতঙ্গগামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্থূলস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু পুরুষকে দেখিতেছেন, ইনি বৃকোদর। ইঁহার পার্শ্বে যে বারণযূথপতি সদৃশ, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, গজরাজগামী, কমলায়তলোচন, শ্যামকলেবর যুবা দণ্ডায়মান আছেন, ইনিই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। ঐ যে উপেন্দ্র ও মহেন্দ্র সদৃশ দুইটি পুরুষ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া উপবিষ্ট আছেন, মনুষ্যলোকে যাঁহাদিগের রূপলাবণ্য, বলবিক্রম ও সুশীলতার তুলনা নাই, ইঁহারাই নকুল-সহদেব। আর ঐ যে মূর্ত্তিমতী পার্ব্বতীর ন্যায় স্নিগ্ধদর্শনা, ইন্দীবরের ন্যায় মনোহারিণী, সুরকামিনীর ন্যায় বিগ্রহবতী, লক্ষ্মী সদৃশা রমণী ইঁহাদিগের

পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া আছেন, ইনিই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা।”

এইরূপে রাজকুমার উত্তর পিতার সমক্ষে পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনের বলবিক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন; “ইনিই মৃগকুলসংহারকারী কেশরীর ন্যায় অরাতি-গণকে নিপাতিত করিয়াছেন এবং রথ-সমূহ ভগ্ন করিয়া অক্ষুব্ধ-চিত্তে সমরে বিচরণ করিয়াছিলেন, প্রকাণ্ড-কলেবর মাতঙ্গগণ ইঁহার একমাত্র বাণে আহত হইয়া বিশাল দশনদ্বয় ধরাতলে প্রোথিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, ইনিই গো সমস্ত প্রত্যানীত ও কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন; ইঁহারই শঙ্খনাদে আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়াছিল।”

মৎস্যরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “তবে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি তোমার মত হয়, বল, আমি এক্ষণেই ধনঞ্জয়কে উত্তরা প্রদান করি।”

উত্তর কহিলেন, “আমার মতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পূজনীয় ও মাননীয় এবং প্রকৃত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব সৎকারোচিত মহাভাগ পাণ্ডবগণকে পূজা করুন।”

বিরাট কহিলেন, “আমিও শত্রুগণের হস্তগত হইয়াছিলাম; ভীমসেন আমাকে মুক্ত করিয়া গোধন সকল প্রত্যানয়ন করিয়া-ছেন। ফলতঃ আমরা ইঁহাদিগেরই বাহুবলে সংগ্রামে জয়ী হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে

রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুজগণের সৎকার করি। আমরা অজ্ঞাতসারে ইঁহাদিগকে যাহা কিছু কহিয়াছি, বোধ হয়, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তৎসমুদয় ক্ষমা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।” বিরাট-রাজ এই কথা কহিয়া প্রফুল্লবদনে প্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে শিষ্টাচারসহকারে সৎকারপূর্ব্বক দণ্ড, কোষ ও নগর-সমেত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন এবং [illegible] সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!’ বলিয়া অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুলও সহদেবের মস্তক আঘ্রাণ, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও বারংবার দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাজা বিরাট প্রীতিপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “মহাভাগ! ভাগ্যক্রমে আপনারা নির্ব্বিঘ্নে অরণ্য হইতে আগমন এবং দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিয়াছেন। আমার রাজ্যাদি যাহা কিছু আছে, আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ করুন। সব্য-সাচী ধনঞ্জয় উত্তরার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এক্ষণে ইনিই তাহার পাণিগ্রহণ করুন।”

রাজা যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি মৎস্যরাজকে কহিলেন, “হে রাজন্! মৎস্য ও ভরতকুলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়া একান্ত সমুচিত, অতএব আজি আমি স্নুষারূপে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম। আমি নিরন্তর অন্তঃপুরে আপনার কন্যার সহিত একত্র বাস করিতেছি; তিনি কি রহস্য, কি প্রকাশ্য, সকল বিষয়েই আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন;

আমি তাঁহাকে পরম প্রযত্ন সহকারে নৃত্য-গীত শিক্ষা করাইতাম বলিয়া তিনিও আমাকে সম্মানভাজন আচার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। অতএব উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি। বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয়, সাক্ষাৎ দেবকুমারসদৃশ, অস্ত্র-কোবিদ, আমার পুত্র অভিমন্যু আপনার জামাতা ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র।”

বিরাটরাজ কহিলেন, “হে কৌন্তেয়! আপনি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ; উত্তরার পাণিগ্রহণ অস্বীকার করা আপনার পক্ষে সম্যক্ উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করুন। আমি যখন আপনার সহিত সম্বন্ধ করিলাম, তখন আমার সমুদয় কামনা সম্পন্ন হইল।” অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ-বন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের নিকট চর প্রেরিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর এক চর দ্বারা বাসুদেবকে এই সংবাদ অবগত করাইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৎস্যরাজ্যে পাণ্ডবসভা।

পাণ্ডব ও তাঁহাদের আত্মীয়গণ অভিমন্যুর বিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক যামিনীযোগে বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকালে বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিলেন। বিরাটরাজ ও দ্রুপদরাজ প্রথমে আসন পরিগ্রহ করিলে বসুদেব প্রভৃতি মান্যতম বৃদ্ধগণ উপবেশন করিলেন। পরে সাত্যকি ও বলদেব পাঞ্চালরাজ-সমীপে এবং যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব বিরাটরাজসন্নিধানে সমাসীন হইলেন। তৎপরে দ্রুপদরাজের পুত্ত্রগণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বিরাটপুত্ত্রগণ এবং পাণ্ডবসদৃশ শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও রূপবান্ দ্রৌপদেয়গণ সুবর্ণভূষিত আসনে অধিষ্ঠান করিলেন।

অনন্তর মহারথ নৃপগণ বিবিধ বিচিত্র কথোপকথনানন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন বাসুদেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া মহার্থসম্পন্ন ঔদার্য্যযুক্ত বাক্যসকল কহিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে রাজন্যবর্গ! সৌবল যেরূপ শঠতাপূর্ব্বক এই রাজা

ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত, হৃতরাজ্য ও বনবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডল বলপূর্ব্বক স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল সত্যপরায়ণতাপ্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর এই দুরনুষ্ঠেয় ব্রত স্বীকার করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অজ্ঞাতবাসসময়ে আপনাদিগের নিবাসে দাসত্বপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃসহ ক্লেশরাশি সহ্য করিয়া দুস্তর ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও আপনাদের অগোচর নাই। এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না; কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বলবীর্য্যে ইঁহাদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল শঠতাপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়া ইঁহাদিগকে অসহ্য ক্লেশানলে দগ্ধ করিয়াছেন, তথাপি ইঁহারা তাঁহাদিগের অনাময়ই কামনা করিতেছেন। ইঁহারা স্বয়ং ভূপতিগণকে নিষ্পীড়িত করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা এরূপ অসাধু যে, রাজ্যাপহরণমানসে বিবিধ উপায় দ্বারা ইঁহাদিগকে বাল্যাবস্থাতেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অতএব কৌরবগণের ঈদৃশ প্রবল লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা ও ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা

করিয়া আপনারা সমবেত বা পৃথগ্‌ভূত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করুন।

ইঁহারা প্রতিজ্ঞাত সময় প্রতিপালনপূর্ব্বক সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু কৌরবেরা ইঁহাদিগের প্রতি সতত অন্যায়াচরণ করিতেছেন। অতএব পাণ্ডবগণ সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে নিহত করুন্ কিংবা সুহৃদ্‌গণ অসদৃশ কার্য্য-সকল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করুন্। যদি কৌরবগণ ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ইঁহারা আহত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবেন,. সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্য্যোধন এ বিষয়ে কি করিবেন, তাহা কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারি নাই; তাঁহার অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কার্য্যারম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত? অতএব যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন, এইরূপ সন্ধির নির্মিত্ত কোন ধার্ম্মিক কুলীন প্রমাদশূন্য পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন।”

বলদেব জনার্দ্দনের ধর্ম্মার্থযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

বলদেব কহিলেন, “আপনারা সকলেই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাসুদেববাক্য শ্রবণ করিলেন; উহা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেরূপ শ্রেয়স্কর, রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষেও সেইরূপ। পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হইতে সম্মত আছেন; অতএব মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ

প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত পরম সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন। শত্রুগণ যথানিয়মে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে পাণ্ডবেরা অর্দ্ধরাজ্যলাভেও প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবেন, তাহা হইলে প্রজাগণের আর কোন প্রকার অনিষ্ট-ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না। এক্ষণে আমার মতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি উভয়কুলের শান্তিসাধনার্থ দুর্য্যোধন-সমীপে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, তদ্বিষয়ে তাঁহার কি মত, ইহা অবগত হউন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমধিক সম্পত্তিশালী ছিলেন; কিন্তু দ্যূতে প্রমত্ত হইয়াই আপনার সমস্ত রাজ্য পরহস্তগত করিয়াছেন। ইনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ নহেন, সমুদয় সুহৃদ্গণ তদ্বিষয়ে ইঁহাকে নিষেধও করিয়াছিলেন, তথাপি ইনি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের সভামধ্যে এরূপ সহস্র সহস্র অক্ষবেদী ছিল, যাহাদিগকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিতেন, কিন্তু দৈবের কি দুর্ব্বিপাক! ইনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অক্ষপারদর্শী গান্ধাররাজ শকুনিকে দ্যূতে আহ্বান করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ইঁহার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া পরাজয়পূর্ব্বক ইঁহার সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিল, ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অতএব একজন বাগ্মী পুরুষ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক

সন্ধিবিষয়ে প্রস্তাব করুন, তাহতে তিনি অবশ্যই সম্মত হইবেন। কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম না করিয়া সন্ধি করাই কর্ত্তব্য; সন্ধিলব্ধ অর্থই হিতকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা লাভ হয়, তাহা অনর্থের মূল।"

বলভদ্র এই কথা বলিবামাত্র মহাবীর সাত্যকি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলদেবের বাক্যে দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তোমার যেরূপ প্রকৃতি, তুমি তদ্রূপই কহিতেছ। দেখ, এই ভূমণ্ডলে শূর ও কাপুরুষ এই উভয়বিধ লোক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেমন এক বৃক্ষে ফলবান্ ও ফলহীন শাখা সঞ্জাত হয়, তদ্রূপ এক বংশে ক্লীব ও শূর এই দুই প্রকার পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। হে হলধর! আমি তোমার বাক্যে অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা স্থিরচিত্তে তোমার এই বাক্য শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছি। কোন ব্যক্তি অকুতোভয়ে সভামধ্যে নির্দ্দোষ ধর্ম্মরাজের প্রতি অণুমাত্র দোষারোপ করিয়াও কি পুনরায় কথা কহিতে সমর্থ হয়? যখন অক্ষবিশারদগণ এই দ্যূতানভিজ্ঞ মহাত্মাকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া পরাজয় করিয়াছে, তখন তাহাদিগের জয় কিরূপে ধর্ম্মানুগত হইল? যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির আপনার গৃহে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেন, আর দুর্য্যোধনাদি তথায় সমাগত হইয়া ইঁহাকে পরাজয় করিত, তাহা হইলে ইনি ধর্ম্মতঃ পরাজিত হইতেন। কিন্তু ঐ দুরাত্মাগণ তাহা না করিয়া, যখন ইঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কপটদ্যূতে পরাজয় করিয়াছে, তখন

তাহাদের মঙ্গল কোথায়? এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কি নিমিত্ত সেই দুরাত্মাদের নিকট অবনত হইবেন? ইনি বনবাস হইতে মুক্ত হইবামাত্র স্বীয় পৈতৃক পদের অধিকারী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত স্বীয় পৈতৃক রাজ্য অধিকারার্থ প্রার্থনা করিবেন? যদি পরের ঐশ্বর্য্যগ্রহণেও ইঁহার অভিলাষ জন্মে, তাহাও যাচ্ঞা করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর পাণ্ডবগণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসরূপ প্রতিজ্ঞা সম্যক্ প্রতিপালন করিয়াছেন, তথাপি পাপাত্মা কৌরবগণ সর্ব্বদা কহিয়া থাকে, পাণ্ডুনন্দনগণ ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যেই পরিজ্ঞাত হইয়াছে। অতএব কিরূপে দুরাত্মাদিগের রাজ্যাপহরণ-বাসনা নাই বলা যাইবে এবং কি প্রকারেই বা উহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া বোধ করিব?

ঐ দুরাত্মারা মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়াও পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক-রাজ্যদানে সম্মত হইতেছে না। আমি স্বীয় নিশিত শরনিকরে সেই দুরাত্মাদিগকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মরাজের চরণে পাতিত করিব, তাহার সন্দেহ নাই। যেমন মহীধরগণ বজ্রের বেগ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ সমরাঙ্গনচারী ক্রোধোদ্ধত যুযুধানের প্রতাপ সহ্য করিতে কাহারও শক্তি নাই। কোন্ ব্যক্তি মহাবীর অর্জ্জুন, গদাপাণি ভীমসেন, নকুল, সহদেব অভিমন্যুপ্রমুখ বীরগণকে ও আমাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? অতএব আমরা

অনায়াসেই শকুনি, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। আততায়ী শত্রু-গণকে বিনাশ করিলে অধর্ম্মের লেশ নাই, প্রত্যুত তাহাদের নিকট যাচ্ঞা অধর্ম্ম ও অযশস্কর। এক্ষণে তোমরা সতর্ক হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনোরথ পরিপূর্ণ কর। হয় আজি কৌরব-গণ সম্মানপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পৈতৃকরাজ্য প্রদান করুক, নতুবা তাহারা আমাদিগের শরজালে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া ধরাতলশায়ী হউক।"

দ্রুপদ কহিলেন, "আপনি যেরূপ কহিলেন, নিঃসন্দেহ তাহাই হইবে। দুর্য্যোধন স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না, পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিরন্তর তাহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া থাকেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতাবশতঃ এবং কর্ণ ও শকুনি মূর্খতাপ্রযুক্ত তাহারই ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছেন; অতএব আমার মতেও বলদেবের বাক্য নিতান্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।

দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্তবাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়, মৃদুতা অবলম্বন করিলে সেই পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হইবে না। কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহিত শান্ত ব্যবহার করিলে দুর্য্যোধন তাহাকে মৃদু ও অসার বিবেচনা করিয়া থাকে। আমরা মৃদু হইলে সে নিয়তই এইরূপ অনুমান করিবে যে, সে অনায়াসেই কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হইবে। অতএব আমাদিগের এইরূপ অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্নবিধান কর। সৈন্য সংগ্রহ ও মিত্রগণের নিকট

দূত প্রেরণ কর। সর্ব্বত্রই দূত প্রেরণ করিবে। যিনি অগ্রে দূত প্রেরণ করেন, সাধুলোকেরা তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন; অতএব আমরা অগ্রেই সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিব। কারণ, এক্ষণে আমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বহ কার্য্যভার বহন করিতে হইবে।”

বাসুদেব কহিলেন, “দ্রুপদরাজ পাণ্ডবরাজের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যে কথার উল্লেখ করিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কোনক্রমেই অসম্ভাবিত বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করাই আমা-দিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অন্যথাচরণ করিলে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখনও মর্য্যাদা লঙ্ঘন-পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব। আপনি বয়সে ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমরা আপনার শিষ্যস্বরূপ; অতএব যে সকল বাক্য পাণ্ডবদিগের পক্ষে অর্থকর, আপনি তাহার উল্লেখ করুন; আপনার বাক্যে আমাদের সংশয় জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি দুর্য্যোধন ন্যায়তঃ সন্ধিসংস্থাপন করে, তাহা হইলে আর কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাত্রনাশ বা কুলক্ষয় হয় না; কিন্তু যদি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দর্পান্বিত হইয়া মোহবশতঃ সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের

নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন।”

অনন্তর বিরাটরাজ কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দ্বারকায় প্রেরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতিগণের সহিত সাংগ্রামিক আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে মহীপতি দ্রুপদ ও বিরাটরাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত একবাক্য হইয়া ভূপালগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহীপালবৃন্দ, পাণ্ডবগণ, মৎস্যরাজ ও পাঞ্চাল-মহীপতির আদেশে হৃষ্টচিত্তে সসৈন্যে বিরাট-নগরে সমাগত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণও চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূপালসকলকে আনয়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কুরুপাণ্ডবের নিমিত্ত সমাগত রাজগণের প্রয়াণে ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে বীরপুরুষ-সকল আগমন করিতে লাগিল, চতুরঙ্গিণী সেনায় বসুমতী সঙ্কুলা হইয়া উঠিল। অনন্তর পাঞ্চালরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে প্রজ্ঞাশালী বয়োবৃদ্ধ স্বীয় পুরোহিতকে কৌরবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

কৌরবসভায় দূত প্রেরণ

দ্রুপদ কহিলেন, “হে দ্বিজেন্দ্র! নিখিল ভূতের মধ্যে প্রাণী, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ। বেদজ্ঞের মধ্যে যাঁহারা

জ্ঞানানুরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবেত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আপনি বেদে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান, অতি বিশিষ্ট-বংশোৎপন্ন, পরিণতবয়স্ক, শাস্ত্রে পারদর্শী এবং ধীশক্তিসম্পন্ন; অতএব আপনাকে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের কোন পরিচয় প্রদান করিতে হইবে না; আপনি তাহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন। শত্রুগণ ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে সরলহৃদয় পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিয়াছে। বিদুর বারংবার অনুনয় করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অক্ষধূর্ত্ত শকুনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ক্ষাত্রধর্ম্মের একান্ত অনুগত ও অক্ষে নিতান্ত অনভিজ্ঞ জানিয়াও দ্যূতে আহ্বান করিয়াছিল। যাহারা এরূপ কপটতাচরণে ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহারা কোনক্রমেই স্বয়ং রাজ্য প্রদান করিবে না; অতএব আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করিয়া তদীয় যোদ্ধৃবর্গের মন আবর্ত্তিত করিবেন। এ দিকে বিদুরও আপনার বাক্যশ্রবণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতির পরস্পর ভেদ উপস্থিত করিবেন। অমাত্যবর্গের অন্তর্ভেদ ও সৈনিকেরা বিমুখ হইলে তাহাদিগের একতা-সম্পাদনের নিমিত্ত কৌরবগণকে সাতিশয় যত্নবান্ হইতে হইবে। সেই অবকাশে পাণ্ডবেরা একাগ্রচিত্তে সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি সাংগ্রামিক কার্য্য ও দ্রব্য সকলের আয়োজন করিবেন। তাঁহাদিগের আত্মভেদ উপস্থিত হইলে আপনি

তদ্বিষয়ের পোষকতা করিবেন। তাহা হইলে বিপক্ষেরা আর তাদৃশ সেনা-সংগ্রহ প্রভৃতি সামরিক কর্ম্ম করিতে পারিবে না। এক্ষণে ইহাই প্রধান প্রয়োজন বোধ হইতেছে; অতএব আপনি যত্নপূর্ব্বক আমাদিগের এই উদ্দেশ্যসাধন করুন।”

রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আপনার বাক্য একান্ত সঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদিত জানিয়া তাহাতে অনুমোদন করিবেন, আপনিও তখন কৌরবগণের সহিত ধর্ম্মব্যবহার করিয়া কৃপালু ব্যক্তিদিগের নিকট পাণ্ডবগণের দুঃসহ দুঃখপরম্পরা কীর্ত্তন ও বৃদ্ধদিগের নিকট পূর্ব্বপুরুষাচরিত কুলধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া নিঃসংশয়ে উহাঁদিগের মনোভেদ করিবেন। তাহাতে আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই; আপনি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ও দূতকর্ম্মে নিযুক্ত, বিশেষতঃ স্থবির; অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত বিজয়প্রদ শুভ সময়ে পাণ্ডবদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত অবিলম্বে কৌরবসকাশে গমন করুন।” নীতিশাস্ত্রবিশারদ পুরোহিত দ্রুপদরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অনুনীত হইয়া পাথেয় গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবহিতার্থে শিষ্যগণসমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ।

পাণ্ডব প্রভৃতি মহীপালগণ স্থানে স্থানে নরপতিগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন; ধনঞ্জয় স্বয়ং কেবল দ্বারাবতী নগরে গমন করিলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধনও গুপ্তচর দ্বারা পাণ্ডবগণের বিচেষ্টিত সকল অবগত হইয়া বায়ুবেগশালী তুরঙ্গসমূহের সাহায্যে দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধনও ধনঞ্জয় উভয় বীরই এক দিবসে আনর্ত্তদেশে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন; ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয়, পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগতপ্রশ্নসহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহার্দ্দ, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, আপনি সাধুগণের

শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ গ্রহণ করিবে; অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ গ্রহণ করাই উচিত।" এই বলিয়া ভগবান্ যদু-নন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিকপদ গ্রহণ করুক, আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর হয়, তাহাই অবলম্বন কর।"

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমরপরাঙ্মুখ হইবেন শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ বিবেচনা করিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি সমস্ত নারায়ণী সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক রৌহিণেয়সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার আগমন-হেতু নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন, "হে নররাজ! আমি বিরাট-রাজ-ভবনে বৈবাহিক সভায় তোমার নিমিত্ত হৃষীকেশকে নিগ্রহ

পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম যে, আমাদিগের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের সম্বন্ধগত কিছুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই; তথাপি হৃষীকেশ আমার ঐ সকল বাক্য গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু হৃষীকেশ বিনা ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে আমার সামর্থ্য নাই। আমি তাঁহার অনুরোধে এই স্থির করিয়াছি যে, কি ধনঞ্জয়ের কি তোমার কাহারও সাহায্য করিব না। অতএব প্রস্থান কর, তুমি সকল-পার্থিবপূজিত ভারতবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, অবশ্যই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে।"

বলদেবের বাক্যাবসান হইলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ ও ন্যস্তশস্ত্র মনে করিয়া যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ হইবে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৃতবর্ম্মার সমীপে গমন করিলে সেই মহাত্মা তাঁহাকে অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিলেন। এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন ভীমবল বলসমূহে পরিবৃত হইয়া সুহৃদ্গণের হর্ষোৎপাদন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে পার্থ! তুমি আমাকে সমরে পরাঙ্মুখ জানিয়াও কি নিমিত্ত বরণ করিলে?"

অর্জ্জুন কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিতে সমর্থ ও আপনার কীর্ত্তিও ত্রিলোকবিখ্যাত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশোলাভ করিব, এই বাসনায় আপনাকে সমর-পরাঙ্মুখ জানিয়াও বরণ করিয়াছি। আমার অভিলাষ এই যে,

আপনি আমার সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিয়া আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন।"

বাসুদেব কহিলেন, "অর্জ্জুন! তুমি আমার সহিত যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, তাহা নিতান্ত উপযুক্ত। আমি তোমার সারথ্য গ্রহণ করিয়া কামনা পরিপূর্ণ করিব।"

কৌরব সভায় পাঞ্চাল রাজ-পুরোহিতের দৌত্য।

পাঞ্চালরাজের পুরোহিত কৌরবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন। তিনি কুশল-সংবাদ প্রদান ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া সেনানিগণের সমক্ষে কহিলেন, "হে সভাসদ্‌গণ! আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম্ম অবগত আছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই প্রস্তাবে তাহার সবিশেষ উপযোগিতা আছে, এই নিমিত্ত পুনরায় কহিতেছি, হে কৌরবগণ! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই একজনের সন্তান. পৈতৃক ধনে ইঁহাদিগের উভয়েরই সমান অধিকার; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ করিলেন আর পাণ্ডুনন্দনগণ তাহাতে বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ কি?

আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের পৈতৃক দ্রব্য গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা প্রাণপণে তাঁহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পিতার অনুমতি অনুসারে শকুনির সাহায্যে ছল দ্বারা তাঁহাদিগের স্ববলবর্দ্ধিত রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন ; সভামধ্যে তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী দ্রুপদনন্দিনীকে নিগৃহীত ও ত্রয়োদশবর্ষ মহারণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা বনবাস সময়ে যে সমস্ত ক্লেশ ও বিরাটনগরে গর্ভস্থিত জীবের ন্যায় যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। তথাপি তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রকৃত সমুদয় নিগ্রহ বিস্মৃত হইয়া সন্ধিস্থাপনে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন।

আপনারা উভয় পক্ষেরই ব্যবহার অবগত হইলেন, এক্ষণে দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করুন। পাণ্ডবগণ সমধিক বলবান্ হইয়াও কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, লোকহিংসা ব্যতিরেকে অংশলাভ করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন যে কি বিবেচনা করিয়া বিগ্রহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। দেখুন, সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং সমরোন্মুখ হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে। সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব

ইঁহারা সহস্র অক্ষৌহিণীর সমকক্ষ; মহাবাহু ধনঞ্জয়ও আপনাদিগের এই একাদশ অক্ষৌহিণী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনবল নহেন। তিনি যেমন সমস্ত যোদ্ধার প্রধান, মহাদ্যুতি বাসুদেবও সেইরূপ। এই প্রকার সেনা সংখ্যার বহুলতা, কিরীটীর রণদক্ষতা ও বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তা অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে? অতএব আপনারা ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে দেয় বিষয় প্রদান করুন, অদ্যাপি ইহার কাল অতীত হয় নাই।”

প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীষ্ম ব্রাহ্মণমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, “হে ভগবন্! ভাগ্যবলে পাণ্ডবগণ ও মধুসূদন কুশলে কালযাপন করিতেছেন, ভাগ্যবলে তাঁহারা সহায়সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মপথে একান্ত নিরত রহিয়াছেন এবং ভাগ্যবলেই তাঁহারা বান্ধবগণের সহিত সংগ্রামাভিলাষ পরিহার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। পাণ্ডবেরা বনবাস ক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। মহারথ কিরীটী অলৌকিক বলশালী, এই ত্রিলোকমধ্যে রণস্থলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে পারে? অন্য ধনুর্দ্ধারীর কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজও তাঁহার সহিত সংগ্রাম কবিতে সমর্থ হয়েন না।”

মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে ও অহঙ্কারে ভীষ্মদেবের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিলেন, "হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে শকুনি রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে দ্যূতক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করেন; রাজা যুধিষ্ঠিরও প্রতিজ্ঞানুসারে বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ত্রিলোকে এ কথা কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং আমরা আর এ বিষয়ের উল্লেখ করিব না। এক্ষণে তিনি মূর্খের ন্যায় সেই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া মৎস্য ও পাঞ্চালদিগের সাহায্যে সমস্ত পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শত্রুকেও সমস্ত পৃথিবী দান করিতে পারেন; কিন্তু ভয়প্রদর্শন করিলে এক পদ ভূমিও প্রদান করেন না; অতএব যদি তাঁহারা পুনরায় পৈতৃক রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞাকাল অতিবাহিত করুন; পরে মহারাজ দুর্য্যোধনের অঙ্কে নিঃশঙ্কে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। মূর্খতাবশতঃ যেন কদাচ অধার্ম্মিকী বুদ্ধি অবলম্বন না করেন। আর তাঁহারা যদি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্তই যুদ্ধের বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রণস্থলে কৌরবগণের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমার বাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে কর্ণ! তুমি বাক্যে সাতিশয় অহঙ্কার

প্রকাশ করিতেছ বটে, কিন্তু অর্জ্জুন একাকী রণস্থলে ছয় রথীকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহা একবার তোমার স্মরণ করা উচিত। ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, যদি আমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে সমরাঙ্গনের পাংশুজাল ভক্ষণ করিতে হইবে।" অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে প্রসন্ন ও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া কর্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "হে কর্ণ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তাহা আমাদিগের শুভঙ্কর, পাণ্ডবগণের হিতকর ও সমস্ত জগতের শ্রেয়স্কর হইতেছে বিবেচনা করিয়া আমি পাণ্ডবগণের নিকটে সঞ্জয়কে প্রেরণ করিব। তিনি অদ্যই তাঁহাদিগের নিকট গমন করুন।" এই বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক বিরাট-পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন।

পাণ্ডবসভায় সঞ্জয়ের দৌত্য।

অনন্তর, সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিরাটরাজ্যে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রীতমনে কহিলেন, "মহারাজ! ভাগ্যবলে আমি আপনাকে অরোগ ও সহায়সম্পন্ন দেখিতেছি। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার কুশল

সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; এক্ষণে আপনি, মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেব ত কুশলে আছেন, এবং দ্রুপদনন্দিনী ও তাঁহার পুত্রগণের ত সার্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ?”

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ? তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম ; আমি অনুজগণের সহিত কুশলে আছি। বহুকালের পর কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুশল-সমাচার অবগত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে দর্শন করিয়া আহ্লাদবশতঃ বোধ হইতেছে যেন, তাঁহাকেও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম ত কুশলে আছেন ? আমাদের উপর তাঁহার যে স্নেহ ও সদ্ভাব ছিল, তাহা ত বিলুপ্ত হয় নাই ? আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইহাঁরা ত সুস্থশরীরে কাল-যাপন করিতেছেন ? ইহাঁরা ত কৌরবগণের প্রতি একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের নিকট ত সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেছেন ? রাজকুমার যুযুৎসু ও অমাত্য কর্ণ ইহাঁরা ত কুশলে আছেন ?

ভারতজননী বৃদ্ধা রমণী সকল, দাসভার্য্যা, বধূ, পুত্র, ভাগিনেয়, ভগিনী ও দৌহিত্র সকলের ত মঙ্গল? রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে দত্ত গ্রামাদি ত প্রত্যাহরণ করেন নাই ? তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্মণদিগের অবমাননায় কি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন ? তিনি স্বর্গের সোপানভূত দত্ত বৃত্তি-সমুদয় ত বিলুপ্ত করেন নাই ? হে

সঞ্জয়! বিধাতা বৃত্তির প্রতিপালন পরলোকে শুভকর ও ইহ-লোকে যশস্কর বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা যদি লোভসংবরণ না করেন, তাহা হইলে সমস্ত কৌরবগণ বিনষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার আত্মজগণ অমাত্যদিগকে ত যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন? তাঁহার শত্রুগণ সুহৃদ্বর্গের ন্যায় ঐকমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ত সুহৃদ্ভেদ উৎপাদন করিতেছে না? কৌরবগণ ত তাঁহাদিগকে অসৎ পরামর্শ প্রদান করেন না? দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইঁহারা ত আমাদিগের অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত কোন সঙ্কল্প করিতেছেন না? তাঁহারা ত সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনার্থ মন্ত্রণা প্রদান করেন? তাঁহারা যোদ্ধৃবর্গকে সমবেত দেখিয়া অর্জ্জুনের কার্য্যসমুদয় ও তাঁহার জলধর-নির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি ত স্মরণ করিয়া থাকেন?

আমি মহাবীর অর্জ্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা আর দৃষ্টিগোচর করি নাই; তিনি একষষ্টি সুতীক্ষ্ণ পুঙ্খযুক্ত শর এককালে নিক্ষেপ করিতে পারেন। ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া মহারণ্যে মদস্রাবী মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় সংগ্রামমধ্যে শত্রুগণকে ভীত ও কম্পিত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? মাদ্রীতনয় সহদেব বাম ও দক্ষিণ হস্তে অনবরত শরক্ষেপ করিয়া সমাগত কলিঙ্গদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিরা থাকেন? পূর্ব্বে

আমি তোমার সমক্ষে শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত মহাবীর নকুলকে প্রেরণ করিলে তিনি সমস্ত পশ্চিম-দিগ্বিভাগ বশীভূত করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন ? ঘোষযাত্রাপ্রস্থিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দুর্মন্ত্রণাবশতঃ দ্বৈতবনে যে পরাভব হইয়াছিল এবং ভীম ও অর্জ্জুন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগকে যে মোচন করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন ? আমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে দানাদি উপায় দ্বারা পরাজয় করিতে অসমর্থ এবং একমাত্র সামরূপ উপায় দ্বারাও তাঁহাকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিব না ; অতএব এক্ষণে দণ্ডরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে পাণ্ডবরাজ ! আপনি যে সকল কুরু ও কুরুশ্রেষ্ঠের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। সাধু অসাধু উভয় প্রকার লোকই দুর্য্যোধনের পক্ষে আছে ; কিন্তু যিনি শত্রুগণকেও দান করিয়া থাকেন, তিনি যে ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিলোপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। আপনারা সদাচারপরায়ণ হইলেও মিত্রদ্রোহী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ আপনাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আপনারা পূর্ব্বে যখন অপকৃত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অণুমাত্র অপকার করেন নাই, তখন তাঁহাদিগের প্রতি অপকৃত ব্যক্তির ন্যায় হিংস্র ব্যবহার করা আপনাদের কর্ত্তব্য নহে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ-বিষয়ে অনুমোদন করেন নাই। আপনারা

সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও যখন তাদৃশ ক্লেশরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন অনাগত ভবিষ্য ঘটনা পুরুষগণের নিতান্ত দুর্জ্জেয়, তাহার সন্দেহ নাই। কামার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতএব যাহাতে উভয় পক্ষের মঙ্গল হয় এইরূপ সন্ধিসংস্থাপনে যত্নশীল হউন এবং আপনার পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র গত যামিনীযোগে আমাকে যাহা কহিয়াছেন, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ, বাসুদেব, যুযুধান এবং বিরাট সকলেই এ স্থানে সমাগত হইয়াছেন, অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি আদেশ করিয়াছেন, বল।”

সঞ্জয় কহিলেন, “রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্ধিস্থাপনার্থে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা সে বিষয়ে অনুমোদন করুন। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা মৃদুতা, ঋজুতা প্রভৃতি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, কুলীন, অনৃশংস, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ ও সকল কর্ম্মের নিশ্চয়জ্ঞ; ঈদৃশ সত্ত্বশালী হইয়া হীনকর্ম্ম করা আপনাদের কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। যদি তদ্রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে শুভ্রবস্ত্রলগ্ন অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় আপনাদিগের অপযশ সাতিশয় প্রকাশমান হইয়া উঠিবে। যে কর্ম্ম পাপ, নিরয় ও বন্ধুক্ষয়ের কারণ এবং যাহাতে জয়-পরাজয় উভয়ই সমান, কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়? যাঁহারা জ্ঞাতিগণের উপকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য! যদি পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে শাসন ও শত্রুকুল নির্ম্মূলপূর্ব্বক

জ্ঞাতিবধ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন নিষ্ফল। কেশব, চেকিতান, গদ ও সাত্যকি আপনাদিগের সহায় হইলে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদয় দেবগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াও আপনাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। অন্য পক্ষে দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ, রাধেয় ও অন্যান্য ভূপালগণ যদি কৌরবগণের সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহাদিগকেই বা কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। কোন্ ব্যক্তি স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনের তাদৃশ সৈন্যগণকে সংহার করিতে পারে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে জয়পরাজয় উভয় বিষয়েই কিছুমাত্র মঙ্গল দেখিতেছি না। পাণ্ডবগণ কি প্রকারে দুষ্কুলজাত নীচ ব্যক্তির ন্যায় ধর্ম্মার্থ-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবেন? এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতির শরণাপন্ন হইলাম। যদি বাসুদেব ও অর্জ্জুন এই সকল বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে কি প্রকারে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের মঙ্গল হইবে? রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতির অভিপ্রায় এই যে, আপনাদিগের সন্ধি হইলেই উত্তম হয়।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি ত তোমার নিকট যুদ্ধাভিলাষ প্রকাশ করি নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত সংগ্রাম-বিষয়ে ভীত হইতেছ? হে বৎস! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা উহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়স্কর; অতএব যদি সহজে অর্থ সিদ্ধ হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি সমরে প্রবৃত্ত হয়? আমার মতে যুদ্ধ

না করিয়া যদি অতি অল্পমাত্র লাভ হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। হে সঞ্জয়! যাহার স্বীয় সুখসাধন ও দুঃখনিবারণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য, সে নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। বিষয়বাসনা কেবল স্বীয় পরিতাপের হেতু; যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়। যেমন অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিলে তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের প্রাদুর্ভাবই হইয়া থাকে। দেখ, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশত-সমভিব্যাহারে প্রভূত ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছেন না।

যেমন কোন ব্যক্তি আত্মবিনাশের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে বহুতৃণসম্পন্ন বনে অগ্নি দান পূর্ব্বক, পরিশেষে সেই অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইতেছে অবলোকন করিয়া অনুতাপ করিতে থাকে, সেইরূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও দুর্ম্মতি কুটিলস্বভাব হতভাগ্য পুত্রকে স্বাধীনতা প্রদানপূর্ব্বক অনুতাপ করিতেছেন। বিদুর কুরুকুলের পরম হিতকারী; কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন সতত তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের হিতবাসনায় জ্ঞাতসারেই অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, মেধাবী কুরুকুলহিতৈষী শ্রুতশীল বাগ্মী বিদুরের বাক্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেছেন না। তিনি কেবল পাপবুদ্ধি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধন-মানসে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। হে সঞ্জয়! যে সময়ে আমার দ্যূতে অভিলাষ হইয়াছিল, সেই সময়েই কুরুগণের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। তখন বুদ্ধিমান্ বিদুর হিতবাক্য বলিয়াও

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রশংসাভাজন হয়েন নাই। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বিদুরের বুদ্ধির অনুবর্ত্তী না হইয়াই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিয়াছিল, তত দিন তাহাদের রাজ্যবৃদ্ধি হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! অর্থলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কি দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে দেখ, সে বিমোহিত হইয়া পাপপরায়ণ দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছে; অতএব আমি তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

সূতপুত্র কর্ণ সংগ্রামে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সে একবারও জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই; বিশেষতঃ কর্ণ, দুর্য্যোধন, দ্রোণ, পিতামহ ও অন্যান্য কৌরবগণ ইঁহারা সকলেই সেই সংগ্রামস্থলে উপস্থিত ছিলেন; অতএব বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। অরাতিকুল-নিপাতন ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকিতেও আমাদের রাজ্য যেরূপে দুর্য্যোধনের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও কোন ভূপতির অবিদিত নাই। এক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া পাণ্ডবগণের বিভব হরণ করিতে বাসনা করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ না করিবে, তাবৎকাল জীবনধারণে সমর্থ হইবে, এবং যত দিন পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে অবলোকন না করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত অর্থসিদ্ধির অভিলাষ

করিবে। ফলতঃ মহাবীর ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় জীবিত থাকিতে ইন্দ্রও আমাদিগের রাজ্য-হরণ করিতে পারিবেন না। যদ্যপি বৃদ্ধরাজা সেই আত্মজের বুদ্ধির অনুগামী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্ত্রগণ অবশ্যই সমরে পাণ্ডবকোপানলে দগ্ধ হইবে। হে সঞ্জয়! আমরা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, পূর্ব্বে কৌরবদিগের সহিত আমাদের যে ঘটনা হইয়াছে এবং আমরা দুর্য্যোধনের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ত তোমার কিছুই অবিদিত নাই। আমি তোমাকে সৎকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতেছি, এখনও যদি দুর্য্যোধন আমাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদান করে, তাহা হইলে আমি শান্তিপক্ষ অবলম্বন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! আপনার সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মানুগত বলিয়া লোকমধ্যে বিশ্রুত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আপনি আপনার মহতী কীর্ত্তি ও জীবন অনিত্য বিবেচনা করিয়া ক্রোধভরে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন না। কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে কখনই আপনাকে রাজ্য প্রদান করিবেন না। কিন্তু আমার মতে যুদ্ধে রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা অন্ধক ও বৃষ্ণিরাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করাও শ্রেয়স্কর। বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যের জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখময়। বিশেষতঃ আপনি যেরূপ যশস্বী, কুরুকুলের হিংসা করা কদাপি আপনার বিধেয় নহে, অতএব আপনি এই পাপানুষ্ঠানে বিরত হউন। হে নরেন্দ্র! ধর্ম্মবিনাশিনী

বিষয়-বাসনা সকল মনুষ্যকেই আক্রমণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার পরতন্ত্র না হইয়া মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী, তাহাতে অভিভূত হইলে অবশ্যই ধর্ম্মনাশ হয়। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। কাম-পরতন্ত্র হইলে অর্থানুরোধে হীন প্রবৃত্তি জন্মে। লোকে ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিলে সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া উঠে; কিন্তু ধর্ম্মবিহীন হইলে সমুদয় ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াও সতত বিষাদে কাল যাপন করিতে হয়। আপনি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ও পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত বহু দিবস আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান্ আর কে আছে? যে ব্যক্তি কেবল ভোগসুখে নিমগ্ন থাকিয়া যোগাভ্যাসে বিমুখ হয়, সে ধনক্ষয়ে দুঃখিত, সুখভোগে বঞ্চিত ও বাসনায় একান্ত অভিভূত হইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে থাকে। আর যে ব্যক্তি পরলোকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে দেহত্যাগানন্তর পরকালে অশেষ প্রকার অনুতাপ করিতে হয়।

পরলোকে পুণ্য বা পাপের ক্ষয় হয় না, মনুষ্যকে জন্মান্তরে পূর্ব্বকৃত স্বকীয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।

হে পাণ্ডব! যদি আপনি পরিশেষে এই জ্ঞাতিবধরূপ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, তবে কি নিমিত্ত এতাবৎকাল দারুণ বনবাসক্লেশ সহ্য করিলেন? এই সমুদয় সৈন্য তখনও

আপনার অধীন ছিল। আপনি মহাসহায়সম্পন্ন হইয়া বাসুদেব ও অর্জ্জুনের সাহায্যে অনায়াসে শত্রুপক্ষীয় মহারথগণকে সংহারপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তখন তাহা না করিয়া বহু বৎসর বনে বাস-পূর্ব্বক শত্রুবর্গের বলবর্দ্ধন ও স্বীয় সহায়গণের বল হ্রাস করিয়া এখন কি নিমিত্তএই অনুপযুক্ত সময়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছেন? আমার মতে আপনার পক্ষে ভোগ অপেক্ষা ক্ষমাই শ্রেয়ঃ। দেখুন, যুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে আপনার কি সুখলাভের সম্ভাবনা? আর দেখুন, আপনি সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও জরা, মৃত্যু এবং প্রিয়, অপ্রিয় ও সুখদুঃখ ইহার কিছুই অতিক্রম করিতে পারিবেন না; অতএব যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করুন।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সঞ্জয়! ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি ধর্ম্ম কি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি, তুমি তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া আমাকে তিরস্কার কর।

এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় এবং প্রাজাপত্য, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক এই সকলও অধর্ম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম্মফলপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয়

কুলেরই হিতৈষী। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্মপরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্ত্তব্য?”

বাসুদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধিসংস্থাপন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উঁহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণ-সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধি-সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী; পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধিসংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর; সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্মসাধনোদ্যত, উৎসাহসম্পন্ন, স্বজনপরিপালক, রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?

হে সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ; কিন্তু দ্যূত-ক্রীড়াকালে সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই। দ্যূতক্রীড়াকালে কৌরবগণ যে গর্হিত বাক্য প্রয়োগ ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই।

এক্ষণে আমি এই কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত হস্তিনানগরে গমন করিব, কিন্তু যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয় এবং কৌরবেরাও সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হয়েন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে সুমহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় এবং কৌরবগণ মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।

আমি যখন নীতিসঙ্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ প্রদান করিব, তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে সমাদর ও অর্চ্চনা করিবেন, ইহার অন্যথা হইলে সেই সমস্ত উদ্ধত পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা স্ব স্ব কর্ম্মদোষে মহারথ অর্জ্জুন ও ভীমসেনের শরহুতাশনে নিঃসন্দেহ দগ্ধ হইবে। দুর্য্যোধন দ্যূতাবসানে পাণ্ডবগণকে সম্পদ্‌বিহীন বলিয়া উপহাস করিয়াছিল; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে অপ্রমত্ত গদাধারী সেই ভীমসেন তাহাকে এই কথা স্মরণ করাইবেন; দুর্য্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল এবং মনীষী ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখাস্বরূপ, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব পুষ্প ও ফল, আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণ তাহার মূল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ মহারণ্যস্বরূপ, পাণ্ডবেরা সেই মহারণ্যের ব্যাঘ্র, অতএব সেই মহারণ্যের উচ্ছেদ ও ব্যাঘ্র সকলকে বিনষ্ট করিও না; আশ্রয়ীভূত বন উচ্ছিন্ন হইলে ব্যাঘ্র নিহত হয় এবং ব্যাঘ্র না থাকিলে বনও উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; অতএব

ব্যাঘ্র বন রক্ষা ও বন ব্যাঘ্রকে রক্ষা করিবে। পাণ্ডবেরা তাহাদিগের সেবা অথবা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন; এক্ষণে নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা সমরকার্য্যে সুনিপুণ হইয়া অতিপ্রশান্ত হইয়া রহিয়াছেন। হে সঞ্জয়! তুমি অবিকল এই সকল কথার উল্লেখ করিবে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরদেব! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করি; আপনি সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে সুখে গমন কর।"

সঞ্জয়ের কৌরবসভায় প্রত্যাগমন।

অনন্তর সঞ্জয় কৌরবসভায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবগণ সমুদয় কৌরবগণকে বয়ঃক্রমানুসারে প্রত্যভিনন্দন করিয়াছেন। আমি যে প্রকার উপদিস্ট হইয়াছিলাম, পাণ্ডবগণকে সেইরূপ অবগত করিয়াছি।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যোদ্ধৃগণের নেতা মহাত্মা ধনঞ্জয় কি কহিয়াছেন? আমি রাজগণসমক্ষে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধার্থী নির্ভীক অর্জ্জুন

যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে কেশবের সম্মুখে আমাকে কহিয়াছেন যে, "হে সঞ্জয়! যে দুর্ভাষী, দুরাত্মা, অতি মূঢ়, আসন্নমৃত্যু সূতপুত্র আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়াছেন এবং যে সকল রাজা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ও সমস্ত কুরুগণের সমক্ষে দুর্য্যোধন ও তাঁহার অমাত্যগণকে কহিবে যে, যদি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পূর্ব্বকর্ম্মজনিত পাতক অবশ্যই বর্ত্তমান আছে; এই নিমিত্তই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধঘটনা হইবে এবং যে যুধিষ্ঠির অবলীলাক্রমে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভস্মসাৎ করিতে পারেন, তিনিও সেই যুদ্ধে সম্মুখীন হইবেন। যদি দুর্য্যোধন ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সকল প্রয়োজনই সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহা যেন না করেন; আর যদি ইচ্ছা হয়, যুদ্ধ করুন।"

ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পুত্র! আমার বাক্যে অভিনিবেশ কর; অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথকে কুপথ মনে করিও না। তুমি পঞ্চপাণ্ডবের তেজ সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত তোমাকে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বৎস! ভীমসেনের তুল্যবল বীর নয়ন-

গোচর হয় না। বৃক্ষ যেমন প্রবলোত্থিত পবনের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, তুমিও সেইরূপ সমরে শমনস্বরূপ ভীমসেনের উপর তর্জ্জন করিতেছ। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমস্ত শস্ত্রধরের অগ্রগণ্য, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুমধ্যে শরজাল বিস্তার করিয়া কোন্ ব্যক্তিকে সংহার করিতে না পারে? পাণ্ডবহিতৈষী, অতি দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকিই তোমার সেনাগণকে সংহার করিবে। ত্রিভুবনে যাঁহার তুলনা নাই, কোন্ বুদ্ধিমান্ সেই বাসুদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তিনি একদিকে জ্ঞাতি, বন্ধু ও পৃথিবী আর অন্যদিকে একমাত্র ধনঞ্জয় অবস্থান করিলে সমান বিবেচনা করেন। পাণ্ডবগণ যে স্থানে অবস্থান করেন, বাসুদেবও সেই স্থানে বর্ত্তমান থাকেন। কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, পৃথিবীও তাঁহাদিগের বল সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

বৎস! বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বাক্য গ্রহণ কর, বাক্য শ্রবণ কর এবং দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লিকেরও সম্মান রক্ষা কর; ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও সকলেই স্নেহবান্। বিরাটনগরে তোমার সম্মুখে তোমার ভ্রাতা ও সেনাগণ ভীত হইয়া গোসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। তৎকালে ধনঞ্জয় একাকীই সকলকে পরাজয় করিয়াছিল; সকল ভ্রাতা একত্র হইলে কি না করিতে পারে? অতএব পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত সৌভ্রাত্র সংস্থাপন কর।" কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এ সকল উপদেশ ফলদায়ক হইল না।

কৃষ্ণের দৌত্য গ্রহণ।

সঞ্জয় প্রতিনিবৃত্ত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, "হে মাধব! আমরা কেবল তোমার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়চিত্তে বৃথা গর্ব্বিত দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিয়া আপনাদের রাজ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছি। আপৎকাল উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণকে তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য; অতএব আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "আপনি যাহা কহিবেন, আমি তদ্বিষয়-সম্পাদনে সম্মত আছি।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়াছ। সঞ্জয় আমার নিকট যাহা কহিয়াছে, উহাই ধৃতরাষ্ট্রের মত। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভবশতঃ আমাদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান না করিয়াই আমাদের সহিত শান্তি সংস্থাপন করিতে বাসনা করিতেছেন। আমরা কেবল ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারেই দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছি; মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চতুর্দ্দশ বর্ষে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করি নাই। তিনি এক্ষণে দুষ্ট পুত্রের একান্ত বশীভূত হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় বিরত ও তাহারই শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। হে মধুসূদন! আমি তাঁহার নিকট পাঁচখানি

গ্রাম অথবা পাঁচটি নগর যাচ্ঞা করিয়াছিলাম। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাতেও সম্মত হইলেন না; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক আর কি আছে ?

ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পরম পূজনীয়। কিন্তু তাঁহার পুত্রস্নেহ অতিশয় বলবান্, তিনি পুত্রের বশীভূত হইয়া রাজ্যপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইবেন। তাহা হইলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ? আর কিরূপেই বা আমাদের ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের রক্ষা হইবে ? হে মধুসূদন! এক্ষণে তোমা ব্যতীত আর কাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি ? তুমি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও হিতৈষী, তুমি সর্ব্বকার্য্যজ্ঞ, আমাদের মধ্যে তোমার ন্যায় সমুদয় বিষয়ের নিশ্চয়-তত্ত্ববেত্তা আর কে আছে ?”

মহাত্মা জনার্দ্দন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! আমি আপনাদের উভয় পক্ষের হিতার্থ কৌরবসভায় গমন করিব। যদি তথায় আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তিসংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে কৌরব, সৃঞ্জয়, ধার্ত্তরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও অন্যান্য ব্যক্তি-গণ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন; তন্নিবন্ধন আমারও মহাফলপ্রদ পুণ্যলাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! আমার মতে কৌরবগণের নিকট তোমার গমন করা অকর্ত্তব্য; তুমি কুরুসভায় গমন করিয়া অতি হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিলেও দুর্য্যোধন তদনুসারে কার্য্য করিবে না। আর যে সমুদয় ভূপতিগণ তথায় আছেন,

তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী, অতএব তাঁহাদের নিকট তোমার গমন করা যুক্তিযুক্ত নহে। হে মাধব! তোমার অনিষ্ট-ঘটনা দ্বারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও সুখের কথা দূরে থাকুক, যদি দেবত্ব বা সমুদয় দেবগণের ঐশ্বর্য্যও লাভ হয়, তাহাতেও আমাদের সন্তোষ হয় না।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্য্যোধনের পাপাভিসন্ধিবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি; কিন্তু অগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাব করিলে লোকমধ্যে আমরা অনিন্দনীয় হইব,— এই বিবেচনায় কুরুসভায় গমন করিতে বাসনা করিতেছি। যেমন ক্রোধান্বিত সিংহ অনায়াসে অন্যান্য পশুদিগকে সংহার করে, তদ্রূপ আমি ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদয় পার্থিবগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিনাশ করিতে পারি। যদি কৌরবগণ আমার উপর কোন অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমি এককালে তাহাদিগকে সংহার করিব। হে মহারাজ! আমার কৌরবগণ-সমীপে গমন কদাপি ব্যর্থ হইবে না, হয় তোমাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে সন্ধিস্থাপন হইবে, না হয় লোক মধ্যে তোমরা অনিন্দনীয় হইবে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার যাহা অভিরুচি, তদ্বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে কৌরব-গণসমীপে গমন কর। যেন তোমাকে কৃতার্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিতে দেখি। হে কেশব! যে বাক্য ধর্ম্মানপেত ও আমাদের হিতজনক, কৌরবসভায় তাহা

কহিবে; ইহাতে সন্ধিসংস্থাপন হয় উত্তম, না হয় পরিশেষে যুদ্ধ করিব।”

কৌরব সভায় কৃষ্ণের দৌত্য।

মহাত্মা মধুসূদন জলদগম্ভীর-নিঃস্বনে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন, “হে ভরতবংশাবতংস! আমার মানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হয়; বীরপুরুষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

হে মহারাজ! আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আপনাকে অন্য কিছু বলিতে পারি না; অথবা অত্রস্থ পারিষদ্‌গণ এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়, বলুন। হে মহীপাল! যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হয়, তাহা হইলে এই সমুদয় ভূপতিগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এক্ষণে প্রশান্ত হউন, ক্রোধপরবশ হইবেন না; পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদানপূর্ব্বক পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে সুখ-স্বচ্ছন্দে বিবিধ ভোগ্য উপভোগ করুন। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। উক্ত মহাপুরুষ আপনার ও আপনার পুত্রগণের

প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; তিনি তথাপি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই আপনার পুত্রগণের পরমর্শানুসারে তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদয় ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন; আপনার মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু সুবলনন্দন শকুনি আপনার অনুমত্যানুসারে কপট-যুদ্ধে তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি-সকল অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না।

আমি এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষের মঙ্গল-বাসনায় এই সকল কথা কহিতেছি, আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলতঃ পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন; আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে কেশব! তোমার বাক্য সুখকর, লোকাচারসঙ্গত, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়োপেত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বাধীন নই, সুতরাং আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না; অতএব তুমি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্ত

করিবার নিমিত্ত যত্ন কর। তুমি স্বয়ং সেই ক্রূরাত্মাকে শাসন কর, তাহা হইলে তোমার বন্ধুজনোচিত কার্য্য করা হইবে।”

বাসুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য-শ্রবণে দুর্য্যোধনকে মধুর-বচনে কহিতে লাগিলেন, “দুর্য্যোধন! তুমি মহাপ্রাজ্ঞকুলে সমুৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচার প্রভৃতি সমুদয় সদ্‌গুণে অলঙ্কত হইয়াছ; অতএব সন্ধিসংস্থাপন করাই তোমার সমুচিত কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি ধর্ম্মার্থের অনুগত, অসাধুরাই বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। তোমাতে সেই বিপরীত ব্যবহার বারংবার নয়নগোচর হইতেছে; ঈদৃশ ব্যবহারে ঘোরতর অধর্ম্ম, প্রাণনাশের কারণ, অনিষ্ট ও অপ্রতিবিধেয় দুর্নিমিত্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই অনর্থ পরিহার-পূর্ব্বক আপনার, ভ্রাতৃগণের, ভৃত্যগণের ও মিত্রগণের শ্রেয়ঃসাধন কর; তাহা হইলে তুমি অধর্ম্মজনক, অযশস্কর কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। আর এক্ষণে প্রাজ্ঞ, শূর, মহানুভব, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। তাহা হইলে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ, সোমদত্ত ও জ্ঞানসম্পন্ন অন্যান্য মিত্রগণ সাতিশয় সুখী হইবেন। ফলতঃ সন্ধিসংস্থাপন হইলে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি লজ্জাশীল, সৎকুলজাত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদয়স্বভাব। অতএব পিতামাতার শাসনে অবস্থান কর। পিতার শাসনপরবশ হওয়া পুত্রের নিতান্ত শ্রেয়স্কর।”

অনন্তর মহাত্মা ভীষ্ম অসহিষ্ণু-স্বভাব দুর্য্যোনধকে কহিলেন, “দুর্য্যোধন! বাসুদেব তোমাকে যাহা কহিতেছেন, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও; কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইও না। মহাত্মা কেশবের বাক্যানুসারে না চলিলে কদাপি কল্যাণ বা সুখলাভ হইবে না। মহাবাহু কেশব তোমাকে ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্যই কহিতেছেন; তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও। অন্যথা তোমার দৌরাত্ম্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশাতেই ভারত কুলের রাজলক্ষ্মী দূরীকৃত হইবেন। হে বৎস! তুমি পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিও না।”

আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে রাজন্! কেশব ও ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যই কহিয়াছেন; তুমি তাহার অনুগামী হও। ইঁহারা প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্তও শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ইঁহারা তোমার হিতবাক্যই কহিয়াছেন, তুমি তাহা গ্রহণ কর। মোহবশতঃ কৃষ্ণের অবমাননা করিও না। কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ তোমাকে উৎসাহিত করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহারা কিছুমাত্র কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব প্রজা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট করিও না। বাসুদেব ও অর্জ্জুন যে সেনাগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন, কেহই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নয়। পরম সুহৃৎ কেশব ও ভীষ্ম যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা যথার্থ; যদি তাহা গ্রহণ না কর, তবে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইবে। তোমার নিকট হিত

ও প্রিয় কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বক্তব্য, সমুদয়ই বলিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর।”

মহামতি বিদুর কহিলেন, “দুর্য্যোধন! আমি তোমার নিমিত্ত শোক করিতেছি না; তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই শোকাকুল হইতেছি; তোমার হৃদয় এমন জঘন্য ও তুমি এমন পাপাত্মা যে, ইঁহারা তোমাকে উৎপাদন করিয়া হতমিত্র ও হতামাত্য হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ হইবেন; আর পরিশেষে ইঁহাদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোকাকুল চিত্তে এই সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।”

বিদুরের বাক্যাবসানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “বৎস! মহাত্মা বাসুদেবের বাক্য অত্যন্ত কল্যাণকর, যোগ-ক্ষেমশালী ও অপরিবর্ত্তনীয়; তুমি ইহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। এক্ষণে তুমি কেশবের সহিত একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন কর, বাসুদেবকে সহায় করিয়া শান্তিলাভ করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এ সময় অতিক্রম করিও না। মহাত্মা কেশব সন্ধিপ্রার্থনায় তোমার নিকট অনেক কথা কহিতেছেন; ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না; তাহা হইলে তোমার পরাজয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।”

রাজা দুর্য্যোধন কুরুসভামধ্যে অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কেশবকে কহিতে লাগিলেন, “হে বাসুদেব! অগ্রে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য; তুমি তাহা না করিয়া বিশেষরূপে আমারই নিন্দা করিতেছ।

তুমি অকস্মাৎ কি বলাবল অবেক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি, বিদুর, পিতা, আচার্য্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম তোমরা এই কয়জন সতত আমারই নিন্দা করিয়া থাক; অন্য কোন ভূপালকে নিন্দা কর না। কিন্তু আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আমার অণুমাত্রও অপরাধ কিংবা অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই না, তথাপি তোমরা সকলে নিয়ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ।

হে কেশব! পাণ্ডবগণ প্রীতিপূর্ব্বক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার অপরাধ কি? ঐ সময় পাণ্ডবগণের যে সমুদয় ধন পরাজিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অসম্মতিক্রমে হয় নাই। অতএব পাণ্ডবগণ যে দুরোদরমুখে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। এক্ষণে সেই নিতান্ত অসমর্থ পাণ্ডবগণ কি বলিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুর ন্যায় আমাদের সহিত বিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন? আমরা উগ্র কর্ম্ম বা ভীষণ বচনে ভীত হইয়া সুররাজের সমীপেও নত হই না। হে কৃষ্ণ! আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে অবলোকন করি না, যে যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করিতে উৎসাহযুক্ত হয়। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও সংগ্রামে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা স্বধর্ম্মে উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক যদি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে

স্বর্গলাভ করিতে পারিব। সংগ্রামে শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। কোন্ সদ্বংশজাত ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভীত হইয়া শত্রুর নিকট অবনত হইতে সম্মত হয়? মতঙ্গ মুনি কহিয়াছেন, 'উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য; অতএব উদ্যম রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক; নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে, বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোনক্রমে নত হইবে না।' হে মহাত্মন্! মদ্বিধ ব্যক্তিরা কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রণত হইয়া থাকেন।

আমার পিতা যে পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি জীবিত থাকিতে কখনই তাহা হইবে না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন, তাবৎ আমরা বা তাহারা এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে। হে কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম, তৎকালে অজ্ঞানতাবশতই হউক বা ভয়প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল; এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচির অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণে ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায়, পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।" এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন ক্রোধভরে সভা পরিত্যাগ করিলেন।

গান্ধারীর উপদেশ।

নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিলেন, “বৎস! গান্ধারীর সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর; আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে অনুশাসন করিব। যদি গান্ধারী সামবচনে মোহাভিভূত দুর্ব্বুদ্ধি দুঃসহায় দুর্য্যোধনকে শান্ত ও সৎপথাবলম্বী করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে পরমসুহৃৎ বাসুদেবের বচনানুসারে কার্য্য করিতে পারিব।”

ধীমান্ বিদুর তৎক্ষণাৎ গান্ধারীকে তথায় আনয়ন করিলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাররাজতনয়াকে কহিলেন, “গান্ধারি! তোমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যলোভে সুহৃজ্জনের শাসন অতিক্রম করিয়াছে; অতএব সে ঐশ্বর্য্য ও জীবন উভয়েই বঞ্চিত হইবে সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা অদ্য সুহৃদ্বাক্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পাপাত্মগণসমভিব্যাহারে অশিষ্টের ন্যায় সভা হইতে বহির্গত হইয়াছে।”

যশস্বিনী গান্ধারী কহিলেন “মহারাজ! সত্বরে সেই দুর্ম্মতি পুত্রকে জ্ঞাত কর যে, ধর্ম্মার্থবিলোপী অশিষ্ট অবিনীত ব্যক্তি কখনই রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! এই যে ব্যসন সমুত্থিত হইয়াছে, ইহাতে তুমি নিন্দনীয় হইবে; তুমি দুর্য্যোধনের পাপপরায়ণতা অবগত হইয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাক। এক্ষণে ঐ

দুরাত্মা কাম, ক্রোধ ও লোভের নিতান্ত বশীভূত হইয়াছে; সুতরাং তুমি আজ বল দ্বারাও উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না।”

অনন্তর মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বচনানুসারে অমর্ষসম্পন্ন দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভায় আনয়ন করিলেন।

গান্ধাররাজতনয়া কুপথগামী দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ‘বৎস দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে হিতকর ও ভবিষ্যতে সুখজনক বাক্য কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও তোমার পিতা যাহা কহিয়াছেন, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তুমি শান্তিমার্গ অবলম্বন করিলে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, আমি ও দ্রোণ প্রভৃতি সুহৃদ্গণ সকলেই সৎকৃত হইব। দেখ, রাজ্য স্বেচ্ছাক্রমে লাভ, রক্ষা বা ভোগ করিবার নহে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ বহুকাল রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয় না; জিতেন্দ্রিয় মেধাবী মহাত্মাই স্বচ্ছন্দে রাজ্যপালন করেন। কাম ও ক্রোধ মনুষ্যকে অর্থ হইতে পরিচ্যুত করে; ঐ রিপুদ্বয়কে পরাজয় করিতে পারিলেই অনায়াসে পৃথিবী জয় করা যায়। ধর্ম্মার্থাভিলাষী ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবে; যেমন ইন্ধন দ্বারা হুতাশন প্রবৃদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংযম দ্বারা বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যেমন অবাধ্য অশান্ত অশ্বগণ অনভিজ্ঞ সারথিকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ অসংযত ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্যকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি

আপনাকে বশীভূত না করিয়া অমাত্যগণকে পরাজয় করিতে বাসনা করে এবং অমাত্যদিগকে পরাজয় না করিয়া শত্রুগণকে পরাভব করিতে অভিলাষ করে, সে স্বয়ং পরাজিত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে আত্মাকে পরাজয় করিতে পারে, পরে অমাত্য ও শত্রুগণকে পরাজয় করা তাহার পক্ষে কোনক্রমেই দুঃসাধ্য নহে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্প সম্যক্‌রূপে পরাজয় করিতে পারে, পৃথিবী বিজয় করা তাহার পক্ষে অতি সামান্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি কামক্রোধাভিভূত হইয়া কপটাচরণ করে, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কেহই তাহার সহায় হয় না। শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণ কহিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ অজেয়; উহা যথার্থ।

হে দুর্য্যোধন! তুমি অক্লিষ্টকর্ম্মা মধুসূদনের বাক্য রক্ষা কর; তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাদের উভয় পক্ষের সুখসমৃদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী কৃতবিদ্য সুহৃজ্জনের শাসনানুবর্ত্তী না হয়, সে কেবল শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধন করে। সংগ্রামে ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ বা শ্রেয়োলাভ হয় না; যুদ্ধ করিলেই যে জয়লাভ হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই; অতএব যুদ্ধে অভিলাষ করিও না। পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিলে এই প্রত্যক্ষ ফল লাভ হইবে যে, তাহারা সমুদয় পৃথিবী নিষ্কণ্টক করিবে; তুমি অনায়াসে উহা ভোগ করিতে পারিবে। অতএব হে পুত্র! যদি অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে যথোচিত অংশ প্রদান কর। রাজ্যের

অর্দ্ধাংশ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; অতএব সুহৃদের বাক্য রক্ষা কর; জনসমাজে যশস্বী হইবে।

হে বৎস! তুমি কামক্রোধের বশীভূত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডবগণের যে অপকার করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতি-বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দৃঢ়ক্রোধ কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে পাণ্ডবগণের অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া তোমাদের সাধ্যনহে। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইলে, নিশ্চয়ই সমুদয় প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব তুমি অমর্ষপরায়ণ হইয়া কৌরবগণকে কালগ্রাসে পাতিত করিও না। তুমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি বীরগণ তোমার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে; কিন্তু তাহা কখনই হইবার নহে; কেন না, এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবগণের সমান অধিকার আছে এবং উক্ত মহাত্মারা তোমাদের উভয় পক্ষের প্রতিই সমান প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ তোমাদের অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মশীল। উক্ত মহাত্মগণ রাজার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন বলিয়া সমরে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনই প্রহার করিতে সমর্থ হইবেন না। হে পুত্র! কেহ লোভপরতন্ত্র হইয়া কদাপি অর্থ লাভ করিতে পারে না; অতএব তুমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হও।”

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন।

দুর্য্যোধন মাতৃবাক্য শ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি দুরাত্মগণের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর তাহারা সেই স্থানেই ক্ষীপ্রকারী কেশবকে বন্ধন করিবার মানসে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ সাত্যকি তাহাদের পাপ অভিসন্ধি অবগত হইয়া অতি শীঘ্র সভাস্থলে গমন করিয়া এই পাপাভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন।

মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের এই কাপুরুষোচিত সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভাস্থলে আনয়ন করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব দুর্য্যোধনকে সভাস্থলে সমাগত দেখিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—"মহারাজ! শুনিতেছি দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবেন। উহারা ভ্রান্ত; আমার এমন সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকীই উহাদিগকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোনপ্রকারেই পাপজনক নিন্দিত কার্য্য করিব না; আপনার পুত্রগণই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন।"

অনন্তর শান্তি স্থাপনের আর কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, মহাত্মা বাসুদেব, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমাকে সমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া অসূয়া-পরবশ হইও না। আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া অদ্যাবধি উভয়পক্ষে কোনরূপ বিভিন্নতা প্রদর্শন করি নাই। তথাপি পুত্রেরা ক্রোধপরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া আমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। আমি অন্ধ, সুতরাং পুত্রবৎসলতা বশতঃ সকলই সহ্য করিয়া থাকি। দুর্য্যোধন বিমোহিত হইলে আমিও মোহে অভিভূত হই। দুর্য্যোধন মহানুভব পাণ্ডবদিগের রাজসূয়যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভা প্রবেশকালে সেইরূপ উপহসিত হইয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইল। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণস্থলে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অক্ষম ও সমস্ত রাজ্য-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে গান্ধাররাজের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিবার কল্পনা করিল; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পাণ্ডববিরুদ্ধে অন্যায় সমর করিয়া সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইল।

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-প্রভাবে সুভদ্রার পাণি-গ্রহণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্য শরজাল বিস্তার করিয়া সেই বৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাঁহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে বলদৃপ্ত মগধাধিপতি জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে এবং দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে অনেকানেক ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও তাঁহার পরিহিত বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে,

তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরের অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাশুপতমহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বরদানতৃপ্ত ও দেবতাদিগের অজেয় পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগকে অর্জ্জুন পরাজয় করিয়াছে এবং দুর্দ্দান্ত দানবদল দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই, এইরূপ দুর্গম স্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণের পরামর্শক্রমে ঘোষযাত্রাগত মৎপুত্রেরা গন্ধর্ব্ব দ্বারা সংযত ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম স্বয়ং যক্ষের আকার স্বীকার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাট-নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বসুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া

অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নিষ্কাসিত ও স্বজনবহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি একপদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ তাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎ নরনারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব লোকের হিত-সাধনের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চরিতার্থ না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচেষ্টিত আছে, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ প্রস্থানকালে নিতান্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া অশেষ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব পাণ্ডব-দিগের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম নিরবচ্ছিন্ন তাহা-দিগের শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে

তাহাকে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণসংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপনার বধোপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছেন, তখন আর জায়াশাকরি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্মকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসংখ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া শরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অনুজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমিভেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ সংশপ্তকগণ, যাহারা অর্জ্জুনবিনাশের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাহা সতত সাবধানে সংরক্ষণ

করিতেছেন সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া তন্মধ্যে অভিমন্যু অসহায় হইয়াও সহসা প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুনবিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন ও সে অশেষ-ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভাগ্যবলে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুনের বধসাধন করিবার নিমিত্ত যে একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়া-ছিলেন, তাহা রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ ধর্ম্মে বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থিরনিশ্চয়, অশস্ত্র ও রথ-স্থিত দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইয়া মাদ্রী-সুত নকুল অসংখ্য লোকসমক্ষে ঘোরতর দ্বৈরথ-সংগ্রাম করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম,

দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন অতি পরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন, মহাবীর্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করিনাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য 'বাসুদেবকে পরাজয় করিব' বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত, যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠির তাহার প্রাণনাশ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব কলহ ও দ্যূত প্রভৃতি অতিশয় দুর্নীতির নিদান ও অতি মায়াবী প্রবল সৌবলকে মৃত্যুমুখে অর্পণ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখম শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর

প্রসুপ্ত পঞ্চপুত্র বিনাশ করিয়া অতি ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জায়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং তাহার তুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামাও মণিরত্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম অশ্বত্থামা মন্ত্রপূত অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ভনাশের চেষ্টা করিলে, দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

এক্ষণে গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদয় আত্মীয়-স্বজনের নিধন-দশায় এতাদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছেন এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতিদুষ্কর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে; এক্ষণে আমাদিগের পক্ষীয় তিন জন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে; হে সঞ্জয়! সেই সমুদয় স্মরণ করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারি দিক্ শূন্য ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণেপ্রতীয়মান হইতেছে; মন বিহ্বল হইতেছে।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। মহাজনগণ কখনই শোকে অভিভূত হ'ন না। পাপমতিদুর্য্যোধনের পতনে আপনার শোক সন্তপ্ত হওয়া বিধেয় নহে। ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবগণের জয় ও পাপপথগামী কৌরবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ইহা জানিয়াও কেন আপনি শোকে অভিভূত হইতেছেন! "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়" এই মহা বাক্য স্মরণই এখন আপনার একমাত্র সান্ত্বনা হউক।"